ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA গৌরবের ৭২ তম বছর

Founder : J.C.Paul ■ Former Editor : Paritosh Biswas

JAGARAN ■ 72 Years ■ Issue-159 ■ 10 March, 2026 ■ আগরতলা ১০ মার্চ, ২০২৬ ইং ■ ২৫ ফাল্গুন, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, মঙ্গলবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

পশ্চিম এশিয়ার সংঘাত নিয়ে কড়া নজর মোদির ঃ রাজ্যসভায় জয়শংকর

নয়াদিল্লি, ৯ মার্চ (আইএএনএস)।। পশ্চিম এশিয়ার ক্রমবর্ধমান সংঘাত পরিস্থিতির ওপর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ঘনিষ্ঠ নজর রাখছেন এবং ওই অঞ্চলে বসবাসকারী ভারতীয় নাগরিকদের নিরাপত্তাই সরকারের প্রধান উদ্বেগরাজ্যসভায় জানালেন বিদেশমন্ত্রী সুব্রহ্মণ্যম জয়শঙ্কর।

সোমবার অধিবেশন শুরু হওয়ার পর বিরোধী দলনেতা মল্লিকার্জুন খাড়্গে পশ্চিম এশিয়ার সংঘাতে ভারতীয় নাগরিকদের মৃত্যুর বিষয়টি উত্থাপন করতে গেলে ট্রেজারি বেঞ্চ থেকে প্রতিবাদ শুরু হয়। এরপর রাজ্যসভার চেয়ারম্যান সি. পি. রাধাকৃষ্ণণ খড়্গেকে বক্তব্য শেষ করতে বলেন এবং বিদেশমন্ত্রীকে বক্তব্য রাখতে আহ্বান জানান।

হট্টগোলের মধ্যেই বক্তব্য রাখতে গিয়ে জয়শঙ্কর জানান, যুক্তরাষ্ট্র ও ইজরায়েলের হামলার পর ইরানকে ঘিরে এই সংঘাত শুরু হয় এবং তাতে ইরানের ইসলামি শাসনের একাধিক শীর্ষ নেতার মৃত্যু হয়েছে। এরপর পরিস্থিতি আরও জটিল হয়ে পশ্চিম এশিয়ার একাধিক দেশে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়েছে।

তিনি বলেন, "২০ ফেব্রুয়ারি সরকার একটি বিবৃতি দিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে সব পক্ষকে সংযম বজায় রাখতে, সংঘাত না বাড়াতে এবং সাধারণ মানুষের নিরাপত্তাকে অগ্রাধিকার দিতে আহ্বান জানিয়েছিল। আমরা এখনও মনে করি আলোচনাই এই উত্তেজনা কমানোর একমাত্র পথ।"

জয়শঙ্কর আরও বলেন, ওই অঞ্চলের সব দেশের সার্বভৌমত্ব ও ভৌগোলিক অখণ্ডতাকে সম্মান করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

বিদেশমন্ত্রী জানান, প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে গঠিত কেন্দ্রীয় ক্যাবিনেটের নিরাপত্তা কমিটি এই সংঘাত পরিস্থিতি এবং সেখানে বসবাসকারী ভারতীয়দের সমস্যার বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেছে। সংশ্লিষ্ট সব মন্ত্রককে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

তিনি আরও জানান, প্রধানমন্ত্রী মোদী ইতিমধ্যেই সংযুক্ত আরব আমিরাত, কাতার, সৌদি আরব, ওমান, জর্ডন, ইজরায়েল এবং বাহরাইন-এর রাষ্ট্রপ্রধানদের সঙ্গে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

দঃ বর্ধমানে পরিবর্তন যাত্রায় মুখ্যমন্ত্রী ডা. সাহা

অবৈধ বাংলাদেশীদের ভোট ব্যাঙ্ক হিসাবে ব্যবহার করছে টিএমসি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ মার্চ ।। জনগণকে এই তৃণমূল সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করতে হবে, করা গত ১৫ বছর ধরে পশ্চিম বাংলায় সন্ত্রাস চালাচ্ছে এবং গণতন্ত্র ও শান্তি পুনরুদ্ধার করতে ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার গঠন করতে হবে। আজ পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণ বর্ধমানে পরিবর্তন যাত্রা উপলক্ষে আয়োজিত জনসভায় একথা বলেন ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা।

জনসভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ সাহা বলেন, আজ এই কার্যক্রমে উপস্থিত থাকতে পেরে আমি নিজেকে ভাগ্যবান মনে করছি। এই বর্ধমান হচ্ছে বিপ্লবের মাটি, ভক্তির মাটি এবং শিল্পের পবিত্র সঙ্গম স্থল, যেখানে আজ আমরা দাঁড়িয়ে রয়েছি। এই বর্ধমান শুধু ধান আর আলুর জন্য বিখ্যাত নয়, এই মাটি জন্ম দিয়েছে ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ সন্তানদের। এই জেলায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন কিংবদন্তি বিপ্লবী রাসবিহারী বসু। আজাদ হিন্দ ফৌজের রূপকার ছিলেন তিনি এবং বিদেশের মাটিতে দাঁড়িয়ে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ভিত কাঁপিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু আজ শাসকের অবহেলায় এই সোনার বর্ধমান ধুঁকছে। এরজন্যই আজকের এই পরিবর্তন যাত্রা। সব জায়গায় এই কার্যক্রম শুরু হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, মুর্শিদাবাদে হর গোবিন্দ দাস, চন্দন দাস, ভাদুড়িয়ার কার্তিক ঘোষ, সন্দেশখালির হারহিম সন্ত্রাসে শাহাজাহান বাহিনীর হাতে প্রাণ দিতে হয়েছে প্রদীপ মন্ডল, দেবদাস মন্ডল ও সুকান্ত মন্ডলকে। এখন সরস্বতী পুজো করতে গেলেও অনুমতি লাগে। সরস্বতী পুজো বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে। কালীপুজোর বিসর্জন দিতেও বাঁধা দেওয়া হচ্ছে। রাম নবমী মিছিলে হামলা পর্যন্ত হয়েছে। এমন অনেক নারকীয় ঘটনার সাক্ষী হতে হয়েছে এই রাজ্যের মানুষকে। তাই আজ আমাদের শপথ নিতে হবে আমরা কোন তোষণ মানবো না, কোন অবিচার মানবো না।

ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ সাহা বলেন, আমি মা ত্রিপুরা সুন্দরীর পুণ্যভূমি থেকে শুধু আপনাদের জন্য এসেছি। কারণ আমরা একই পরিবারের লোক। ভারতীয় জনতা পার্টি আমাদের পরিবার। কাজেই পরিবারে যখন কোন সমস্যা হয়, তখন পরিবারের কাউকে না কাউকে আসতে হয়। আর সেই পরিবারের হয়ে ত্রিপুরা থেকে আমি এখানে এসেছি। এখানকার বর্তমান সরকার সন্ত্রাসের সরকার। গত ১৫ ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ভারত দ্রুত উদ্ভাবন নির্ভর অর্থনীতির দিকে এগোচ্ছে নরেন্দ্র মোদি

নয়াদিল্লি, ৯ মার্চ (আইএএনএস)।। ভারত দ্রুত উদ্ভাবন-নির্ভর অর্থনীতির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে বলে মন্তব্য করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সোমবার পোস্ট-বাজেট ওয়েবিনারে ভার্চুয়াল মাধ্যমে বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিকে শিল্পক্ষেত্রের সঙ্গে সহযোগিতা বাড়িয়ে গবেষণাভিত্তিক শিক্ষার কেন্দ্র হিসেবে নিজেদের গড়ে তোলার আহ্বান জানান।

"সবকা সাথ সবকা বিকাশ - জনগণের আকাঙ্খা পূরণ' শীর্ষক ওয়েবিনারে প্রধানমন্ত্রী শিক্ষা, কর্মসংস্থান ও উদ্যোগের মধ্যে সমন্বয়ের ওপর জোর দেন। তিনি বিশেষভাবে এভিজিসি খাতের প্রসঙ্গ তুলে ধরে বলেন, এই ক্ষেত্র ভবিষ্যতে কর্মসংস্থান ও সৃজনশীল অর্থনীতির গুরুত্বপূর্ণ অংশ হয়ে উঠতে পারে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, "এই ওয়েবিনারে আপনারা এমনভাবে চিন্তাভাবনা করুন যাতে ক্যাম্পাসগুলি শিল্পক্ষেত্রের সঙ্গে সহযোগিতা ও গবেষণাভিত্তিক শিক্ষার গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র হিসেবে গড়ে ওঠে। এতে ছাত্রছাত্রীরা বাস্তব জগতের অভিজ্ঞতা অর্জনের সুযোগ পাবে।"

তিনি আরও বলেন, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, শিল্পক্ষেত্র ও একাডেমিয়ার মধ্যে সমন্বয় বাড়ানো গেলে দেশের সামগ্রিক উন্নয়ন দ্রুততর হবে। এই ধরনের আলোচনাই ভবিষ্যতের জন্য একটি সুস্পষ্ট রোডম্যাপ তৈরি করবে এবং 'বিকশিত ভারত'-এর ভিত্তি আরও শক্তিশালী করবে।

দেশের যুবসমাজের পরিবর্তিত মানসিকতারও প্রশংসা করেন প্রধানমন্ত্রী। তাঁর মতে, নতুন প্রজন্মের এই উদ্ভাবনী মানসিকতাই ভারতের সবচেয়ে বড় শক্তি। তাই এমন শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে যা এই মনোভাবের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

তিনি জানান, শিক্ষা ব্যবস্থাকে কর্মসংস্থান ও উদ্যোগের সঙ্গে যুক্ত করতে ধারাবাহিক প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে। জাতীয় শিক্ষা নীতি ২০২০-এর মাধ্যমে সেই ভিত্তি তৈরি হয়েছে বলেও উল্লেখ করেন তিনি।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, পাঠ্যক্রমকে বাজারের চাহিদা ও বাস্তব অর্থনীতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে তৈরি করতে হবে। বিশেষ করে কৃত্রিম ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

এডিসি এলাকায় উন্নয়নের নামে চলছে লুটপাট ঃ জিতেন্দ্র

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ মার্চ ।। এডিসি নির্বাচনের দিনক্ষণ ঘোষণার আগেই ২৮টি আসনের জন্য প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করল বামফ্রন্ট। একই সঙ্গে ধর্মনগর বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনের জন্যও প্রার্থীর নাম ঘোষণা করা হয়েছে। আজ সাংবাদিক সম্মেলনে প্রার্থি তালিকার নাম ঘোষণা করেছেন বিরোধী দলনেতা জিতেন্দ্র চৌধুরী, মানিক দে সহ অন্যান্যরা।

এদিন মানিক দে বামফ্রন্ট ঘোষিত প্রার্থীদের নাম প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেন, দামছড়া—জম্পুই আসনে বীরেন্দ্র রিয়াং, কাঞ্চনপুরে রমাকান্ত নাথ, করমছড়ায় সাধন চাকমা, দামছড়া---কচুছড়ায় বদরভুম হালাম, ছামনুতে খুশিরাম ত্রিপুরা, মনুতে রাহুল দাস, রাইমাভ্যালীতে সুমতি রঞ্জন চাকমা, গন্ডাছড়া—গঙ্গানগরে ধানছামনি রিয়াং প্রতিদ্বন্দ্বীতা করবেন। তেমনি, আশারামবাড়ী—হালহালিতে করিম দেববর্মা, কুলাই---চামপাহাওরে অতুল দেববর্মা।

এছাড়াও তেলিয়ামুড়া-মহারানী আসনে রতন কিশোর জমাতিয়া, রামচন্দ্রঘাটে সমরেশ দেববর্মা, মান্দাই-পুলিনপুরে সূর্য দেববর্মা, জিরানিয়ায় রাধাচরণ দেববর্মা, সিমনা---তমাকারিতে অমূল্য দেববর্মা, বোধজংনগর---ওয়াকীনগরে সঞ্জীত দেববর্মা, পেকুয়ারজলা—জন্মেজয়নগরে ব্রজলাল দেববর্মা, টাকারজলা-জম্পুইজলায় ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

উপনির্বাচনে ধর্মনগরে অমিতাভ

এডিসি ভোটে বামফ্রন্টের প্রার্থী তালিকা ঘোষণা, নতুন মুখ ২০

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ মার্চ ।। বর্তমানে এডিসি এলাকায় উন্নয়নের নামে লুটপাট চলছে। মুখ্যমন্ত্রী নিজেই অনিয়মের কথা বলছেন। গত পাঁচবছরে খুমুলুঙকে শ্মশানে পরিণত করেছে তিপরা মথা। তাই বামফ্রন্টের তরফ থেকে অভিজ্ঞতা, শিক্ষাগত যোগ্যতা ও তারুণ্যকে গুরুত্ব দিয়ে প্রার্থী বাছাই করা হয়েছে। জনগণকে প্রলোভনে পা না দেওয়ার জন্য আবেদন জানান সিপিআইএমের পলিটব্যুরো সদস্য তথা বিরোধী দলনেতা জিতেন্দ্র চৌধুরী।

সিপিআই(এম) রাজ্য সম্পাদক ও পলিটব্যুরো সদস্য জিতেন্দ্র চৌধুরী বলেন, নির্দিষ্ট সময়েই এডিসি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে বলে তারা আশাবাদী। আজ এডিসি নির্বাচন এবং ধর্মনগর উপনির্বাচনকে সামনে রেখে বামফ্রন্ট ও দলের রাজ্য কমিটির বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে প্রার্থী নির্বাচন করা হয়েছে, যেখানে অভিজ্ঞতা, শিক্ষাগত যোগ্যতা ও তারুণ্যকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। ধর্মনগর উপনির্বাচন ও এডিসি নির্বাচনে বামফ্রন্ট সমর্থিত প্রার্থীদের বিপুল ভোটে জয়ী করার আহ্বান জানান তিনি।

ধর্মনগরে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের কর্মীরা হামলার শিকার হচ্ছেন বলেও অভিযোগ করেন তিনি। তবে বিপুল অর্থ বা কালো টাকার জোর না থাকলেও মানুষের সমর্থনের উপর ভরসা রয়েছে বামফ্রন্টের বলে দাবি করেন তিনি।

তাঁর অভিযোগ, শাসক দলের কাছে ইলেক্টোরাল বন্ডের মাধ্যমে বিপুল ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

পানীয় জলের দাবিতে সড়ক অবরোধ ব্রু শরণার্থীদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ মার্চ ।। পানীয় জলের দাবিতে গন্ডাছড়া-অমরপুর সড়কের ব্রু সেটেলমেন্ট ক্যাম্পের সামনে সড়ক অবরোধে বসেছেন ব্রু শরণার্থীরা। সোমবার সকাল থেকে শুরু হওয়া এই অবরোধের জেরে সড়কের দু'পাশে দীর্ঘ যানজটের সৃষ্টি হয়। ফলে বহু যানবাহন মাঝপথে আটকে পড়ে এবং সাধারণ যাত্রী থেকে শুরু করে গাড়ি চালকরা চরম হয়রানির শিকার হন।

অবরোধকারীদের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরেই ক্যাম্প এলাকায় পানীয় জলের তীব্র সংকট চলছে। বারবার প্রশাসনের কাছে বিষয়টি জানানো হলেও এখনও পর্যন্ত স্থায়ী কোনও সমাধান হয়নি। বাধ্য হয়েই ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রেস্তোরাঁ ভেঙ্গে দিল বেপরোয়া গাড়ি, চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ মার্চ ।। সাত সকালে উদয়পুর শহরের রমেশ চৌমুহনি এলাকায় একটি বোলেরো গাড়ি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে জাতীয় সড়কের পাশে থাকা একটি রেস্তোরাঁয় ধাক্কা দেওয়ার ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। ওই ঘটনায় রেস্তোরাঁটির ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে বলে জানা গেছে।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, সোমবার ভোররাতে রাবার বোঝাই একটি বোলেরো গাড়ি (নম্বর টিআর০৩ই১৭৬৫) জাতীয় সড়ক দিয়ে যাওয়ার সময় হঠাৎ নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার ধারে অবস্থিত "দাদা বৌদির রেস্তোরাঁ" নামক দোকানে সজোরে ধাক্কা মারে। ধাক্কার জেরে রেস্তোরাঁটির সামনের অংশ ভেঙে যায়। দোকানের ভিতরে থাকা টেবিল, চেয়ার, কাঁচের সামগ্রীসহ বিভিন্ন আসবাবপত্র ভেঙে চুরমার হয়ে যায়।

ঘটনার সময় এলাকায় লোকজনের উপস্থিতি কম থাকায় বড় ধরনের হতাহতের ঘটনা ঘটেনি। তবে বিকট শব্দে আশপাশের বাসিন্দারা ছুটে এসে ঘটনাস্থলে ভিড় জমান।

খবর পেয়ে আর কে পুর থানা-র পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। পরে দুর্ঘটনাগ্রস্ত বোলেরো গাড়িটিকে আটক করে থানায় নিয়ে যাওয়া হয়।

সোমবার সকালে দোকানের মালিক তাপস সাহা দোকানে এসে দেখেন রেস্তোরাঁর ভেতরে থাকা প্রায় সব আসবাবপত্র ভেঙে তছনছ হয়ে পড়ে রয়েছে। আকস্মিক এই ঘটনায় তিনি হতবাক হয়ে পড়েন। এদিকে কী কারণে গাড়িটি নিয়ন্ত্রণ ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

সড়ক দুর্ঘটনায় যুবকের মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ মার্চ ।। গতকাল রাতে কাপতলী এলাকায় এক মর্মান্তিক সড়ক দুর্ঘটনায় মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে এক যুবকের। ওই ঘটনায় গোটা এলাকায় তীব্র শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

স্থানীয় সূত্রে খবর, গতকাল রাতে কাপতলী এলাকায় একটি কমান্ডার জীপ নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে খাদে পড়ে যায়। আহত চালক গোপীরঞ্জন ত্রিপুরাকে দমকলকর্মীরা উদ্ধার করে সাব্রুম মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছেন। কিন্তু চিকিৎসকরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। ঘটনার খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে প্রয়োজনীয় তদন্ত শুরু করেছে। ঠিক কী কারণে এই দুর্ঘটনা ঘটেছে তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। ঘটনায় এলাকাজুড়ে শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

দমকলের তৎপরতায় প্রাণে বাঁচলেন দুর্ঘটনাগ্রস্ত চালক

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিশালগড়, ৯ মার্চ।। রবিবার গভীর রাতে বিশ্রামগঞ্জের পাথালিয়া ঘাট এলাকার লুংথাং ছড়া পার্ক সংলগ্ন জাতীয় সড়কে ঘটে যায় এক ভয়াবহ সড়ক দুর্ঘটনা। দ্রুতগতিতে আসা একটি টাটা এইচ গাড়ি হঠাৎ নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার পাশের একটি ইলেকট্রিক পোস্টে সজোরে ধাক্কা মারে। দুর্ঘটনার পর গাড়িটির সামনের অংশ দুমড়ে মুচড়ে যায় এবং গাড়ির ভেতরে আটকে পড়েন চালক অভিজিৎ দাস ঘটনাটি অনেকটা আগের তেলিয়ামুড়ার চাকমাঘাট এলাকায় লরি চালক মিহির দেবনাথের দুর্ঘটনার ঘটনার কথা মনে করিয়ে দেয়। একইভাবে গাড়ির ভেতরে আটকে পড়ায় পরিস্থিতি অত্যন্ত সংকটজনক হয়ে ওঠে দুর্ঘটনার খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে ছুটে আসে বিশ্রামগঞ্জ ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা। উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো ফায়ার সার্ভিসের ড্রাইভার অরূপ রায় সে সময় অফ ডিউটিতে থাকলেও খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে উদ্ধার ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

স্বজন পোষণের অভিযোগ

মেলাঘর পুর পরিষদের চেয়ারপার্সন ভাইস চেয়ারপার্সন অফিসে তালা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ মার্চ ।। মেলাঘর পুর পরিষদে সোমবার এক নজিরবিহীন ঘটনার সৃষ্টি হয়। অভিযোগ, শাসকদলেরই চার কাউন্সিলর পুর পরিষদের চেয়ারপার্সন, ভাইস-চেয়ারপার্সন সহ চারজনের অফিস ঘরের দরজায় তালা ঝুলিয়ে দেন। এই ঘটনাকে ঘিরে এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।

জানা গেছে, সুবিধাভোগী নির্বাচনকে কেন্দ্র করে মতবিরোধের জেরেই এই ঘটনা ঘটে।

অভিযোগ, এক সুবিধাভোগী প্রয়োজনীয় স্বাক্ষর নেওয়ার জন্য বারবার চেয়ারপার্সনের কাছে গেলেও তিনি স্বাক্ষর দেননি।

অপরদিকে, পছন্দের ব্যক্তিদের সুবিধাভোগী হিসেবে নির্বাচনের অভিযোগ তুলে এর প্রতিবাদ জানাতে গিয়েই কাউন্সিলররা এ ধরনের পদক্ষেপ নেন বলে জানা গেছে।

চেয়ারপার্সন ও ভাইস-চেয়ারপার্সন সহ অন্যান্যদের অফিসে তালা লাগানোর খবর দ্রুত ছড়িয়ে পড়লে এলাকায় কৌতূহল ও আলোচনার সৃষ্টি হয়।

অনেকের মতে, এই ঘটনা শাসকদলের অভ্যন্তরে মতবিরোধ যে ক্রমেই তীব্র আকার ধারণ করছে তারই ইঙ্গিত বহন করছে।

এদিকে, স্বজনপোষণ বন্ধ করে প্রকৃত সুবিধাভোগীদের সুযোগ-সুবিধা দেওয়ার দাবিতে স্থানীয় মানুষের তরফ থেকেও জোরালো দাবি উঠেছে।

গলফ সংকট নিয়ে সংসদে আলোচনার দাবিতে বিরোধী সাংসদের বিক্ষোভ

নয়াদিল্লি, ৯ মার্চ (আইএএনএস)।। গালফ অঞ্চলের চলমান সংঘাত এবং তার সম্ভাব্য প্রভাব নিয়ে সংসদে বিস্তারিত আলোচনার দাবিতে সোমবার সংসদ ভবন চত্বরে বিক্ষোভ দেখাল বিরোধী সাংসদরা। লোকসভায় বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী-র নেতৃত্বে এই প্রতিবাদ কর্মসূচি হয়।

বিক্ষোভে অংশ নেওয়া সাংসদরা অভিযোগ করেন, গালফ সংকট এবং তার ফলে ভারতের অর্থনীতি ও বিদেশে বসবাসকারী ভারতীয়দের উপর সম্ভাব্য প্রভাব নিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এখনও পর্যন্ত "সম্পূর্ণ নীরবতা" বজায় রেখেছেন।

কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক ও সাংসদ কে. সি. ভেনুগোপাল সামাজিক মাধ্যমে জানান, ভারত ব্লক-এর সাংসদরা গালফ অঞ্চলের ক্রমবর্ধমান সংকট নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর নীরবতার প্রতিবাদে এই কর্মসূচি করেন।

ভেনুগোপাল বলেন, জ্বালানির দাম বাড়ার ফলে সাধারণ মানুষ সমস্যায় পড়ছেন। ইতিমধ্যেই রান্নার গ্যাসের দাম বেড়েছে এবং গালফ অঞ্চলে কর্মরত বহু ভারতীয় যুদ্ধ পরিস্থিতির মধ্যে আটকে পড়েছেন।

এ বিষয়ে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি বলেন, "ভারত এই পরিস্থিতিতে বড় ধরনের প্রভাবের মুখে পড়তে পারে। বিশ্বজুড়ে জ্বালানি সংকট তৈরি হচ্ছে। জ্বালানির দাম প্রতিদিন বাড়ছে। তাই এই বিষয় নিয়ে সংসদে আলোচনা জরুরি।"

কংগ্রেস নেতা শশী থারুর-ও সংসদে বিস্তৃত আলোচনার দাবি জানান। তিনি বলেন, "এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। দেশের জ্বালানি নিরাপত্তা ঝুঁকির মুখে পড়েছে। আজ সকালে আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের দাম ব্যারেল প্রতি ১০০ ডলারের উপরে উঠে গেছে।"

তিনি আরও দাবি করেন, কাতার থেকে গ্যাস সরবরাহ বন্ধ হয়ে যাওয়ায় শিল্পক্ষেত্রেও প্রভাব পড়তে শুরু করেছে। তাঁর কথায়, "দুই দিন আগেই এলপিজি সিলিন্ডারের দাম ৬০ টাকা বেড়েছে এবং পেট্রোলের দামও ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

শালিসি সভার নামে মা ছেলে, ভাইকে মারধর

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ৯ মার্চ।। শালিসি বৈঠকের নাম করে ডেকে নিয়ে নবম শ্রেণির এক ছাত্র, তার মা এবং বড় ভাইকে বেধড়ক মারধরের অভিযোগ উঠেছে। ঘটনায় গুরুতর জখম হয়ে নবম শ্রেণির ছাত্র আব্দুল মুতলিব বর্তমানে ঊনকোটি জেলা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। ঘটনাকে ঘিরে কৈলাসহরের গৌরনগর এলাকায় তীব্র উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছে।

জানা গেছে, কৈলাসহরের গৌরনগর গ্রাম পঞ্চায়েতের ৩ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা নাজমা বেগমের ছোট ছেলে আব্দুল মুতলিব নবম শ্রেণির ছাত্র। গতকাল রাতে একই এলাকার বাসিন্দা ইয়ামিছ আলীর ছেলে সাকিল আলীর সঙ্গে মুতলিবের ঝগড়া হয়। পরে দুই পক্ষ নিজেদের মধ্যে বিষয়টি মীমাংসাও করে নেয়।

তবে অভিযোগ, বিষয়টি মেনে নিতে না পেরে ইয়ামিছ আলীর বড় ছেলে হোসেন আলী নাজমা বেগমের কাছে কৈফিয়ত চান। এরপর সিদ্ধান্ত হয় যে, বিষয়টি নিয়ে তালেব ঠাকুরের বাড়িতে একটি শালিসি বৈঠক বসবে।

সেই অনুযায়ী নাজমা বেগম বিকেলে তালেব ঠাকুরের বাড়িতে গেলে উপস্থিত লোকজন তাকে তার ছেলে মুতলিবকে সেখানে ডাকার কথা বলেন। মায়ের ফোন পেয়ে মুতলিব সেখানে পৌঁছাতেই সাকিল আলী সহ কয়েকজন তাকে বেধড়ক মারধর শুরু করে বলে অভিযোগ। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা,১০ মার্চ, ২০২৬ ইং
২৫ ফাল্গুন, মঙ্গলবার, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ

নীরবে বিশ্বজয়ের কারিগর

অজিত আগরকরকে ভারতের ইতিহাসে সবচেয়ে সফল নির্বাচকপ্রধান বলা হইবে কি না, তাহা নিয়া বিতর্ক থাকিতে পারে ! তবে পরিসংখ্যান ও অর্জনের দিক থেকে তিনি যে এক অনন্য উচ্চতায় পৌঁছিঢয়া গিয়াছেন, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।২০২৩ সালের জুলাইয়ে দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকে গত তিন বছরে ভারতীয় ক্রিকেট যে স্বর্ণযুগ পার করিয়াছে, তাহার নেপথ্যে আগরকর ও তার নির্বাচক কমিটির সাহসী সিদ্ধান্তের বড় ভূমিকা রহিয়াছে।আগরকরের অধীনে ভারত একের পর এক আইসিসি টুর্নামেন্টে দাপট দেখাইয়াছে। তাহার মেয়াদে ভারত ২০২৪ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ, ২০২৫ চ্যাম্পিয়নস ট্রফি এবং সবশেষ ২০২৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ জয় করিয়াছে। এছাড়া ২০২৫ এশিয়া কাপেও ভারত চ্যাম্পিয়ন হইয়াছে।তাহার তিন বছরের মেয়াদে ভারত চারটি আইসিসি টুর্নামেন্টের ফাইনাল খেলিয়াছে (২০২৩ ওয়ানডে বিশ্বকাপসহ)।রোহিত শর্মা ও বিরাট কোহলির টি-টোয়েন্টি থেকে অবসর বা টেস্ট দলে প্রজন্মের পরিবর্তনের মতো কঠিন সিদ্ধান্তগুলো তিনি দৃঢ়তার সাথে নিয়াছেন। হার্দিক পান্ডিয়ার বদলে সূর্যকুমার যাদবকে টি-টোয়েন্টি অধিনায়ক করা বা শুভমান গিলকে ওডিআই অধিনায়কত্বের দায়িত্ব দেওয়ার মতো ''বোল্ড কল'' গুলো দীর্ঘমেয়াদী সুফল আনিয়া দিয়াছে।অন্যান্য নির্বাচকদের আমলে হয়তো ভারত একটি করিয়া বিশ্বকাপ জিতিয়াছে, কিন্তু অজিত আগরকর এমন একজন নির্বাচকপ্রধান যাহার সময়কাল ভারতকে একটি ''ট্রফি জয়ী মেশিনে'' রূপান্তরিত করিয়াছে। দলের মধ্যে ''স্টার কালচার'' কমাইয়া পারফরম্যান্সকে প্রাধান্য দেওয়া এবং কোচ গৌতম গম্ভীরের সাথে সমন্বয় করিয়া দল গঠন তাহাকে ভারতের ক্রিকেট ইতিহাসে সম্ভবত সবচেয়ে প্রভাবশালী ও সফল নির্বাচকের মর্যাদা দিয়াছে।

শুধু ট্রফিজয় নয়, ভারতীয় দলে বিরাট যুগবদলও হইয়াছে আগরকরের হাত ধরেই। ওয়ানডে-তেও আগামী দিনে সেই একই ভবিষ্যতের পথে হাঁটিতে পারেন তিনি।ভারতের মতো ক্রিকেট পাগল দেশে নির্বাচকপ্রধান হওয়াটা মোটেই সহজ কাজ নয়। এ দেশে প্রত্যেক ক্রিকেটপ্রেমীর নিজস্ব মতামত রহিয়াছে, প্রত্যেকেই যেন বিশেষজ্ঞ, সবজান্তা। ফলে যাহাকেই দলে নেওয়া হোক, বহু মানুষের তাহাতে আপত্তি থাকিবেই। তাহা ছাড়া দল নির্বাচন বড় স্বীকৃতিহীন কাজ। ভালো দল নির্বাচন করিলে মনে করা হয় সেটাই প্রত্যাশিত। আর কোনও সিদ্ধান্ত ভুল হইলেই মুন্ডপাত। রবিবারের পর বলা বাহুল্য, এই কঠিন কাজটি খুব ভালোভাবে করিয়াছেন অজিত আগরকর।এমনিতে ভারতীয় ক্রিকেটে নির্বাচক হিসাবে দিলীপ বেঙ্গসরকার, কৃষ্ণমাচারি শ্রীকান্তের মতো কিংবদন্তিদের দেখিয়াছে। তাহাদের তুলনায় লো প্রোফাইল হইলেও আগরকরের ক্রিকেটীয় অর্জন কম কিছু নয়। কিন্তু যে কোনও কঠিন সিদ্ধান্ত নিতে গেলেই তাঁহির ক্রিকেটীয় অর্জন টানিয়া আনিয়া খোঁচা দেওয়া হইত। বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মাদের নিয়া কঠিন সিদ্ধান্ত নেওয়া হইলে সমালোচনা করা হইত। প্রশ্ন তোলা হইত, নির্বাচক প্রধান কেন দলের সঙ্গে বিদেশ সফরে যাইবেন। প্রশ্ন তোলা হইত, কেন ঘরোয়া ক্রিকেটে নিয়মিত দেখা যায় না। সেই সব প্রশ্নের উত্তর আগরকর দিয়াছেন পারফরম্যান্স দিয়া।২০২৩ সালের মাঝামাঝি জাতীয় নির্বাচক হন তিনি। খানিক বিরূপ পরিস্থিতিতেই। চেতন শর্মাকে বিতর্কিত কারণে সরানোর পরা আগরকরকে আনা হয়। তাঁহার প্রথম বড় দায়িত্ব ছিল ২০২৩ বিশ্বকাপের দল বাছা। এরপর তিনি সব মিলাইয়া মোট চারটি আইসিসি ট্রফির দল বাছিয়াছেন। এর মধ্যে ২০২৪ ও ২০২৬ টি-২০ বিশ্বকাপে ভারত চ্যাম্পিয়ন। ২০২৫ চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি চ্যাম্পিয়নও ভারত। আবার গোটা দুই এশিয়া কাপও জিতিয়াছে টিম ইন্ডিয়া। একটা মাত্র আইসিসি ট্রফিতে ভারত 'ব্যর্থ' হইয়াছে। সেটা ২০২৩। সেবারও টিম ইন্ডিয়া রানার্স আপ। অর্থাৎ নিজের সময়কালে চারটি আইসিসি ট্রফির ৩টিই দলকে জিতিয়াছেন আগরকর। অপরটিতে টিম ইন্ডিয়া রানার্স আপ। আর কোনও নির্বাচক অন্তত খাতায় কলমে এতটা সফল নন।সবচেয়ে বড় ব্যাপার হইল, ভারতের এসবের জয়ের মধ্যেও দলে একটি বড়সড় ট্রানজিশন হইয়া গিয়াছে। গৌতম গম্ভীর, সূর্যকুমার যাদব, শুভমান গিলদের হাত ধরিয়া নতুন যুগের সূচনা হইয়াছে।

ত্রিপুরাসুন্দরী মন্দির পরিদর্শনে উপরাষ্ট্রপতি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ মার্চ: ভারতের উপররাষ্ট্রপতি সিপি রাধাকৃষ্ণণ আজ সকালে রাজ্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ তীর্থস্থান মাতা ত্রিপুরা সুন্দরী মন্দিরে পূজার্চনা করেছেন। দুই দিনের রাজ্য সফরে এসে তিনি উদয়পুরের মাতাবাড়িতে উপস্থিত হয়ে দেবী ত্রিপুরাসুন্দরীর দর্শন ও বিশেষ পূজা করেন।

মন্দিরে পৌঁছালে উপরাষ্ট্রপতিকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানান রাজ্যের অর্থমন্ত্রী প্রণজিত সিংহ রায়। উপরাষ্ট্রপতির মন্দির পরিদর্শনের সময় উপস্থিত ছিলেন রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেডি নাল্লু, অর্থমন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহরায়, মুখ্যসচিব জে কে সিনহা, পুলিশ মহানির্দেশক অনুরাগ, গোমতী জেলার জেলাশাসক রিঙ্কু লাথের সহ রাজ্য প্রশাসনের পদস্থ আধিকারিকগণ।

পুজো অর্চনার সময় মন্দির কর্তৃপক্ষ ও পুরোহিতরা বৈদিক মন্ত্রোচ্চারণের মধ্য দিয়ে বিশেষ পূজার আয়োজন করেন। পুজো শেষে উপরাষ্ট্রপতি মন্দির প্রাঙ্গণে কিছু সময় অতিবাহিত করেন এবং রাজ্যের শান্তি, সমৃদ্ধি ও সর্বাঙ্গীণ উন্নতি কামনা করেন। উপরাষ্ট্রপতির সফরকে কেন্দ্র করে মাতাবাড়ি মন্দির ও আশপাশের এলাকায় কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছিল। পুলিশ ও প্রশাসনের পক্ষ থেকে ব্যাপক নিরাপত্তা বলয় তৈরি করা হয় যাতে সফর নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হয়।

রক্তাক্ত পৃথিবী ও নীরব মানবতা

উজ্জ্বলকুমার দত্ত

পশ্চিম এশিয়ার আকাশ আজ মানুষের আত্মকেন্দ্রিকতা ও নিজেকে ক্ষমতাধর দেখানোর প্রতিযোগিতায় দেশগুলি মেতেছে। প্রথম দুটি বিশ্বযুদ্ধ এই দেশগুলিকে মানবতার পাঠ শেখাতে ব্যর্থ হয়েছে। মানুষের হাহাকার ও দুর্দশা দেখেও এই দেশগুলির আত্মা কাঁপে না। নিষ্পাপ ছোট-ছোট শিশু পৃথিবীকে ঠিকভাবে বুঝে ওঠার আগেই পৃথিবী ছেড়ে তাদের চলে যেতে হল। মনে হয় ঈশ্বর তাদের ভুল করে পৃথিবীতে পাঠিয়েছিলেন। ঠিকই হল তারা অন্য কোন গ্রহলোকে পুনরায় শান্তিতে জন্ম নিতে পারবেন। কিন্তু তাদের স্মৃতির মধ্যে যদি এই ঘটনার স্মৃতি গেঁথে যায় তবে তাদের কোমল মনে পৃথিবীর প্রতি কেবল ঘৃণাই জন্মাবে। রাষ্ট্রনায়কেরা নিজেদের ভগবানের থেকেও ঊর্ধ্বে মনে করেন। তাদের চালচলন ও সিদ্ধান্ত নেবার পদ্ধতি ভগবানকেও হার মানায়। কিন্তু তারা ভুলে যায় যে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করা গ্রহগুলির মধ্যে পৃথিবী কেবল চিরসবুজ ও প্রাণের উৎসভূমি। সেই প্রাণকে লালসার আগুনে নিক্ষেপ করা তাদের অধিকার সীমা থেকে যোজন দূরত্বে। পৃথিবী পরিবর্তনশীল। অসংখ্য সভ্যতার ধাত্রীভূমি। ধরা এত কলঙ্ক ও স্পর্ধা সহ্য করে না। অত্যাচার, অনাচার চরমে পৌঁছালে কারোরই রক্ষা নেই। এক নিমেষে সব এলোমেলো করার ক্ষমতা পৃথিবীর আছে। কিন্তু এই রাষ্ট্রনায়কদের কে বোঝাবে? প্রতিটি শুভবুদ্ধি সম্পন্ন দেশ চুপ করে সব নির্দিধায় নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করছে। তারা ভয় ও ভীতিতে সন্ত্রস্ত। এ কোন পৃথিবীতে আমরা বাস করছি। এখানেই কি যীশুখ্রিস্ট গৌতম বুদ্ধ, হযরত মুহাম্মদ জন্মগ্রহণ করেছিলেন? সন্দেহ হয় তাঁদের বাণীগুলির কী হবে। তাঁরা যে শিক্ষায় দীক্ষিত করে গিয়েছিলেন সেগুলি আজ কোথায়? এত ধর্মের সংস্থান গোটা বিশ্বজুড়ে। তাঁরা কী করছেন? মানবতার এই

দুর্যোগে তাঁদের চেহারাগুলো কোথায় যেন লুকিয়ে আছে। সবাই কি তাহলে ভয় পেয়ে গেলেন ভয় কীসের? একদিন তো সবাইকেই পরপারে যেতে হবে। রাষ্ট্রসঙ্ঘের কাঁধে বন্দুক রেখে এক দেশ পৃথিবীর অন্য দেশগুলিকে তোয়াক্কা না করে কখনও স্বয়ংপ্রভুত্ব রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতিকে উঠিয়ে নিয়ে জেলে বন্দী করে রাখছেন; কখনও আবার ইউরোপকে ধমকাচ্ছেন। গ্রীনল্যান্ড নিজের বলে দাবি করছেন। পৃথিবী যেন তার কাছে আত্মসমর্পণ করে করজোড়ে বসে আছে। এভাবে ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে মানবতা কত দিন টিকে থাকবে? ভয়ের আবহেই বা নিজেকে কীভাবে রক্ষা করা যায়? এই আর্তনাদ শুধু পশ্চিম এশিয়া নয়, এই আর্তনাদ গোটা পৃথিবীজুড়ে। যুদ্ধ আজ আর সীমান্তে সীমাবদ্ধ থাকে না- তার অভিঘাত ছড়িয়ে পড়ে মানুষের মনোজগতে ও সভ্যতার নৈতিক কাঠামোয়। রাষ্ট্রের শক্তি আজ মানুষের জীবনের মূল্যকে ছাপিয়ে গেছে। "জাতীয় স্বার্থ"-এর নামে যে রাজনীতি চালানো হয়, সেখানে শিশু, নারী, বৃদ্ধ সবাই কেবল পরিসংখ্যান। বোমার আঘাতে ধ্বংস হয় ঘরবাড়ি, কিন্তু তার চেয়েও ভয়াবহভাবে ধ্বংস হয় মানুষের বিশ্বাস। এই পৃথিবী হয়তো থাকার যোগ্য আর নেই। বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহ ধ্বংসস্তূপের ওপর দাঁড়িয়ে একদিন সভ্যতা উপলব্ধি করেছিল যে, যুদ্ধ কখনও শেষ কথা হতে পারে না। মানুষের রক্তে লেখা সেই কঠিন শিক্ষারই ফল হিসেবে জন্ম নিয়েছিল শান্তির নতুন ভাষা, মানবাধিকারের ঘোষণাপত্র এবং বিশ্ববিবেকের প্রতীক বলে বিবেচিত রাষ্ট্রসঙ্ঘ। উদ্দেশ্য ছিল একটাই- শক্তির উন্মত্ততাকে নিয়ন্ত্রণে রাখা, দুর্বল মানুষের পাশে দাঁড়ানো এবং পৃথিবীকে আরেকটি সর্বনাশের হাত থেকে রক্ষা করা। কিন্তু সময়ের সঙ্গে-সঙ্গে সেই প্রতিষ্ঠান আজ তার আদর্শগত দীপ্তি হারাতে বসেছে। রাষ্ট্রসঙ্ঘ ক্রমশ পরিণত হয়েছে শক্তিধর রাষ্ট্রগুলির রাজনৈতিক ছাতায়, যেখানে ন্যায়বিচার প্রায়ই ক্ষমতার দরজায় মাথা নত করে। ভেটোর না। রাজনীতি মানবতার কণ্ঠরোধ করে দেয়। সত্যের বদলে প্রতিষ্ঠা পায় শক্তির ভাষা। যার হাতে অস্ত্র বেশি, যার প্রভাব বিস্তৃত বক্তব্যই যেন চূড়ান্ত সত্য হিসেবে স্বীকৃতি পায়। এই বাস্তবতায় রাষ্ট্রসংঘ সভ্যতার বিবেকের এক গভীর সংকটের প্রতিচ্ছবি হয়ে দাঁড়িয়েছে। ধর্ম, যা একদিন মানুষের ভেতরে করুণা, সহানুভূতি ও সংযম জাগিয়ে তুলত, আজ বহু জায়গায় নীরব দর্শক। মন্দির, মসজিদ, গির্জা সবাই যেন নিজেদের নিরাপদ চার দেয়ালের ভেতর বন্দি। মানবতার প্রশ্নে তারা স্পষ্ট উচ্চারণে কথা বলছে না। অথচ যীশুখ্রিস্ট বলেছিলেন- প্রতিবেশীকে ভালোবাসো।

গৌতম বুদ্ধ শিখিয়েছিলেন করুণাই ধর্ম। হযরত মুহাম্মদ বলেছিলেন- একজন নিরপরাধ মানুষের প্রাণনাশ সমগ্র মানবতার হত্যার সমান। আজ এই বিবেক বাণীগুলো কেবল ধর্মগ্রন্থের পাতায় আটকে আছে অথচ জীবনের রক্তাক্ত বাস্তবতায় তাদের কোনো প্রতিফলন নেই। শক্তিধর রাষ্ট্রগুলির আচরণ আজ ঔপনিবেশিক অহংকারকেও হার মানায়। পৃথিবীকে তারা যেন দাবার বোর্ড ভেবে নিয়েছে। দেশগুলো কেবলই খুঁটি।

এই ভয়ের সংস্কৃতি সবচেয়ে বেশি ক্ষতি করছে সাধারণ মানুষের। যারা যুদ্ধ চায় না, ক্ষমতা চায় না, শুধু একটু শান্তিতে বাঁচতে চায়- তারাই সবচেয়ে অসহায়। শিশুরা স্কুলের পাঠ্যসূচি বোঝা বা চেনার আগেই শিখছে বোমার শব্দ চিনতে। মায়েরা জানে না রাতের শেষে সন্তান বেঁচে থাকবে কি না। এই বাস্তবতায় "উন্নয়ন", "সভ্যতা", "প্রগতি"- এই শব্দগুলো নিছক বিদ্রূপ ছাড়া আর কী।

তবু ইতিহাস বলে, অত্যাচারেরও একটি সীমা আছে। পৃথিবী দীর্ঘদিন কলঙ্ক বহন করে না। যখন অন্যায় চরমে ওঠে, তখনই পরিবর্তনের বীজ অঙ্কুরিত হয়। কিন্তু সেই পরিবর্তন যদি আসে ধ্বংসের মধ্য দিয়ে, তবে তার মূল্য চুকাতে হয় প্রজন্মের পর প্রজন্মকে। তাই প্রশ্ন উঠে আসে আমরা কি সেই অপেক্ষাই করছি? নাকি এখনই প্রতিবাদী মানবতার কণ্ঠকে শক্ত করব? প্রতিটি শুভবুদ্ধিসম্পন্ন রাষ্ট্র, প্রতিটি সচেতন নাগরিক, প্রতিটি নৈতিক কণ্ঠের দায়িত্ব আছে। নীরবতা আজ নিরপেক্ষতা নয়, নীরবতা আজ অন্যায়ের সহযাত্রী। ভয়কে অতিক্রম না করলে মানবতা বাঁচবে না। শক্তির কাছে মাথা নত করলে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম আমাদের ক্ষমা করবে না। এই পৃথিবী কেবল রাষ্ট্রনায়কদের নয়। এই পৃথিবী নিষ্পাপ শিশুদের, শ্রমিকের ঘামের, মায়ের আশীবাদের। সূর্যকে প্রদক্ষিণ করা এই একমাত্র জীবন্ত গ্রহ আমাদের যৌথ উত্তরাধিকার। তাকে লালসার আগুনে নিক্ষেপ করার অধিকার কারও নেই। আজ যদি মানবতার পক্ষে দাঁড়ানো না যায়, তবে আগামীকাল ইতিহাস আমাদের নাম লিখবে নীরব অপরাধীদের তালিকায়। প্রশ্নটা তাই খুব সোজা ভয়ের সঙ্গে বাঁচব, না মানবতার সঙ্গে? উত্তরটা রাষ্ট্রনায়কদের নয়, শেষ পর্যন্ত আমাদেরই দিতে হবে।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

শিবাজী মহারাজের জীবনী ও বীরত্বগাথা

গত সংখ্যার পর—

পর্ব-৫

বালক শিবাজী ও দাদাজী কোণ্ডদেব

কর্তব্য-নৈপুণ্য, সু-ব্যবস্থা, শৃঙ্খলা ও ন্যায়পরায়ণতার জন্য দাদাজী কোণ্ডদেব সর্বত্র সুপরিচিত ছিলেন। তাঁর কর্তব্য-কঠোরতা সম্বন্ধে মহারাষ্ট্রে এক কথা প্রচলিত আছে। একবার তার জনৈক এক কর্মচারী শাহবাগ থেকে কিছু ফল নিয়ে এল। একটা ফল কাটা হল। তিনি সে সুস্বাদু ফলের টুকরো মুখে তুলতে যাবেন তখনই তাঁর মনে একটা খটকা লাগল। জিজ্ঞেস করলেন --- "এই ফলটা কোথা থেকে এনেছ ?" কর্মচারী বলল শাহবাগ থেকে। দাদাজী বললে উঠলেন "ওহ! তাহলে তো আমার হাত দিয়ে বিরাট অপরাধ হয়ে গেছে, পরের জিনিস চুরির অপরাধ।" পুরানো কর্মচারী বলল "আপনি এ কথা কেন বলছেন ? আপনিই তো এই জাগীরের সব কিছুর মালিক।" দাদাজী বললেন "না, সে কথা ঠিক নয়। আমি মালিক নই। আমি এই জাগীরকে রক্ষা করার জন্য এবং এর উন্নতি করার জন্য নিযুক্ত সেবক মাত্র। প্রভুর অগোচরে তাঁর কোন জিনিস ভোগ করার অধিকার আমার নেই।

তখন একজন বলল "এ রকম তো সকলেই করে। তাছাড়া, দু-একটা ফল পেড়ে খাওয়াটা এমন কিছু মারাত্মক ব্যাপার নয়।" দাদাজী বললেন আমি অন্য সকলের মত হতে চাইনা। বিনা অনুমতিতে অপরের জিনিস নেওয়া চুরি ছাড়া কিছুই নয়। সে জিনিস ছোট হোক বা বড় তাতে কিছু তফাৎ হয়না। আমি চুরি দোষে দোষী। এর দণ্ড আমাকে পেতেই হবে।"

পুরনো কর্মচারীটি বলল "এটা আমার হাত দিয়ে হয়েছে হয়েছে, দণ্ড আপনি কেন ভোগ করবেন ? আপনি আমাদের শাস্তি দিন।" দাদাজি উত্তর দিলেন "কর্মচারী দোষ করলে উপরওয়ালার উপরেই তার দায়িত্ব বর্তায়। ন্যায়শাস্ত্র এই কথা বলে। যাও, তলোয়ার নিয়ে এসো। প্রভুর বাগানের ফল আমি ডান হাত দিয়ে খেতে উদ্যত হয়েছিলাম। আমার এই হাত কেটে ফেল।"

দাদাজীর এ কথা শুনে ভয়ে কেঁপে উঠল। বয়স্ক ব্যক্তিরা তাঁকে বোঝাবার চেষ্টা করতে লাগলেন। সে কর্মচারীটি বাগান থেকে ফল পেড়ে এনেছিল সে কাঁদতে শুরু করল। তারপর সে ছুটে গিয়ে জিজাবাঈকে সব ঘটনার কথা বলল। জিজাবাঈ শিবাজীকে নিয়ে তৎক্ষণাৎ দাদাজীর কাছে এসে তাঁকে ঐ মারাত্মক দণ্ড গ্রহণ থেকে নিবৃত্ত করলেন।

কথিত আছে সেই দিন থেকে দাদাজী একটা হাত-কাটা জামা পড়তেন এবং এইভাবে সবসময় নিজের একনিষ্ঠ সেবাব্রত ও কর্তব্য পরায়নতার কথা মনে রাখতেন। তাঁর সততার প্রভাবে অধস্তন কর্মচারী বা সর্দার কখনো কোনো দুর্নীতি, কর্তব্যে অবহেলা বা অন্যায়ের পথে যাবার সাহস পেতনা। দাদাজীর নামের উল্লেখ মাত্রই সুশৃঙ্খলার সঙ্গে কাজ চলত।

দাদাজি কোণ্ডদেব কাছে শিবাজী লেখাপড়া, অস্ত্রবিদ্যা, রাজনীতি ও সমর শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যক্ষ জীবনের ব্যবহারিক ও নৈতিক শিক্ষার ও পাঠ নিতেন। শাসন কার্যের ছোট-বড় সব ব্যাপারে দাদাজী, শিবাজীকে তাঁর কাছে রাখতেন, সর্বত্র সঙ্গে নিয়ে যেতেন। কোথায় নুতন কী কাজ করতে হবে, তার পরিকল্পনা রচনা করা, কোথাও কোনো অন্যায় ঘটে থাকলে ন্যায় বিচার করা --- সব শিবাজীর উপস্থিতিতেই চলত। শিবাজী সুক্ষ্ম দৃষ্টিতে সব দিকে নজর রাখতেন এবং কোন কাজ কিভাবে করা উচিত করা উচিত সে বিষয়ে তাঁর অনন্য বুদ্ধি ও মেধার সাহায্য পরিস্কার ভাবে বুঝে নিতেন।

দাদাজী এর পর শিবাজীকে সঙ্গে নিয়ে জাগীরের অন্তর্গত প্রত্যেকটি গ্রামে একে একে পরিদর্শন শুরু করলেন। এই জন-সম্পর্কের সময়ে গ্রামের প্রধান ও অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সমবেত করা হত। শিবাজী কে উঁচু আসনে বসিয়ে সভার কাজ শুরু হত। গ্রামে কোথায় কী অসুবিধা, আর কী অভিযোগ শোনা হতো। কোন বিবাদ-বিসংবাদ থাকলে সামনেই তার মীমাংসা করা হত।

গ্রামবাসীরাও উপলব্ধি করত যে রাজা তাদের সব রকম নিরাপত্তা ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা করতে তৎপর।

গ্রামের মানুষদের সঙ্গে শিবাজী অত্যন্ত অন্তরঙ্গভাবে মিশতেন। তাদের মধ্যে কর্মঠ, নিষ্ঠাবান ও বুদ্ধিমান যুবকদের সঙ্গে শিবাজী বন্ধুর মতো ভাব জমিয়ে নিতেন। এইভাবে গ্রামে গ্রামে তার ঘনিষ্ঠ ও একান্ত অনুগত বন্ধুর শিবাজী কে প্রাণ দিয়ে ভালবাসতে লাগল। তারা শিবাজীকে প্রাণ দিয়ে ভালবাসতে লাগল, তাঁর নির্দেশে সবকিছু করার জন্য তারা সর্বক্ষণ প্রস্তুত। এভাবে গ্রামে-গ্রামে এইসব বন্ধুর দল এক তেজস্বী, নির্ভীক, সুশৃঙ্খল, কর্তব্যনিষ্ঠ সংগঠনের রূপ গ্রহণ করল। এইসব তরুণরা ছিল পুনা এবং সংলগ্ন সহ্যাদ্রি পর্বত অঞ্চল বনাঞ্চলের প্রকৃত প্রাণ-সম্পদ। তাদের মাধ্যমে পুনার সীমিত অঞ্চল ছাড়িয়ে দূর-দূরান্ত পর্যন্ত শিবাজীর অনুপ্রেরণায় এক নূতন রক্তের, নতুন প্রজন্মের সৃষ্টি হতে লাগল। সর্বত্র দেশাত্মবোধ, পারস্পরিক ঐক্য, সাহস, পরাক্রম ও স্বাভিমানে উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠতে লাগল সেই সব মানুষ যারা এযাবৎ ছিল ম্রিয়মান, হতাশ, হতচেতন ও নিদ্রিত।

পর্ব-৬

আত্মনির্ভরতার পরিকল্পনা

দাদাজী কোন্ডদেব গ্রামবাসীদের আত্মনির্ভর ও স্বচ্ছল করে তোলার এক অভিনব পরিকল্পনা হাতে নিলেন। তিনি এক বিশাল উৎসবের আয়োজন করলেন। একটি লাঙ্গলে সোনার ফলা লাগানো হল। মহাসমারোহে ভূমি পূজা হলো এবং শঙ্খ-ঘন্টা ধ্বনির মাঝে স্বয়ং শিবাজী মাঠে লাঙ্গল চালালেন। গ্রামবাসীরা দারুণ উৎসাহ এই উদ্যোগে সাড়া দিল এবং প্রত্যেকেরই নিজ হাতে চাষ করার আগ্রহ প্রকাশ করল। চাষীদের জমি, বীজ, হাল-বলদ লাঙল প্রভৃতি সবরকম সাহায্য দেওয়া হল। তারা যাতে ঠিক মত চাষের কাজ করে ভালো ফসল ফলাতে সক্ষম হয় তারজন্য তাদের যথাযথ প্রশিক্ষণ দেওয়া হল। গ্রামে-গ্রামে চাষিরা এতদিন ফেলে রাখা জমিগুলিকে কঠোর পরিশ্রমে চাষের উপযুক্ত করে তুলল এবং পরম উৎসাহে চাষের কাজে নেমে পড়ল। তাদের এমন অভূতপূর্ব উদ্যম দেখে মাতা জিজাবাঈ এগিয়ে এলেন তাঁর সন্তানসম প্রজাদের উৎসাহ দিতে। জননী বসুন্ধরাও প্রসন্ন হয়ে তাঁর সম্পদ উজাড় করে দান করলেন। চতুর্দিকে সুখ-সমৃদ্ধি দেখা দিল।

দাদাজী দেখলেন, বহু গ্রামের কাছাকাছি গভীর অরণ্য থাকায় হিংস্র বন্য পশুদের আক্রমণে অনেক মানুষ ও গবাদি পশুর মৃত্যু ঘটে। অপঘাত-মৃত্যুর এইসব খবর প্রায় প্রতিদিনই আসে আসে। দাদাজী ঘোষণা করলেন, এই হিংস্র পশুদের হত্যা করে প্রমাণ হিসাবে নিহত পশুর লেজ শিবাজীর নির্দিষ্ট কর্মচারীর কাছে জমা দিলে বড় পুরস্কার দেওয়া হবে। সাহসী গ্রামবাসী যুবকেরা গভীর অরণ্যে প্রবেশ করে হিংস্র পশুদের সংহার শুরু করে দিল। এর ফলে অচিরেই গ্রামবাসীরা হিংস্র পশুদের আক্রমণ থেকে রেহাই পেল। সেই সময় মাঝে-মাঝে মুসলমান শাসকদের উচ্চপদস্থ কর্মচারীরা কর আদায় করার অছিলায় গ্রামে-গ্রামে লুটতরাজ করতে আসত, আর তাদের মধ্যে যারা গ্রামগুলির কাছাকাছি বসবাস করত, তাদের পেশা ছিল চুরি-ডাকাতি, রাহাজানি, মেয়েদের অপহরণ করা, তাদের উপর অকথ্য অত্যাচার, সাধারণ মানুষকে হত্যা করা, খুন-খারাপি। তাই সর্বত্র ভীতি এবং ত্রাসের রাজত্ব বিরাজ করত। তাদের সমূলে উৎখাত করার জন্য দাদাজী এক বিশেষ বাহিনী গঠন করলেন। তারা খুঁজে-খুঁজে চোর-ডাকাত ও লুণ্ঠনকারীদের পাকড়াও করে দরবারে হাজির করত।

তাদের মধ্যে যারা অসামাজিক জীবনের ত্যাগ করে সৎ জীবন-যাপনের অঙ্গীকার করত তাদের কোন কাজে নিযুক্ত করা হতো, অথবা অন্য কোন কর্মসংস্থানের মাধ্যমে তাদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হত। কিন্তু যারা স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসত না, অথবা পূর্বের ঘৃণ্য জীবনে ফিরে যেত তাদের কঠোর শাস্তি দেওয়া হত। কয়েকজনের এই রকম শাস্তি দেওয়ার পর চতুর্দিকে শান্তি-শৃঙ্খলা ফিরে এল। এইসব ন্যায়-বিচার ও শাস্তি বিধানের সিদ্ধান্ত শিবাজীকে সামনে রেখে অথবা অনেক সময় প্রত্যক্ষ তাঁরই নির্দেশ অনুযায়ী করা হত, এর ফলে শিবাজীর প্রভাব-প্রতিপত্তি সর্বত্র ছড়িয়ে পরল আরো ব্যাপকভাবে।

এ সম্পর্কে একটি ঘটনা উল্লেখযোগ্য। এই সময়ে ক্ষমতাশালী ও অত্যন্ত ক্রূর প্রকৃতির লোকেরা যেখানে যা খুশি তাই করে বেড়াত। বাদশাহী শাসন-ব্যবস্থা সাধারণ মানুষের সুবিচার পাওয়ার উপায় ছিল না। এই রকম পরিস্থিতিতে গ্রামের জনৈক শান্তিপ্রিয় স্বচ্ছল গৃহস্থ দমাজী প্যাটেলের উপর তাঁরই এক দুরাচারী আত্মীয় দত্তাজী হঠাৎ আক্রমণ করে এবং তাঁর সম্পত্তি ছিনিয়ে নেওয়ার উদ্দেশ্যে তাঁকে নৃশংসভাবে হত্যা করে। দমাজী প্যাটেলের বিধবা পত্নী প্রাণভয়ে তাঁর শিশু সন্তানদের নিয়ে বাস্তু-ভিটা ছেড়ে পালিয়ে গেলেন, কারন দত্তাজীর পক্ষে যেকোন রকম নিষ্ঠুর কর্ম করা সম্ভব ছিল। সকলেই তাকে ভয় করত। তার বিরুদ্ধে কথা বলার সাহস কারো ছিল না।

দমাজীর ছেলেরা যখন একটু বড় হল, তখন তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র সুব্যাজী সোজা বাঙ্গালোরে গিয়ে শাহাজীর কাছে দত্তাজীর নৃশংসতা ও নিজেদের অসহায় অবস্থার কথা তাঁকে জানাল। শাহাজী একটি পত্র লিখে তাকে দাদাজী কোণ্ডদেবের কাছে পাঠালেন। দাদাজী তৎক্ষণাৎ দত্তাজীকে ও তার ততোধিক নিষ্ঠুর পুত্র সন্তাজীকে গ্রেপ্তার করে রাজা শিবাজীর সামনে হাজির করার নির্দেশ দিলেন। শিবাজী ওদের দুজনকেই কঠোর শাস্তি দিলেন এবং দামাজী প্যাটেলের বিধবা পত্নী ও তাঁর সন্তানদের ন্যায্য সম্পত্তি তাঁদের হাতে সঁপে দিলেন। এই ঘটনার পর আর কোনো দুষ্কৃতীর সাহস হয়নি অনুরূপ অন্যায় অত্যাচার করার। **ক্রমশঃ**

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

জ্বালানির অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে মিছিল ও সমাবেশ। ছবি নিজস্ব।

বিশ্ব জ্বালানি সংকটের জেরে শক্তি সাশ্রয়ে বাংলাদেশে বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধের নির্দেশ

ঢাকা, ৯ মার্চ (আইএএনএস): বিশ্বব্যাপী জ্বালানি সংকটের প্রভাব মোকাবিলায় বিদ্যুৎ ও জ্বালানি সাশ্রয়ের লক্ষ্যে দেশের সব বিশ্ববিদ্যালয় সাময়িকভাবে বন্ধ রাখার নির্দেশ দিয়েছে বাংলাদেশ শিক্ষা মন্ত্রণালয়। সোমবার জারি করা এই নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, বিশ্ববিদ্যালয়গুলির শিক্ষাবর্ষের ক্যালেন্ডার অনুযায়ী ঈদুল ফিতর-এর ছুটি শেষ হওয়া পর্যন্ত এই সিদ্ধান্ত কার্যকর থাকবে।

বাংলাদেশের দৈনিক-এর প্রতিবেদনে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নির্দেশিকাটি উদ্ধৃত করে বলা হয়েছে, "বিশ্ব পরিস্থিতি মোকাবিলায় জাতীয় স্তরে বিদ্যুৎ ও জ্বালানি সাশ্রয় জরুরি। এজন্য সরকারি ও বেসরকারি সব বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের দায়িত্বশীলভাবে বিদ্যুৎ ও জ্বালানি ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে।"

জ্বালানি সাশ্রয়ের জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয় ১১ দফা নির্দেশও জারি করেছে। এর মধ্যে রয়েছে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ বাংলাদেশ-এর বরাদ্দ করা সরকারি যানবাহনের ব্যবহার সীমিত করা।

বিশ্লেষকদের মতে, পশ্চিম এশিয়ার যুদ্ধ পরিস্থিতির জেরে এই সংকট তৈরি হয়েছে। গত ২৮ ফেব্রুয়ারি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েল যৌথভাবে ইরান-এর সামরিক স্থাপনায় হামলা চালানোর পর সংঘাত তীব্র হয়। ওই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরাইল ইরানহামলায় ইরানের সর্বোচ্চ নেতা আলী খামেনি নিহত হন বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে। এর জবাবে ইরান ইসরায়েল, মার্কিন স্বার্থ ও উপসাগরীয় অঞ্চলের কয়েকটি দেশে অবস্থিত মার্কিন ঘাঁটিকে লক্ষ্য করে ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোন হামলা চালায়।

বাংলাদেশের আরেক শীর্ষ সংবাদপত্র জানিয়েছে, পশ্চিম এশিয়ার সংঘাতের ফলে বিশ্ব জ্বালানি বাজারে অনিশ্চয়তা বাড়ছে এবং তার প্রভাব বাংলাদেশেও পড়তে শুরু করেছে।

সপ্তাহান্তে ঢাকা, চট্টগ্রামসহ বিভিন্ন শহরের পেট্রল পাম্পে জ্বালানি কেনার জন্য দীর্ঘ লাইন দেখা গেছে। সম্ভাব্য সংকটের আশঙ্কায় অনেক গাড়িচালক আগাম জ্বালানি মজুত করতে শুরু করেছেন।

প্রতিবেদন অনুযায়ী, বাংলাদেশ আমদানিনির্ভর জ্বালানির ওপর অনেকটাই নির্ভরশীল, বিশেষ করে মধ্যপ্রাচ্য থেকে জ্বালানি তেল ও তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাস আমদানি করে। এছাড়া গুরুত্বপূর্ণ নৌপথ হরমুজ প্রণালী বন্ধ হয়ে যাওয়ার আশঙ্কায় পরিবহন, শিল্প ও গৃহস্থালির জ্বালানি সরবরাহ ব্যাহত হওয়ার উদ্বেগও বাড়ছে।

দ্য ডেইলি স্টারের মতে, বাংলাদেশের অপরিশোধিত তেল আমদানির প্রায় এক-পঞ্চমাংশ এই গুরুত্বপূর্ণ নৌপথ দিয়ে আসে, ফলে আন্তর্জাতিক জ্বালানি সরবরাহে অনিশ্চয়তা দেশের বাজারেও উদ্বেগ তৈরি করেছে।

আফগানিস্তানের সঙ্গে যুদ্ধের জেরে আইএমএফ ঋণ নিয়ে অনিশ্চয়তায় পাকিস্তান

নয়াদিল্লি, ৯ মার্চ (আইএএনএস): আফগানিস্তানের সঙ্গে সীমান্তে চলমান সংঘাতের কারণে পাকিস্তানের জন্য আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের (আইএমএফ) পরবর্তী কিস্তির ঋণ পাওয়া অনিশ্চিত হয়ে পড়তে পারে বলে এক সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদনে জানানো হয়েছে।

বর্তমানে আইএমএফের একটি প্রতিনিধি দল পাকিস্তান সফরে রয়েছে। দেশের অর্থনীতির তৃতীয় দফা পর্যালোচনার অংশ হিসেবে তারা এই সফর করছে। এই পর্যালোচনার পরেই পাকিস্তানের জন্য পরবর্তী কিস্তির ঋণ ছাড়ের সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

প্রতিবেদন অনুযায়ী, আইএমএফ দলটি খতিয়ে দেখছে ইসলামাবাদ যে অর্থনৈতিক সিদ্ধান্তগুলি নিচ্ছে সেগুলি আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের নির্ধারিত শর্ত পূরণ করছে কি না। উদ্দেশ্য হল, পাকিস্তানের অর্থনীতি পুনরুদ্ধার করে যাতে দেশটি নেওয়া ঋণ শোধ করতে সক্ষম হয়। এই তথ্য প্রকাশ করেছে আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (আইএমএফ) সম্পর্কিত এক প্রতিবেদনে সাউথ চায়না মর্নিং পোস্ট।

তবে আফগানিস্তানের সঙ্গে চলমান সংঘাত এবং বাড়তি সামরিক ব্যয়ের ফলে আইএমএফের নির্ধারিত অর্থনৈতিক শর্ত পূরণ করা পাকিস্তানের জন্য কঠিন হয়ে উঠছে। এর ফলে দেশে বিনিয়োগের পরিবেশও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং মুদ্রাস্ফীতিও বেড়েছে। ঋণ দেওয়ার ক্ষেত্রে এসব বিষয় আইএমএফের প্রতিনিধি দল বিবেচনায় নেবে।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, পাকিস্তানের মতো পরিস্থিতিতে থাকা কোনও দেশের জন্য আইএমএফের সহায়তা পেতে গেলে কিছু শর্ত মেনে চলা বাধ্যতামূলক। এর মধ্যে রয়েছে সংস্কারমূলক প্রতিশ্রুতি বজায় রাখা, কাঠামোগত পরিবর্তন আনা এবং আর্থিক শৃঙ্খলা বজায় রাখা। সীমান্তে যুদ্ধ পরিস্থিতি এই সব সূচকে নেতিবাচক প্রভাব ফেলে।

প্রতিবেদন অনুযায়ী, আইএমএফ কর্মসূচি স্থগিত হয়ে গেলে বিদেশি বিনিয়োগকারীদের আস্থাও কমে যেতে পারে, যা গত এক বছরে কিছুটা উন্নতি হয়েছিল।

এছাড়াও আফগানিস্তানের সঙ্গে সংঘাত চীনের পাকিস্তানে করা বিনিয়োগের ওপরও ঝুঁকি তৈরি করছে। বিশেষ করে চীন-পাকিস্তান অর্থনৈতিক করিডোর প্রকল্প, যা প্রায় ৬৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের অবকাঠামো নেটওয়ার্ক এবং বেল্ট অ্যান্ড রোড ইনিশিয়েটিভ-এর অন্যতম বড় উদ্যোগ, তার ওপরও প্রভাব পড়তে পারে।

এদিকে প্রতিবেদনে আরও বলা হয়েছে, ইরানের বিরুদ্ধে মার্কিন-ইসরায়েল যুদ্ধ-এর ফলে এশিয়া জুড়ে তেল ও গ্যাস সরবরাহে বিঘ্ন ঘটেছে। এতে জ্বালানির দাম ও পরিবহন ব্যয় বেড়ে যাওয়ায় পাকিস্তানে মুদ্রাস্ফীতি আরও বাড়তে পারে এবং দুর্বল অর্থনীতি আরও চাপের মুখে পড়তে পারে।

আগের সরকারের ভুল সংশোধন করছি অন্ধ্রপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী চন্দ্রবাবু নাইডু

অমরাবতী, ৯ মার্চ (আইএএনএস): অন্ধ্রপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী এন. চন্দ্রবাবু নাইডু সোমবার দাবি করেছেন, জোট সরকার ক্ষমতায় এসে আগের সরকারের করা ভুলগুলো সংশোধন করছে। তিনি অভিযোগ করেন, পূর্ববর্তী শাসনামলে ওয়াইএসআর কংগ্রেস পার্টি রাজ্যের রাজস্ব দফতরের কার্যক্রমকে ব্যাহত করেছিল।

নন্দ্যাল জেলার কোঠা বুরুজু গ্রামে কৃষকদের মধ্যে 'পট্টাদার' পাসবুক বিতরণ অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী এই মন্তব্য করেন।

নাইডু অভিযোগ করেন, আগের সরকারের সময় ভূমি মালিকানা আইন-এর মাধ্যমে কৃষক ও গরিব মানুষের জমি কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছিল।

তিনি বলেন, পূর্ববর্তী সরকার রাজনৈতিক প্রতিহিংসা ও বেআইনি দখলের উদ্দেশ্যে নিবন্ধন আইনের ধারা ২২৬-এর আওতায় প্রায় ১.৯৫ কোটি একর জমিকে নিষিদ্ধ তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করেছিল।

মুখ্যমন্ত্রী জানান, ক্ষমতায় আসার পরই তাঁদের সরকার ল্যান্ড টাইটলিং আইন বাতিল করেছে এবং জমির নথিপত্রে থাকা ভুল সংশোধনের কাজ শুরু করেছে।

নাইডুর অভিযোগ, আগের সরকার পট্টাদার পাসবুকে নিজেদের ছবি ছাপিয়েছিল এবং এমনকি সার্ভে পাথরেও ছবি মুদ্রণ করেছিল, যার জন্য প্রায় ৭৫০ কোটি টাকা খরচ হয়েছে।

তিনি বলেন, "ওদের একটি ভুল সংশোধন করতেই ২০ মাস লেগেছে। এখন কৃষকদের উপস্থিতিতে জমির মাপজোক করা হচ্ছে এবং তাদের সম্মতি নিয়েই জমির বিবরণসহ পাসবুক দেওয়া হচ্ছে।"

নাইডু জানান, নতুন পট্টাদার পাসবুকে কিউআর কোড ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে, যাতে জমির নথিতে কোনও কারচুপি হলে তা সহজেই ধরা পড়বে। এমনকি এমআরও বা ভিআরও-র ভুলও ব্লকচেইন প্রযুক্তির মাধ্যমে শনাক্ত করা যাবে বলে তিনি দাবি করেন।

তিনি আরও বলেন, ১৬,৮১৬টি গ্রামের মধ্যে আগের সরকারের সময় ৬,৮৬০টি গ্রামে জমি সমীক্ষা করা হয়েছিল এবং প্রায় ১৯.৯৩ লক্ষ পাসবুক জারি করা হয়েছিল, যেগুলিতে নথি বিকৃতির অভিযোগ রয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী জানান, রায়ালসীমা অঞ্চলকে একটি উদ্যানপালন কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলা হবে এবং এর জন্য কেন্দ্র সরকারের পূর্বোদয় প্রকল্প-এর আওতায় প্রায় ৩০,০০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হবে।

এছাড়াও তিনি আবারও অভিযোগ করেন, তিরুপতি-র বিখ্যাত তিরুপতি লাড্ডু-তে ভেজাল মিশিয়ে মন্দিরের সুনাম নষ্ট করার চেষ্টা করেছে বিরোধীরা। ভগবান ভেঙ্কটেশ্বর-র পবিত্রতা নষ্ট করার কোনও চেষ্টা বরদাস্ত করা হবে না বলেও সতর্ক করেন তিনি।

নাইডু আরও দাবি করেন, রাজ্যে বড় আকারে বিনিয়োগ আসছে। কর্ণুলে একটি ড্রোন সিটি এবং অনন্তপুরে একটি অ্যারোস্পেস সিটি গড়ে তোলা হবে। পাশাপাশি তিনি আশ্বাস দেন, আগের সরকারের মতো বিদ্যুতের দাম বাড়ানো হবে না।

দক্ষিণ ভারতে জঙ্গি নিয়োগ বাড়াচ্ছে লস্কর-ই-তইবা অবৈধ অভিবাসীদের টার্গেট: গোয়েন্দা সূত্র

নয়াদিল্লি, ৯ মার্চ (আইএএনএস): দেশে জঙ্গি কার্যকলাপ জোরদার করতে দক্ষিণ ভারতে নতুন করে নিয়োগ অভিযান শুরু করেছে লস্কর-ই-তৈয়বা। গোয়েন্দা সংস্থার দাবি, উত্তর ভারতে হামলা চালানোর উদ্দেশ্যে দক্ষিণ ভারতে বসবাসকারী অবৈধ অভিবাসীদের টার্গেট করা হচ্ছে।

সম্প্রতি ফরিদাবাদে একটি জঙ্গি মডিউল ভেঙে দেওয়া এবং মন্দিরে হামলার ষড়যন্ত্র ফাঁস হওয়ার পর তদন্তে উঠে এসেছে যে জইশ-ই-মোহাম্মদ ও লস্কর-ই-তইবা দেশে 'হোমগ্রোন' নেটওয়ার্ক তৈরির দিকে জোর দিচ্ছে।

দিল্লি পুলিশের স্পেশাল সেল-এর কর্মকর্তাদের দাবি, দক্ষিণ ভারতে বসবাসকারী অবৈধ অভিবাসীদের খুঁজে বের করে তাদের উত্তর ভারতে হামলার কাজে ব্যবহার করার পরিকল্পনা করছে লস্কর। বিশেষ করে কেরালা-এর বিভিন্ন বাংলাভাষী শ্রমিক ক্যাম্পে এই ধরনের তৎপরতা বাড়তে দেখা যাচ্ছে।

একই ধরনের কার্যকলাপ তামিলনাড়ু-তেও নজরে এসেছে। সম্প্রতি তামিলনাড়ু থেকে স্থানীয় পুলিশের সহযোগিতায় ছয়জন বাংলাদেশি নাগরিককে গ্রেফতার করেছে স্পেশাল সেল। তদন্তে জানা গেছে, দিল্লি ও আশপাশের এলাকায় মন্দিরে হামলা চালানোর পরিকল্পনায় তাদের ব্যবহার করার ছক ছিল।

একজন গোয়েন্দা ব্যুরো-এর আধিকারিক জানান, এই কাজে লস্কর-ই-তইবা সেই সব দালালদের সাহায্য নিচ্ছে যারা অবৈধভাবে অভিবাসীদের ভারতে নিয়ে আসে। ওই দালালরাই তাদের আধার কার্ড ও ভোটার আইডির মতো নথি জোগাড় করে দেয়।

গোয়েন্দা সূত্রের দাবি, আগে যেভাবে এই দালালরা পশ্চিমবঙ্গ ও উত্তর-পূর্ব ভারতের নির্বাচনে ভোট দেওয়ার জন্য অবৈধ অভিবাসীদের ব্যবহার করত, এখন একই কৌশল ব্যবহার করে তাদের জঙ্গি কার্যকলাপে যুক্ত করার চেষ্টা করা হচ্ছে।

এক আধিকারিক জানান, এই অভিবাসীদের নথি দেওয়ার শর্ত থাকে নির্বাচনে ভোট দেওয়া। সেই শর্ত না মানলে তাদের খুঁজে বের করে বাংলাদেশ বা মিয়ানমারে ফেরত পাঠানোর হুমকি দেওয়া হয়। এখন একই ধরনের চাপ বা বড় অঙ্কের অর্থের প্রলোভন দেখিয়ে তাদের জঙ্গি সংগঠনে টানার চেষ্টা চলছে।

গোয়েন্দা রিপোর্ট অনুযায়ী, পশ্চিমবঙ্গ ও অসমে আসন্ন নির্বাচনকে লক্ষ্য করে হামলার পরিকল্পনাও করতে পারে লস্কর-ই-তইবা। নিরাপত্তা বাহিনী নির্বাচনী কাজে ব্যস্ত থাকবেএই সুযোগ নিতে চাইছে জঙ্গি সংগঠনটি।

আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য হল, উত্তর-পূর্ব ভারত বা পশ্চিমবঙ্গে আগে থেকেই থাকা অবৈধ অভিবাসীদের পরিবর্তে দক্ষিণ ভারত থেকে লোক নিয়োগ করা হচ্ছে। কারণ তারা ওই অঞ্চলে অপরিচিত মুখ হওয়ায় নিরাপত্তা সংস্থার নজর এড়ানো সহজ হতে পারে।

তদন্তে আরও জানা গেছে, দক্ষিণ ভারতে থাকা অভিবাসীদের ব্যবহার করা হলেও গোটা অপারেশনটি পরিচালনা করছে জম্মু-কাশ্মীরের কিছু জঙ্গি। এই কার্যকলাপের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে সাব্বির আহমেদ লোন-কে। কাশ্মীরের গাঁদারবাল জেলার বাসিন্দা লোন বর্তমানে বাংলাদেশে অবস্থান করে ভারতের বিরুদ্ধে লস্করের কার্যকলাপ পরিচালনা করছে বলে গোয়েন্দাদের দাবি।

২০০৭ সালে অস্ত্রসহ গ্রেফতার হওয়ার পর ২০১৯ সাল পর্যন্ত জেলে ছিল লোন। মুক্তির পর লস্করের নির্দেশে সে বাংলাদেশে পালিয়ে যায়। গত এক বছরে সে একটি নেটওয়ার্ক গড়ে তুলেছে এবং দিল্লি ও কলকাতায় জঙ্গি হামলার জন্য 'ড্রাই রান'-ও চালিয়েছে বলে তদন্তে উঠে এসেছে।

ভারতীয় নিরাপত্তা সংস্থাগুলি বর্তমানে বাংলাদেশের কর্তৃপক্ষের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করছে যাতে শাব্বির আহমেদ লোনকে গ্রেফতার করে ভারতে প্রত্যর্পণ করা যায়।

ইসির বৈঠকে আমাকে অপমান করেছেন সিইসি অভিযোগ তৃণমূল মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্যের

কলকাতা, ৯ মার্চ (আইএএনএস): নির্বাচন কমিশনের পূর্ণাঙ্গ বেঞ্চের সঙ্গে বৈঠকের সময় প্রধান নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার তাঁকে অপমান করেছেন বলে অভিযোগ করলেন পশ্চিমবঙ্গের অর্থ দফতরের প্রতিমন্ত্রী (স্বতন্ত্র দায়িত্বপ্রাপ্ত) চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য।

সোমবার সকালে তৃণমূল কংগ্রেস-এর প্রতিনিধিদলের সদস্য হিসেবে তিনি নির্বাচন কমিশনের পূর্ণাঙ্গ বেঞ্চের সঙ্গে বৈঠকে অংশ নেন। বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য বলেন, আলোচনার সময় সিইসি তাঁর সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেছেন।

তিনি বলেন, "আমি একজন মহিলা। অথচ বৈঠকের সময় তিনি আমাকে বলেন 'ডোন'ঠ শাউট'। একজন মহিলার প্রতি ন্যূনতম সম্মানবোধও তাঁর নেই। তিনি যেন ভুলে না যান, মহিলাদের সঙ্গে চিৎকার করে কথা বলা বা দুর্ব্যবহার করা তাঁর কাজ নয়।"

ভোটার তালিকা থেকে মহিলাদের নাম বাদ পড়ার বিষয়েও নির্বাচন কমিশনের সমালোচনা করেন তিনি। তাঁর অভিযোগ, নাম বাদ পড়লে সেই ভোটারকেই নিজের পরিচয় প্রমাণ করতে লাইনে দাঁড়াতে হচ্ছে।

বৈঠকে চলা 'স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশন' (এসআইআর) প্রসঙ্গেও কমিশন আলোচনা করতে অস্বীকার করেছে বলে দাবি করেন তিনি। চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য বলেন, "সিইসি জানান, বিষয়টি যেহেতু সুপ্রিম কোর্ট-এ বিচারাধীন, তাই বৈঠকে তা নিয়ে আলোচনা করা যাবে না। যদি এসআইআর নিয়ে কথা বলাই না যায়, তাহলে আমাদের বৈঠকে ডাকা হল কেন?"

এদিকে বৈঠকে উপস্থিত রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়নমন্ত্রী ও কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিম অভিযোগ করেন, ভারতীয় জনতা পার্টি পশ্চিমবঙ্গে অবৈধ বাংলাদেশি ও রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশকারীদের নিয়ে ভ্রান্ত ধারণা তৈরি করার চেষ্টা করছে।

হাকিম বলেন, "গত দুই মাসের সংশোধন প্রক্রিয়ায় কি কমিশন বিজেপির দাবির পক্ষে কোনও প্রমাণ পেয়েছে? বরং এসআইআরের নামে নিরীহ মানুষকে হয়রানি করা হয়েছে।" তাঁর দাবি, ভোটার তালিকা সংশোধনের নিয়ম তৈরির ক্ষেত্রে কমিশন বিজেপির দাবির প্রভাবেই ভুল করেছে। তৃণমূলের দাবি, কোনও প্রকৃত ভোটারের নাম যেন ভোটার তালিকা থেকে বাদ না পড়ে।

অন্যদিকে, এদিন বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সঙ্গে বৈঠক শেষে নির্বাচন কমিশন এক বিবৃতিতে জানায়, আসন্ন নির্বাচনে ভোটারদের ভয় দেখানো বা অসামাজিক উপাদানের তৎপরতা রুখতে কড়া ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানিয়েছে অধিকাংশ দল।

বিবৃতিতে আরও বলা হয়, বেশিরভাগ রাজনৈতিক দলই পশ্চিমবঙ্গে এবার এক বা দুই দফায় ভোট করার পরামর্শ দিয়েছে। সিইসি রাজনৈতিক দলগুলিকে আশ্বাস দিয়েছেন যে আইন মেনেই নির্বাচন হবে এবং পশ্চিমবঙ্গে নিরপেক্ষ, স্বচ্ছ ও অবাধ ভোট নিশ্চিত করতে কমিশন কোনও ত্রুটি রাখবে না। এছাড়া ভোটের সময় হিংসার বিরুদ্ধে 'জিরো টলারেন্স' নীতি নেওয়ার কথাও জানানো হয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গে এবার এক দফাতেই বিধানসভা ভোটের দাবি সিপিএমের, ইসির সঙ্গে বৈঠক

কলকাতা, ৯ মার্চ (আইএএনএস): পশ্চিমবঙ্গে আসন্ন বিধানসভা নির্বাচন এবার এক দফায় করার দাবি জানাল রাজ্য ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী) বা সিপিএম। সোমবার দলের তিন সদস্যের একটি প্রতিনিধি দল ভারতের নির্বাচন কমিশন-র পূর্ণাঙ্গ বেঞ্চের সঙ্গে বৈঠকে এই দাবি তোলে।

দলের রাজ্য সম্পাদক ও পলিটব্যুরো সদস্য মোহাম্মদ সেলিম-এর নেতৃত্বে সিপিএম প্রতিনিধিদলটি প্রধান নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার-এর নেতৃত্বাধীন কমিশনের পূর্ণাঙ্গ বেঞ্চের সঙ্গে সোমবার সকালে বৈঠক করে। উল্লেখ্য, দু'দিনের সফরে বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে রয়েছেন সিইসি।

জানা গেছে, রাজ্যে আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের প্রস্তুতি এবং ভোটারদের নথি নিয়ে চলা 'লজিক্যাল ডিসক্রেপ্যান্সি' সংক্রান্ত বিচারিক প্রক্রিয়া পর্যালোচনা করতেই নির্বাচন কমিশনের পূর্ণাঙ্গ বেঞ্চ এই সফরে এসেছে।

বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মোহাম্মদ সেলিম বলেন, "আমরা কমিশনের কাছে এবার এক দফায় ভোট করার দাবি জানিয়েছি। সর্বাধিক হলে দুই দফায় ভোট করা যেতে পারে, কিন্তু তার বেশি নয়।"

এছাড়াও 'স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশন' (এসআইআর) নিয়ে নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন তিনি। সেলিমের অভিযোগ, অপরিকল্পিতভাবে এই সংশোধন প্রক্রিয়া চালিয়ে সাধারণ ভোটারদের সমস্যায় ফেলা হয়েছে।

তিনি বলেন, "আমরা কমিশনকে জিজ্ঞাসা করেছি কেন সাধারণ ভোটারদের শত্রুতে পরিণত করা হচ্ছে। এই সংশোধন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে কেন মানুষের বিরুদ্ধে যেন যুদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে? নির্বাচন কমিশন যেন 'টর্চার কমিশন'-এ পরিণত না হয়, সেই কথাও আমরা বলেছি।"

এদিনই রাজ্য ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস-এর একটি প্রতিনিধিদলও নির্বাচন কমিশনের পূর্ণাঙ্গ বেঞ্চের সঙ্গে বৈঠক করে। বৈঠক শেষে কংগ্রেস নেতা ও প্রাক্তন রাজ্যসভার সাংসদ প্রদীপ ভট্টাচার্য জানান, ভোট কয় দফায় হবে তা নিয়ে তাঁদের কোনও নির্দিষ্ট দাবি নেই। তবে এবার নির্বাচন যাতে সম্পূর্ণ অবাধ ও শান্তিপূর্ণ হয়, তা নিশ্চিত করতে কমিশনের কাছে আবেদন জানানো হয়েছে।

ভট্টাচার্য বলেন, "এক দফা, দুই দফা বা তিন দফায় ভোট হবেসেটা আমাদের প্রধান বিষয় নয়। আমাদের মূল দাবি, যাতে কঠোর নিরাপত্তার মধ্যে ভোট হয় এবং অতীতের মতো হিংসা, রিগিং বা বিরোধী দলের এজেন্টদের ভয় দেখানোর ঘটনা আর না ঘটে।"

রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর সফরে প্রোটোকল লঙ্ঘন নিয়ে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের নোটিসের জবাব দিল রাজ্য সরকার

কলকাতা, ৯ মার্চ (আইএএনএস): রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু-র সাম্প্রতিক পশ্চিমবঙ্গ সফরে প্রোটোকল লঙ্ঘনের অভিযোগে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের পাঠানো নোটিসের জবাব দিয়েছে রাজ্য সরকার। রবিবারই এই বিষয়ে বিস্তারিত ব্যাখ্যা পাঠানো হয়েছে বলে রাজ্য প্রশাসনের সূত্রে জানা গেছে।

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় রবিবার সকালে রাজ্যের মুখ্যসচিব নন্দিনী চক্রবর্তী-র দফতরের কাছে রিপোর্ট চেয়ে পাঠায় এবং সেদিন বিকেল ৫টার মধ্যে জবাব দিতে বলা হয়।

রাজ্য সচিবালয়ের এক সূত্র জানিয়েছে, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের তোলা প্রতিটি প্রশ্নেরই পয়েন্ট ধরে ব্যাখ্যা দিয়ে বিস্তারিত রিপোর্ট পাঠানো হয়েছে। তবে রিপোর্টের সুনির্দিষ্ট বিষয়বস্তু প্রকাশ করা হয়নি।

এই বিষয়ে রবিবারই কিছুটা ইঙ্গিত দিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি জানান, রাষ্ট্রপতি শনিবার শিলিগুড়ির কাছে বাগডোগরা বিমানবন্দর-এ পৌঁছলে প্রোটোকল অনুযায়ী শিলিগুড়ি পুরসভার মেয়র গৌতম দেব, দার্জিলিং জেলার জেলাশাসক এবং শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটন পুলিশের কমিশনার উপস্থিত ছিলেন।

মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য, "প্রোটোকল ভঙ্গের কোনও প্রশ্নই ওঠে না। রাষ্ট্রপতিকে স্বাগত জানাতে আমার উপস্থিত থাকার বা মঞ্চে থাকার কোনও পরিকল্পনা ছিল না। জেলা প্রশাসনের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন।"

উল্লেখ্য, রাষ্ট্রপতির উত্তরবঙ্গ সফর প্রথমে শুক্রবার নির্ধারিত থাকলেও অনিবার্য কারণে তা পিছিয়ে যায়। পরে শনিবার সকাল সাড়ে ১১টা নাগাদ তিনি বাগডোগরা বিমানবন্দরে পৌঁছন।

তারপর দার্জিলিং জেলার ফাঁসি দেওয়া এলাকায় আদিবাসী সম্প্রদায়ের এক অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার কথা ছিল রাষ্ট্রপতির। তবে পরে অনুষ্ঠানের ভেন্যু বদলে গোসাইপুর করা হয়, যা নিয়ে বিতর্কের সৃষ্টি হয়।

পরে রাষ্ট্রপতি আবার ফাঁসিদেওয়াতেই যান, যেখানে প্রথমে অনুষ্ঠান হওয়ার কথা ছিল। সেখানে তিনি রাজ্য প্রশাসনের প্রতি হালকা অসন্তোষ প্রকাশ করেন, যদিও একই সঙ্গে তিনি বলেন যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর ছোট বোনের মতো।

রাষ্ট্রপতি আরও উল্লেখ করেন, তাঁর সফরের সময় মুখ্যমন্ত্রী বা রাজ্যের কোনও মন্ত্রী তাঁর সঙ্গে দেখা করেননি, যা সাধারণত রাষ্ট্রপতির সফরের সময় প্রচলিত রীতি ও প্রোটোকলের অংশ।এই মন্তব্যের পরই রাজ্যের শাসকদল ও ভারতীয় জনতা পার্টি নেতৃত্বের মধ্যে তীব্র বাকযুদ্ধ শুরু হয়। এরপরই রবিবার সকালে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক প্রোটোকল লঙ্ঘনের অভিযোগে রাজ্য সরকারের কাছে ব্যাখ্যা চায়।

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

কানে কম শুনছেন ? অবহেলা করলেই বিপদ

কথা বুঝতে অসুবিধা হওয়ায় কি আপনি আড্ডা বা জমায়েত এড়িয়ে চলতে শুরু করেছেন? হতে পারে আমরা কানে শোনার সমস্যা হচ্ছে। নিস্তব্ধ ঘরেও যদি কানে একটানা বাঁশির মতো আওয়াজ বা ঝিঁঝিঁ পোকার ডাক শুনতে পান, তবে তা স্নায়ুর সমস্যার সংকেত হতে পারে।

ভিড়ের মধ্যে বন্ধুর কথা বুঝতে পারছেন না? ফোনের ওপাশ থেকে কেউ কথা বললে মনে হচ্ছে যেন জলের তলা থেকে ভেসে আসছে? যদি এমনটা হয়, তবে সময় এসেছে একটু সচেতন হওয়ার। প্রতি বছর ৩রা মার্চ সারা বিশ্বে 'বিশ্ব শ্রবণ দিবস' পালন করা হয়। অনেকেই কানের ছোটখাটো সমস্যাগুলোকে এড়িয়ে যান। মনে রাখবেন, কানে শোনার সমস্যা শুধু বার্ধক্যের লক্ষণ নয়, বরং আধুনিক জীবনযাত্রা এবং শব্দদূষণও এর বড় কারণ। যে ১০টি লক্ষণ দেখে সাবধান হবেন: অস্পষ্ট শব্দ: চারপাশের কথাগুলো যদি আপনার কাছে ঘষা কাঁচের মতো ঝাপসা মনে হয়, তবে বুঝবেন কানের পর্দা ঠিকমতো ব্রেনে সিগন্যাল নিতে পারছে না।

ভিড়ের মধ্যে অসুবিধা: রেস্তোরাঁ বা উৎসবের ভিড়ে যখন অনেকে মিলে কথা বলেন, তখন যদি আপনি নির্দিষ্ট কারও কথা আলাদা করতে না পারেন, তবে এটি হতে পারে কানের সমস্যার প্রাথমিক লক্ষণ।

বারবার প্রশ্ন করা: কথা চলাকালীন যদি আপনাকে বারবার 'কী বললেন?' বা 'আর একবার বলুন' বলতে হয়, তবে আপনার শ্রবণশক্তি পরীক্ষার সময় হয়েছে।

টিভির ভলিউম বাড়ানো: বাড়ির বাকিরা যেখানে স্বাভাবিক শব্দে টিভি দেখেন, আপনার সেখানে আরও বেশি আওয়াজের প্রয়োজন হলে বুঝবেন কান ইঙ্গিত দিচ্ছে।

সামাজিক দূরত্ব: আপনি কি আড্ডা বা জমায়েত এড়িয়ে চলতে শুরু করেছেন? হতে পারে আমরা কানে শোনার সমস্যা হচ্ছে।

কানে ভোঁ ভোঁ শব্দ নিস্তব্ধ ঘরেও যদি কানে একটানা বাঁশির মতো আওয়াজ বা ঝিঁঝিঁ পোকার ডাক শুনতে পান, তবে তা স্নায়ুর সমস্যার সংকেত হতে পারে

ব্যঞ্জনবর্ণের সমস্যা: 'স', 'ফ' বা 'ট' জাতীয় বর্ণগুলো শুনতে যদি আপনাকে বেশি কসরত করতে হয়, তবে হতে পারে আপনার উচ্চ কম্পাঙ্কের শব্দ শোনার ক্ষমতা কমছে।

মানসিক ক্লান্তি: সারাদিন অন্যের কথা শোনার চেষ্টা করতে গিয়ে কি দিনশেষে আপনার প্রচণ্ড মাথা ধরে যায়? মস্তিষ্ক যখন অতিরিক্ত খাটে, তখনই এমনটা হয়।

অন্যের ওপর বিরক্ত হওয়া: আপনার কি মনে হয় সবাই বিড়বিড় করে কথা বলছে? এই ভুল বোঝাবুঝি অনেক সময় পারিবারিক অশান্তির কারণও হয়ে দাঁড়ায়। প্রকৃতির শব্দ হারিয়ে যাওয়া: পাখির ডাক বা ঘড়ির টিকটিক শব্দ যদি বেশ কিছুদিন ধরে না শুনতে পান, তবে বুঝতে হবে আপনার শ্রবণশক্তির পরিসর কমে গিয়েছে। এই রকম কোনও সমস্যা হলে ফেলে না রেখে অবশ্যই চিকিৎসকের পরামর্শ নিন। নাহলে এই সমস্যা বড় কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে।

শরীরে ঘোড়ার মতো শক্তি ফেরাবে এই 'পঞ্চরত্ন' দুধ

বিশেষজ্ঞদের মতে, যারা দীর্ঘ অসুস্থতার পর দুর্বল হয়ে পড়েছেন বা যাদের গাল ভেঙে গিয়েছে, তারা টানা ১৫ দিন এই দুধ খেলে শরীরে এক অদ্ভুত পরিবর্তন লক্ষ্য করবেন। কেবল ওজন নয়, ত্বকের জেল্লাও হবে লক্ষ্য করার মত।

আজকালকার জিম আর দামী প্রোটিন পাউডারের যুগে আসল পুষ্টির কথাই ভুলেই গিয়েছেন অনেকে। অনেকে আছেন যারা রোগা বলে দুশ্চিন্তায় ভোগেন, সারাদিন ভালো-মন্দ খেয়েও শরীরে মাংস লাগে না। আবার কারও কারও সবসময় ক্লান্ত লাগে। এই সব সমস্যার সমাধান কিন্তু লুকিয়ে রয়েছে একটি পানীয়তেই। পুরনো দিনের সেই দিদিমা-ঠাকুমাদের আমলের একটি বিশেষ পানীয় এখন নতুন করে চর্চায়। মাত্র পাঁচটি সাধারণ উপকরণ দিয়ে তৈরি এই 'পাওয়ার মিল্ক' ওজন বাড়াতে আর হাড় মজবুত করতে কাজ করে ম্যাজিকের মতো।

কী কী লাগবে এই বিশেষ পানীয়তে?

এই পানীয় তৈরি করা খুব সহজ। এতে লাগে এক গ্লাস ঈষদুষ্ণ গরম দুধ, দুটো শুকনো ডুমুর, পাঁচটা খেজুর, পাঁচটা ভেজানো ও খোসা ছাড়ানো কাঠবাদাম এবং একটা পাকা কলা। আপনি চাইলে সব একসাথে মিক্সিতে দিয়ে স্মুদি বানিয়ে নিতে পারেন, অথবা দুধের সাথে এই ফলগুলো চিবিয়েও খেয়ে নিতে পারেন। মিড-ডে স্ন্যাক্স হিসেবে এটি খেলে সবচেয়ে ভালো ফল পাওয়া যায়।

কেন এটি এত শক্তিশালী?

আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে এই ধরনের খাবারকে বলা হয় 'বৃংহন' খাবার, যা শরীরকে ভেতর থেকে পুষ্টি দেয় এবং পেশির গঠন মজবুত করে।

খেজুর ও কলা: এই দুটো ফল শরীরের এনার্জি লেভেল এক ধাক্কায় অনেকটা বাড়িয়ে দেয়। এতে থাকা প্রাকৃতিক চিনি ও কার্বোহাইড্রেট ওজন বাড়াতে সাহায্য করে।

ডুমুর বা আঞ্জির: এতে প্রচুর পরিমাণে ফাইবার থাকে, যা হজম ক্ষমতা বাড়ায়। ফলে যা খাচ্ছেন, তার প্রভাব সঠিক ভাবে পড়বে আপনার শরীরে।

কাঠবাদাম ও দুধ: হাড় শক্ত করতে এবং শরীরে প্রোটিনের জোগান দিতে এই দুই খাবারের জুড়ি মেলা ভার। বিশেষজ্ঞদের মতে, যারা দীর্ঘ অসুস্থতার পর দুর্বল হয়ে পড়েছেন বা যাদের গাল ভেঙে গিয়েছে, তারা টানা ১৫ দিন এই দুধ খেলে শরীরে এক অদ্ভুত পরিবর্তন লক্ষ্য করবেন। কেবল ওজন নয়, ত্বকের জেল্লাও হবে লক্ষ্য করার মত।

তবে মনে রাখবেন, এই পানীয়টি বেশ ভারী। তাই যাদের হজমের সমস্যা আছে বা যারা গ্যাস-অম্বলে ভোগেন, তারা খাওয়ার আগে অবশ্যই পরিমাণ বুঝে নেবেন। যেহেতু এতে খেজুর ও কলার মতো মিষ্টি ফল আছে, তাই সুগারের রোগীদের ক্ষেত্রে ডাক্তারের পরামর্শ নেওয়া জরুরি।

কীভাবে ব্রেনের কার্যক্ষমতা বাড়াবেন

হার্ভার্ড মেডিক্যাল স্কুলের একাধিক গবেষণায় উঠে এসেছে, নিয়মিত মানসিক চ্যালেঞ্জ মস্তিষ্কের স্নায়ু সংযোগকে মজবুত করে। ধাঁধা সমাধান, নতুন কিছু শেখা, এমনকি নিয়মিত বই পড়াও স্নায়ুর নতুন সংযোগ তৈরি করতে সাহায্য করে। একে বলা হয় 'নিউরোপ্লাস্টিসিটি'অর্থাৎ মস্তিষ্কের নিজেকে বদলে নেওয়ার ক্ষমতা। বয়স বাড়লেও এই ক্ষমতা একেবারেই চলে যায়না। সকালে ঘুম থেকে উঠে চশমা খুঁজতে গিয়ে যদি ফ্রিজের উপর পান, কিংবা পরিচিত কারও নাম হঠাৎ মনে না পড়েতখনই কি মনে হয়, "বয়স বাড়ছে"? বিশেষজ্ঞরা বলছেন, সবটাই বয়সের দোষ নয়। আমাদের দৈনন্দিন জীবনযাপনই অনেক সময় মস্তিষ্ককে ধীরে ধীরে দুর্বল করে দেয়। আবার সেই জীবনযাপনই তাকে ফের চাঙ্গাও করতে পারে। তবে তার জন্য মেনে চলতে হবে বেশ কিছু অভ্যাস।

কীভাবে ব্রেনের কার্যক্ষমতা বাড়াবেন? হার্ভার্ড মেডিক্যাল স্কুলের একাধিক গবেষণায় উঠে এসেছে, নিয়মিত মানসিক চ্যালেঞ্জ মস্তিষ্কের স্নায়ু সংযোগকে মজবুত করে। ধাঁধা সমাধান, নতুন কিছু শেখা, এমনকি নিয়মিত বই পড়াও স্নায়ুর নতুন সংযোগ তৈরি করতে সাহায্য করে। একে বলা হয় 'নিউরোপ্লাস্টিসিটি'অর্থাৎ মস্তিষ্কের নিজেকে বদলে নেওয়ার ক্ষমতা। বয়স বাড়লেও এই ক্ষমতা একেবারেই চলে যায়না। শুধু মানসিক চর্চা নয়, শরীরচর্চার সঙ্গেও মস্তিষ্কের গভীর সম্পর্ক আছে। আমেরিকান একাডেমি অব নিউরোলজির রিপোর্ট অনুযায়ী, সপ্তাহে অন্তত ১৫০ মিনিট দ্রুত হাঁটা বা হালকা দৌড় মস্তিষ্কে রক্তপ্রবাহ বাড়ায়। এতে স্মৃতিশক্তি ও সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা উন্নত হয়। নিয়মিত অ্যারোবিক ব্যায়াম হিপোক্যাম্পাসের আকারও বাড়াতে পারেযার ফলে স্মৃতি শক্তি হবে আরও মজবুত। খাবারের ক্ষেত্রেও রয়েছে বৈজ্ঞানিক প্রমাণ। মাছ, অলিভ অয়েল, বাদাম, শাকসবজি খান। ২০২৩ সালের এক সমীক্ষায় দেখা গিয়েছে। এক খাবারে ওমেগা থ্রি ফ্যাটি অ্যাসিড রয়েছে, যা স্নায়ুকোষের সুরক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়।

বাচ্চাকে কতটা চিনি দেওয়া নিরাপদ ?

গবেষণায় দেখা গিয়েছে, যে সব শিশু ২ বছর বয়স পর্যন্ত বাড়তি চিনি থেকে দূরে থাকে, বড় বয়সে তাদের ডায়াবেটিসের ঝুঁকি ৩৫ শতাংশ কমে যায়। এমনকি তাদের উচ্চ রক্তচাপের সমস্যা হওয়ার সম্ভাবনাও ২০ শতাংশ হ্রাস পায়। তাই অন্তত প্রথম ২৪ মাস চিনির স্বাদ থেকে বাচ্চাকে দূরে রাখাই বুদ্ধিমানের কাজ। বাচ্চা জেদ করছে বলে হাতে একটা লজেন্স বা বিস্কুট তুলে দিচ্ছেন? কিংবা টিফিনে চটজলদি চিনি দিয়ে ফ্রুট জুস বানিয়ে দিয়ে ভাবছেন পুষ্টি হচ্ছে? একটু সাবধান! আপনার তাদের ডায়াবেটিসের ঝুঁকি ৩৫ শতাংশ কমে যায়। এমনকি তাদের উচ্চ রক্তচাপের সমস্যা হওয়ার সম্ভাবনাও ২০ শতাংশ হ্রাস পায়। তাই অন্তত প্রথম ২৪ মাস চিনির স্বাদ থেকে বাচ্চাকে দূরে রাখাই বুদ্ধিমানের কাজ।

কতটা চিনি নিরাপদ? আমেরিকান একাডেমি অফ পেডিয়াট্রিকসের নির্দেশিকা বলছে, ২ বছরের ওপরের বাচ্চাদের জন্য দিনে বড়জোর ২৫ গ্রাম চিনি খেতে পারে। কিন্তু অবাক করা তথ্য হল, এক বোতল স্পোর্টস ড্রিংক বা প্যাকেটজাত জুসেই এর থেকে

এই ভালোবাসাই কিন্তু অজান্তে খুদের শরীরে বড় বিপদ ডেকে আনতে পারে। চিনির মিষ্টি স্বাদ ছোটদের পছন্দ হলেও, অতিরিক্ত চিনি মানেই স্থূলতা, টাইপ-২ ডায়াবেটিস এমনকি উচ্চ রক্তচাপের হাতছানি। কিন্তু মুশকিল হল, আজকের দিনে চিনি থেকে বাচ্চাকে সরানো কঠিন। তাহলে উপায়? বাচ্চাদের জন্য কতটা চিনি নিরাপদ আর কোনটা এড়িয়ে চলবেন? কী বলছেন বিশেষজ্ঞরা?

সব মিষ্টি কিন্তু খারাপ নয়। পুষ্টিবিদদের মতে, গোটা ফল বা খেজুরে যে প্রাকৃতিক চিনি থাকে, তা বাচ্চার জন্য সবচেয়ে ভালো। এতে ভিটামিন, মিনারেল আর ফাইবার থাকে, যা রক্তে শর্করার মাত্রা হুট করে বাড়তে দেয় না। সমস্যা হল 'অ্যাডেড সুগার' নিয়ে। কুকিজ, প্যাকেটজাত জুস বা কোল্ড ড্রিংকসে যে চিনি মেশানো থাকে, তার কোনও পুষ্টিগুণ নেই, কেবল ক্যালোরিই সার।

২ বছর বয়স পর্যন্ত চিনি নয় কেন? গবেষণায় দেখা গিয়েছে, যে সব শিশু ২ বছর বয়স পর্যন্ত বাড়তি চিনি থেকে দূরে থাকে, বড় বয়সে অনেক বেশি চিনি থাকে। তাই প্যাকেটজাত খাবার কেনার সময় লেবেল দেখে নিন। খেয়াল রাখবেন, প্রতি ১০০ গ্রাম খাবারে যেন ৪ গ্রামের বেশি চিনি না থাকে।

মিষ্টির 'আড়ালে' মেজাজ বিগড়োচ্ছে না তো?

খাওয়ার পরপরই বাচ্চা খুব ছটফটে হয়ে ওঠা বা অকারণে কান্নাকাটি করাএগুলো কিন্তু অতিরিক্ত চিনির ফল হতে পারে। রক্তে সুগার লেভেল ওঠানামা করলে বাচ্চাদের মেজাজও খিটখিটে হয়ে যায়। দীর্ঘমেয়াদে এর প্রভাব পড়ে তাদের দাঁত এবং অন্ত্রের স্বাস্থ্যের ওপর।

কীভাবে লাগাম টানবেন?

চিনি একেবারে বন্ধ করা অসম্ভব। জন্মদিন বা উৎসবে মিষ্টি থাকবেই। তবে রোজকার অভ্যেসে বদল আনা জরুরি। প্যাকেটজাত জুসের বদলে দিন গোটা ফল। বাড়িতে কেক বানালে চিনির বদলে গুড় বা মধু ব্যবহার করুন। সবচেয়ে বড় কথা, বাচ্চাকে ছোট থেকেই বিভিন্ন স্বাদের খাবারের সঙ্গে পরিচয় করান, যাতে তার কেবল মিষ্টির প্রতিই আসক্তি তৈরি না হয়।

আপনার কী যখন তখন হাত কাঁপে ? সাবধান না হলেই পঙ্গুত্ব

সকালে ঘুম থেকে উঠে চায়ের কাপটা কি ঠিকমতো ধরতে পারছেন না? কিংবা ল্যাপটপে টাইপ করতে গিয়ে আঙুলের গাঁটে হালকা চিনচিনে ব্যথা? সাবধান! এটাকে সাধারণ ক্লান্তি ভেবে এড়িয়ে যাওয়া মানেই আপনি নিজের অজান্তে বড় কোনো বিপদকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছেন। হয়তো আপনার হাতই ভয়ানক 'রিউমাটয়েড আর্থাইটিস' এর সংকেত দিচ্ছে।

গবেষণা কী বলছে?

'আমেরিকান কলেজ অফ রিউমাটোলজি' -এর বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গিয়েছে, আর্থাইটিস একটি অটোইমিউন রোগ। গবেষণায় প্রমাণিত যে, রক্ত পরীক্ষায় (যেমন- RF বা Anti-CCP) রোগ ধরা পড়ার প্রায় ৩ থেকে ৫ বছর আগে থেকেই হাতের আঙুলের ছোট জয়েন্টগুলোতে সমস্যা শুরু হয়। একে চিকিৎসকরা 'প্রি-ক্লিনিক্যাল রিউমাটয়েড আর্থাইটিস' পর্যায় বলেন। হাতের ভেতরেই লুকিয়ে আছে বিপদের সংকেত-ক্লিনিক্যাল স্টাডি অনুযায়ী, যদি সকালে ঘুম থেকে ওঠার পর হাত মুঠো করতে বা আঙুল সোজা করতে ৩০ মিনিটের বেশি সময় লাগে (যাকে 'Morning Stiffness' বলা হয়), তবে এটি সরাসরি জয়েন্টের তরুণাস্থি বা কার্টিলেজ ক্ষয়ের সংকেত হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। গবেষকদের মতে, এটি সাধারণ পেশির ব্যথা নয়, বরং জয়েন্টের ভেতরের সাইনোভিয়াল ফ্লুইড শুকিয়ে যাওয়ার আগাম সতর্কবার্তা। মেডিকেল সায়েন্সের ভাষায়, আপনার আঙুলের মাঝখানের জয়েন্টগুলো যদি ফুলে ঢোল হয়ে যায়, তবে তাকে 'বউচার্ডস নোডস' বলা হয়। এটি কোনও সাধারণ ফোলা নয়, বরং জয়েন্টের ভেতরের হাড়ের অস্বাভাবিক বৃদ্ধি। সময়মতো ব্যবস্থা না নিলে আঙুলগুলো চিরতরে তেরছা বা বাঁকা হয়ে যেতে পারে, যাকে চিকিৎসকরা 'উলনার ডেভিয়েশন' বলেন। একবার হাড়ের এই গঠন বদলে গেলে তা আর আগের অবস্থায় ফেরানো প্রায় অসম্ভব। অর্থাৎ, আজ যে ব্যথাকে আপনি অবহেলা করছেন, কাল তা আপনাকে নিজের হাতে এক গ্লাস জল খাওয়ার ক্ষমতাটুকুও কেড়ে নিতে পারে। গবেষণায় আরও দেখা গিয়েছে, আর্থাইটিসে আক্রান্ত রোগীদের একটি বড় অংশ শুরুতে 'কার্পাল টানেল সিনড্রোম'-এ ভোগেন। হাতের তালুর নিচে থাকা মিডিয়ান নার্ভের ওপর চাপ পড়লে আঙুলে ঝিনঝিন বা অবশ ভাব তৈরি হয়। তাই এই সমস্যা দেখা গেলে আজই সতর্ক হন। হাতের এই ছোটখাটো সংকেতগুলো অবহেলা করবেন না। চিকিৎসকদের মতে, প্রাথমিক অবস্থায় ধরা পড়লে সঠিক ইমিউনোসাপ্রেসেন্ট থেরাপি এবং ফিজিওথেরাপির মাধ্যমে জয়েন্টের ক্ষয়কে রোখা সম্ভব। ওমেগা-৩ যুক্ত খাবার এবং নিয়মিত জয়েন্ট এক্সারসাইজ করলে এই সমস্যা থেকে বাঁচতে পারেন।

বাসি রুটি খেলে কী কী উপকার হয়

গবেষণায় দেখা গিয়েছে, গমের রুটি যখন দীর্ঘক্ষণ ঠান্ডা অবস্থায় রাখা হয়, তখন তার মধ্যে থাকা স্টার্চ বা শর্করা "রেজিস্টিং স্টার্চ" -এ রূপান্তরিত হয়। টাটকা গরম রুটির শর্করা রক্তে দ্রুত মিশে যায়, কিন্তু বাসি রুটির এই রেজিস্টিং স্টার্চ হজম হতে সময় নেয়। ফলে এটি রক্তে শর্করার মাত্রা হঠাৎ বাড়তে দেয় না। যারা টাইপ-২ ডায়াবেটিসে ভুগছেন, তাদের জন্য এটি ইনসুলিন নিয়ন্ত্রণের প্রাকৃতিক উপায় এই বাসি রুটি। সকালবেলা জলখাবারের টেবিলে গতরাতের বেঁচে যাওয়া দুই-তিনটে শক্ত রুটি দেখলেই সকলের মুখ ভার। গৃহিণীরা ভাবেন এটা দিয়ে কী হবে, আর বাড়ির বাকিরা তো বাসি রুটির নাম শুনলেই নাক সিঁটকোয়। অগত্যা সেই রুটির জায়গা হয় ডাস্টবিনে অথবা রাস্তার ধারের কোনো অবলা প্রাণীর মুখে। কিন্তু আপনি কি জানেন, যে রুটিটাকে আপনি ফেলে দিচ্ছেন, আয়ুর্বেদ এবং আধুনিক বিজ্ঞান বলছে সেটিই আসলে আপনার শরীরের জন্য এক 'সুপারফুড'?

শুনতে অবাক লাগলেও এটাই সত্যি। টাটকা গরম রুটির চেয়ে ১২-১৫ ঘণ্টা আগের বাসি রুটি শরীরের জন্য অনেক বেশি উপকারী। বিশেষ করে যারা পেটের সমস্যা বা রক্তচাপের সমস্যায় ভুগছেন, তাদের জন্য এটি ওষুধের মতো কাজ করে।

কেন বাসি রুটি আপনার স্বাস্থ্যের জন্য মহৌষধ? রেজিস্টিং স্টার্চ— গবেষণায় দেখা গিয়েছে, গমের রুটি যখন দীর্ঘক্ষণ ঠান্ডা অবস্থায় রাখা হয়, তখন তার মধ্যে থাকা স্টার্চ বা শর্করা 'রেজিস্টিং স্টার্চ'-এ রূপান্তরিত হয়। টাটকা গরম রুটির শর্করা রক্তে দ্রুত মিশে যায়, কিন্তু বাসি রুটির এই রেজিস্টিং স্টার্চ হজম হতে সময় নেয়। ফলে এটি রক্তে শর্করার মাত্রা হঠাৎ বাড়তে দেয় না। যারা টাইপ-২ ডায়াবেটিসে ভুগছেন, তাদের জন্য এটি ইনসুলিন নিয়ন্ত্রণের প্রাকৃতিক উপায় এই বাসি রুটি।

প্রো-বায়োটিক— পুষ্টিবিজ্ঞানীদের মতে, বাসি রুটিতে উপকারী ব্যাকটেরিয়ার জন্ম হয়। এটি আমাদের অন্ত্রে 'প্রো-বায়োটিক' হিসেবে কাজ করে। ল্যানসেট বা নিউ ইংল্যান্ড জার্নাল অফ মেডিসিনের বিভিন্ন প্রতিবেদনে অন্ত্রের সুস্বাস্থ্যের জন্য ফাইবার ও রেজিস্ট্যান্ট স্টার্চের গুরুত্ব উল্লেখ করা হয়েছে। আর তা থাকে এই রুটিতেই।তাই বাসি রুটি খেলে কোষ্ঠকাঠিন্য দূর হয় এবং হজম শক্তি বৃদ্ধি পায়। ল্যাকটিক অ্যাসিডের প্রভাব— যাদের উচ্চ রক্তচাপ বা হাইপারটেনশন আছে, তাদের জন্য ঠান্ডা দুধ ও বাসি রুটির কম্বিনেশন খুবই কার্যকরী। বাসি রুটিতে থাকা কার্বোহাইড্রেট এবং দুধে থাকা ল্যাকটিক অ্যাসিডের বিক্রিয়া রক্তনালীকে শিথিল করতে সাহায্য করে। এটি শরীরের অতিরিক্ত সোডিয়াম শোষণে বাধা দেয়, ফলে রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে থাকে। শরীরের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ— ভারতীয় উপমহাদেশের জলবায়ুতে বাসি রুটি এবং ঠান্ডা দুধ দিয়ে ব্রেকফাস্ট বেশ জনপ্রিয় ছিল। চিকিৎসকদের মতে, এই খাবার শরীরের অভ্যন্তরীণ তাপমাত্রা বজায় রাখতে সাহায্য করে। বিশেষ করে গ্রীষ্মকালে 'হিট স্ট্রোক' প্রতিরোধে বাসি রুটির ভূমিকা অপরিসীম। বাসি রুটির উপকারিতা থাকলেও বেশ কিছু সতর্কতা মেনে চলা জরুরি। রুটিটি যেন ১২-১৫ ঘণ্টার বেশি বাসি না হয়। রুটিতে কোনো রকম নীল বা সাদা ছত্রাক দেখা দিলে তা ভুলেও খাবেন না। রুটিটি পরিষ্কার এবং শুকনো জায়গায় রাখা জরুরি।

বসন্তের শুরুতেই ঘরে ঘরে সর্দি-জ্বর

গরম না পড়লেও রোদে একটু হাঁটলেই অনেকে ফ্রিজের ঠান্ডা জল খাচ্ছেন। গবেষণায় দেখা গিয়েছে, ঋতু পরিবর্তনের সময় গলার টিস্যুগুলো খুব সংবেদনশীল থাকে। ঠান্ডা জল খেলে শ্বাসনালীর সুরক্ষা কবচ বা "মিউকোসিলিয়ারি ক্লিয়ারেন্স" দুর্বল হয়ে পড়ে, যার ফলে খুব সহজে ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাস শরীরে বাসা বাঁধে। শীত বিদায় নিয়েছে, কিন্তু গরম এখনও সেভাবে পড়েনি। এই যে 'নাতিশীতোষ্ণ' আবহাওয়া, এটাই হলো ভাইরাসের বংশবৃদ্ধির আদর্শ সময়। সকালের দিকে হালকা ঠান্ডা আর দুপুরে রোদের তেজএই খামখেয়ালি আবহাওয়ার সঙ্গে শরীর মানিয়ে নিতে পারছে না। ফলে ঘরে ঘরে কারও জ্বর, কারও টানা সর্দি, আবার কেউ বা খুসখুসে কাশিতে জীবন জেরবার। চিকিৎসকরা বলছেন, এই সময়ে আমাদের করা কিছু ছোট ছোট ভুলই শরীরকে দুর্বল করে দেয় আর তাই সহজে ভাইরাস চেপে বসে। আপনিও কি এই ভুলগুলো করছেন?

হঠাৎ ফ্যান বা এসি চালানো

দুপুরে রোদ দেখে অনেকেই এখন ফ্যান ফুল স্পিডে চালিয়ে দিচ্ছেন বা এসির তাপমাত্রা একদম কমিয়ে দিচ্ছেন। বিজ্ঞান বলছে, শরীরের তাপমাত্রার এই হঠাৎ পরিবর্তন বা 'Thermal Shock' আমাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমিয়ে দেয়। এর ফলে খুব দ্রুত ভাইরাস অ্যাটাক করে।

ঠান্ডা জলের নেশা

গরম না পড়লেও রোদে একটু হাঁটলেই অনেকে ফ্রিজের ঠান্ডা জল খাচ্ছেন। গবেষণায় দেখা গিয়েছে, ঋতু পরিবর্তনের সময় গলার টিস্যুগুলো খুব সংবেদনশীল থাকে। ঠান্ডা জল খেলে শ্বাসনালীর সুরক্ষা কবচ বা 'মিউকোসিলিয়ারি ক্লিয়ারেন্স' দুর্বল হয়ে পড়ে, যার ফলে খুব সহজে ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাস শরীরে বাসা বাঁধে।

বাইরের খাবার ও রাস্তার জল

এই সময়ে জলবাহিত রোগের প্রকোপও বাড়ে। রাস্তার কাটা ফল ঢাকা না দিয়ে রাখা জল থেকে টাইফয়েড বা জন্ডিসের ঝুঁকি বাড়ে। ল্যানসেট-এর বিভিন্ন রিপোর্ট অনুযায়ী, ঋতু পরিবর্তনের সময় হজম ক্ষমতা কিছুটা কমে যায়, তাই বাইরের তেল-ঝাল খাবার এই সময়ে এড়িয়ে চলাই ভালো।

ভুল পোশাক নির্বাচন

সকালে ঠান্ডা লাগছে বলে চাদর বা সোয়েটার পরছেন, কিন্তু দুপুরে ঘেমে যাচ্ছেন। এই ঘাম শরীরে বসে গেলেই বিপত্তি। ঘাম বসে বুকে সংক্রমণ বা নিউমোনিয়ার মতো সমস্যা দেখা দিতে পারে। তাই এই সময়ে সুতির আরামদায়ক পোশাক পরুন এবং সঙ্গে একটি পাতলা চাদর রাখুন।

পর্যাপ্ত ঘুম ও জল পান না করা

ইমিউনিটি ধরে রাখতে দিনে অন্তত ৭-৮ ঘণ্টা ঘুম অত্যন্ত জরুরি। শরীর হাইড্রেটেড থাকলে টক্সিন বেরিয়ে যায়, ফলে ভাইরাস সহজেই আক্রমণ করতে পারে না।

শরীরের কোন কোন জায়গায় ব্যথা হলে চিন্তার বিষয়

বাত বা আর্থাইটিসে ভোগা রোগীদের ক্ষেত্রে এই সমস্যা আরও বেশি হয়। গবেষণায় দেখা গিয়েছে, তাপমাত্রা কমলে পেশি ও স্নায়ু সঙ্কুচিত হয়, ফলে ব্যথা বাড়ে। শুধু তাই নয়, আবহাওয়ার পরিবর্তনে শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাও কিছুটা কমে যায়। ঋতু বদলের সময় ভাইরাস ও ব্যাকটেরিয়ার সংক্রমণ বাড়ে। তার ফলে সর্দি-কাশি, জ্বরের পাশাপাশি শরীর ব্যথা ও ক্লান্তিও চেপে বসে। অনেক সময় শরীরে ভিটামিন ডি-র ঘাটতিও দুর্বলতার কারণ হতে পারে, বিশেষ করে যখন রোদ কম পাওয়া যায়। ভোরে ঘুম ভাঙতেই কেমন যেন ম্যাজম্যাজে লাগছে? হাত-পা ভারী, মাথা একটু ঝিমঝিম, কাজের উৎসাহ নেই। অনেকেই ভাবেন, "হয়ত ঠিকমতো ঘুম হয়নি।" কিন্তু ক্যালেন্ডারটা একবার দেখেছেন? মরশুম বদলের সময় এলেই এমন অস্বস্তি যেন নিত্যসঙ্গী হয়ে ওঠে। প্রশ্ন হল, হঠাৎ আবহাওয়া বদলেই শরীর কেন এমন বেসামাল হয়? চিকিৎসকদের মতে, ঋতু পরিবর্তনের সময় তাপমাত্রা, আর্দ্রতা ও বাতাসের চাপএই তিনের ওঠানামা শরীরের উপর সরাসরি প্রভাব ফেলে। বিশেষ করে বাতাসের চাপ কমে গেলে অনেকের জয়েন্টে ব্যথা বাড়ে।

কারা বেশি সামলে থাকবেন? বাত বা আর্থাইটিসে ভোগা রোগীদের ক্ষেত্রে এই সমস্যা আরও বেশি হয়। গবেষণায় দেখা গিয়েছে, তাপমাত্রা কমলে পেশি ও স্নায়ু সঙ্কুচিত হয়, ফলে ব্যথা বাড়ে। শুধু তাই নয়, আবহাওয়ার পরিবর্তনে শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাও কিছুটা কমে যায়। ঋতু বদলের সময় ভাইরাস ও ব্যাকটেরিয়ার সংক্রমণ বাড়ে। তার ফলে সর্দি-কাশি, জ্বরের পাশাপাশি শরীর ব্যথা ও ক্লান্তিও চেপে বসে। অনেক সময় শরীরে ভিটামিন ডি-র ঘাটতিও দুর্বলতার কারণ হতে পারে, বিশেষ করে যখন রোদ কম পাওয়া যায়। আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল কম জল খাওয়া। হালকা ঠান্ডা বা শুষ্ক আবহাওয়া থাকলেই অনেকেই জল খাওয়া কমিয়ে দেন। এতে শরীরে জলশূন্যতা তৈরি হয়, যার প্রভাব পড়ে পেশিতে। আর তার ফলেই হাত-পায়ে টান, ব্যথা ও অবসাদ দেখা যায়।

সোমবার সচিবালয়ে পর্যালোচনা সভায় মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী। ছবি নিজস্ব।

পাকিস্তানের জেনারেলরা গোটা অঞ্চলের নিরাপত্তা ঝুঁকির মুখে ফেলেছেন: আফগান বিদেশমন্ত্রী

কাবুল, ৯ মার্চ (আইএএনএস): পাকিস্তানের সামরিক নেতৃত্ব নিজেদের অভ্যন্তরীণ সমস্যা সমাধানের পরিবর্তে গোটা অঞ্চলের নিরাপত্তাকে ঝুঁকির মুখে ঠেলে দিয়েছে বলে অভিযোগ করলেন আফগানিস্তানের বিদেশমন্ত্রী আমির খান মুত্তাকি।

কাবুলে বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রদূতদের সম্মানে আয়োজিত এক ইফতার অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি বলেন, পাকিস্তানের সামরিক নেতৃত্ব দেশটির আইনপ্রণেতা, ধর্মীয় নেতা ও সাধারণ মানুষের সঙ্গেই সংঘাতে জড়িয়ে পড়েছে। আলোচনার মাধ্যমে সমস্যা সমাধানের বদলে তারা চাপ ও সংঘাতের পথ বেছে নিচ্ছে।

মুত্তাকি বলেন, ‘‘নিজেদের অভ্যন্তরীণ সমস্যা সমাধানের বদলে পাকিস্তানের জেনারেলরা গোটা অঞ্চলের নিরাপত্তাকে ঝুঁকির মধ্যে ফেলেছে।’’

তিনি আরও বলেন, তেহরিক-ই-তালেবান পাকিস্তান (টিটিপি) কোনও নতুন সংগঠন নয়। আফগানিস্তানে তালেবান ক্ষমতায় আসার বহু আগেই এই গোষ্ঠীর কার্যকলাপ শুরু হয়েছিল।

উল্লেখ্য, পাকিস্তান দীর্ঘদিন ধরে অভিযোগ করে আসছে যে আফগানিস্তানে সক্রিয় জঙ্গি সংগঠনগুলো, বিশেষ করে টিটিপি, পাকিস্তানের ভিতরে হামলার সঙ্গে জড়িত। তবে এই অভিযোগ বারবার অস্বীকার করেছে তালিবান সরকার।

মুত্তাকি আরও অভিযোগ করেন, পাকিস্তান নির্মমভাবে আফগান শরণার্থীদের বহিষ্কার করছে, বাণিজ্য পথ বন্ধ করে দিচ্ছে, আফগানিস্তানের সার্বভৌমত্ব লঙ্ঘন করছে এবং আন্তর্জাতিক মঞ্চে আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে প্রচার চালাচ্ছে।

বর্তমান উত্তেজনার সূত্রপাত হয় ফেব্রুয়ারির শেষ দিকে। ২১ ফেব্রুয়ারি পাকিস্তানের অভিযানের জবাবে ২৭ ফেব্রুয়ারি তালিবান নেতৃত্বাধীন আফগান বাহিনী পাকিস্তানের সামরিক ঘাঁটিতে পাল্টা হামলা চালায়। এরপর পাকিস্তান অপারেশন গাজাব লিল-হক নামে সামরিক অভিযান শুরু করে।এদিকে রবিবার আফগানিস্তানের তোরখাম এলাকায় পাকিস্তানি বাহিনীর বড় ধরনের হামলার পর একটি বাণিজ্যিক বাজারে আগুন লেগে যায়। এতে বহু দোকান ও সম্পত্তির ক্ষতি হয়েছে বলে জানিয়েছেন স্থানীয় প্রশাসন।

স্থানীয় মেয়র মাওলভি আবদুল্লাহ মুস্তাফা জানান, ভোরের দিকে শহরের দিকে একাধিক গোলা নিক্ষেপ করা হয়, যার একটি বাজার এলাকার কাছে পড়ে। এরপর দ্রুত আগুন ছড়িয়ে পড়ে বহু দোকানে।

প্রশাসনের দাবি, চারটি দমকল গাড়ি, পৌরসভার পানির ট্যাঙ্কার এবং স্থানীয় বাসিন্দাদের সহায়তায় আগুন নেভানোর চেষ্টা চালানো হচ্ছে। তবে এখনও আগুন পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে আসেনি।

প্রাথমিক হিসাবে জানা গেছে, আগুনে ১৫০টির বেশি দোকান পুড়ে গেছে এবং প্রায় ৩০ কোটি আফগানি টাকার অর্থনৈতিক ক্ষতি হয়েছে। আফগানিস্তান-পাকিস্তান সীমান্তে চলমান এই সংঘাত দুই দেশের সম্পর্ককে আরও উত্তেজনাপূর্ণ করে তুলেছে এবং পুরো অঞ্চলের স্থিতিশীলতা নিয়ে উদ্বেগ বাড়িয়েছে।

মধ্যপ্রাচ্যের উত্তেজনার মধ্যেও আপাতত বাড়ছে না পেট্রোল-ডিজেলের দাম

নয়াদিল্লি, ৯ মার্চ (আইএএনএস): আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেলের দাম ব্যারেল প্রতি ১১০ ডলারের উপরে উঠে গেলেও আপাতত দেশে পেট্রোল ও ডিজেলের দাম বাড়ানো হবে না বলে ইঙ্গিত মিলেছে। সরকারি সূত্রে জানা গেছে, পরিস্থিতি স্থিতিশীল না হওয়া পর্যন্ত রাষ্ট্রায়ত্ত তেল বিপণন সংস্থাগুলিকেই (ওএমসি) অতিরিক্ত চাপ বহন করতে হতে পারে।

সূত্রের দাবি, আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের দাম বাড়ার প্রভাব আপাতত নিজেদের মুনাফা কমিয়ে সামাল দিতে পারে ওএমসিগুলি। ফলে দেশের বিভিন্ন রাজ্যে খুচরো জ্বালানির দাম আপাতত অপরিবর্তিতই থাকবে।

মধ্যপ্রাচ্যে সংঘাত বৃদ্ধি এবং স্ট্রেইট অফ হরমুজে সরবরাহ ব্যাহত হওয়ার আশঙ্কায় বিশ্ববাজারে তেলের দাম হু হু করে বেড়েছে। ওয়েস্ট টেক্সাস ইন্টারমিডিয়েট প্রায় ২৭ শতাংশ বেড়ে ব্যারেল প্রতি ১১৬ ডলারে পৌঁছেছে। একইভাবে ব্রেন্ট ক্রুডও প্রায় ২৮ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ব্যারেল প্রতি ১১৬ ডলার ছুঁয়েছে। ২০২২ সালের পর এই প্রথম উভয় সূচকই ১০০ ডলারের সীমা অতিক্রম করল।

তবে আন্তর্জাতিক বাজারে এই ঊর্ধ্বগতির পরেও দেশের পাম্পে পেট্রোল-ডিজেলের দাম অপরিবর্তিত রয়েছে। সাধারণত বিশ্ববাজারের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে খুচরো জ্বালানির দাম সমন্বয় করা হলেও অস্বাভাবিক অস্থিরতার সময় সরকার মাঝে মাঝে তেল সংস্থাগুলিকে দাম না বাড়ানোর নির্দেশ দেয়।

সরকারি সূত্রে আরও জানানো হয়েছে, দেশের জ্বালানি মজুত পরিস্থিতি আগের তুলনায় উন্নত হয়েছে এবং সরবরাহ পরিস্থিতিও ধীরে ধীরে স্থিতিশীল হচ্ছে। ফলে জ্বালানি সরবরাহ ব্যবস্থাপনা নিয়ে সরকারের আত্মবিশ্বাস বেড়েছে।

এছাড়াও আমদানি উৎস বৈচিত্র্যময় করার দিকে জোর দিয়েছে ভারত। আগে দেশের মোট অপরিশোধিত তেল আমদানির প্রায় ৬০ শতাংশ স্ট্রেইট অফ হরমুজ-এর বাইরের উৎস থেকে আসত, বর্তমানে তা বেড়ে প্রায় ৭০ শতাংশ হয়েছে বলে জানানো হয়েছে।

সরকারি সূত্রের মতে, ইতিমধ্যেই প্রথম তেলের কার্গো স্ট্রেইট অফ হরমুজ দিয়ে চলাচল শুরু করেছে, যা সরবরাহ ব্যবস্থা ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হওয়ার ইঙ্গিত দিচ্ছে।

অন্যদিকে, কাতারের জ্বালানি মন্ত্রী সাদ আল-কাবি সতর্ক করে বলেছেন, মধ্যপ্রাচ্যের যুদ্ধ যদি আরও কয়েক দিন স্থায়ী হয়, তবে উপসাগরীয় রপ্তানিকারক দেশগুলি ‘ফোর্স মাজর’ ঘোষণা করে সরবরাহ বন্ধ করতে পারে। সেই পরিস্থিতিতে কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই তেলের দাম ব্যারেল প্রতি ১৫০ ডলার এবং প্রাকৃতিক গ্যাসের দাম প্রতি এমএমবিটিইউ ৪০ ডলারে পৌঁছতে পারে।

এদিকে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প তেলের দামের এই ঊর্ধ্বগতিকে সাময়িক বলে মন্তব্য করে বলেছেন, ইরানের পারমাণবিক হুমকির মোকাবিলার সঙ্গে এই বাড়তি দাম সাময়িকভাবে যুক্ত।

ভারতে ৭৪ দিনের তেল ও পেট্রোলিয়াম মজুত রয়েছে সংসদে জানাল কেন্দ্র

নয়াদিল্লি, ৯ মার্চ (আইএএনএস): দেশে বর্তমানে মোট ৭৪ দিনের জন্য অপরিশোধিত তেল ও পেট্রোলিয়াম পণ্যের মজুত ক্ষমতা রয়েছে বলে সোমবার সংসদে জানাল কেন্দ্র সরকার। ভূরাজনৈতিক সংঘাত বা সরবরাহে বিঘ্নের মতো পরিস্থিতিতে এই মজুত বড় সহায়ক হতে পারে।

রাজ্যসভায় লিখিত উত্তরে কেন্দ্রীয় পেট্রোলিয়াম ও প্রাকৃতিক গ্যাস প্রতিমন্ত্রী সুরেশ গোপী জানান, সরকার ৫.৩৩ মিলিয়ন মেট্রিক টন ক্ষমতাসম্পন্ন কৌশলগত পেট্রোলিয়াম রিজার্ভ গড়ে তুলেছে। এই মজুত প্রায় ৯.৫ দিনের অপরিশোধিত তেলের চাহিদা পূরণ করতে পারে এবং জরুরি পরিস্থিতিতে সরবরাহ ঘাটতির ধাক্কা সামাল দিতে সহায়ক।

এছাড়া দেশের তেল বিপণন কোম্পানি-গুলির কাছে অপরিশোধিত তেল ও পেট্রোলিয়াম পণ্যের জন্য প্রায় ৬৪.৫ দিনের মজুত ক্ষমতা রয়েছে। সব মিলিয়ে দেশে বর্তমানে মোট ৭৪ দিনের তেল ও পেট্রোলিয়াম পণ্যের মজুত রাখা সম্ভব।

তেলের মজুত আরও বাড়াতে সরকার ২০২১ সালের জুলাই মাসে দুটি নতুন সংরক্ষণ কেন্দ্র স্থাপনের অনুমোদন দেয়। এর মধ্যে ওড়িশার চান্দিখোল-এ ৪ মিলিয়ন মেট্রিক টন এবং কর্ণাটকের পাদুর-এ ২.৫ মিলিয়ন মেট্রিক টন ক্ষমতার মজুত কেন্দ্র তৈরি হবে। পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশিপ (পিপিপি) মডেলে গড়ে ওঠা এই প্রকল্প চালু হলে তেলের মজুত প্রায় ১২ দিনের আমদানির সমপরিমাণ বাড়বে।

সরবরাহে বিঘ্নের ঝুঁকি কমাতে সরকার বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়েছে বলেও জানান মন্ত্রী। এর মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন দেশ থেকে অপরিশোধিত তেল আমদানি বৈচিত্র্য করা, সংঘাতপূর্ণ অঞ্চল এড়িয়ে সরবরাহ ব্যবস্থা তৈরি করা এবং আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলির সঙ্গে সমন্বয় জোরদার করা। এ ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক জ্বালানি সংস্থা, পেট্রোলিয়াম রপ্তানিকারক দেশগুলির সংগঠন এবং আন্তর্জাতিক জ্বালানি ফোরাম-এর মতো সংস্থার সঙ্গে যোগাযোগ রাখা হচ্ছে।

মন্ত্রী আরও জানান, দেশের তেল ও গ্যাস অনুসন্ধানের ফলে ভারতের প্রমাণিত হাইড্রোকার্বন মজুতও নির্ধারিত হয়েছে। পেট্রোলিয়াম রিসোর্সেস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম অনুযায়ী, ২০২৫ সালের ১ এপ্রিল পর্যন্ত ভারতে অপরিশোধিত তেলের মোট সম্ভাব্য পুনরুদ্ধারযোগ্য মজুত ১,৯৪৮.১ মিলিয়ন মেট্রিক টন এবং প্রাকৃতিক গ্যাসের মজুত ১,৮৪৪.৩ বিলিয়ন ঘনমিটার।

তবে গত পাঁচ বছরে অপরিশোধিত তেলের ক্ষেত্রে ভারতের আমদানি নির্ভরতা ৮৫ থেকে ৮৮ শতাংশ এবং তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাস-এর ক্ষেত্রে ৪৮ থেকে ৫০ শতাংশের মধ্যে রয়েছে বলেও তিনি জানান।

বাংলাদেশে ছিনতাইয়ের জেরে গাড়ির ধাক্কায় প্রাণ গেল হিন্দু কিশোরের

ঢাকা, ৯ মার্চ (আইএএনএস): বাংলাদেশের ফেনি জেলায় ছিনতাইয়ের ঘটনার জেরে এক হিন্দু কিশোরের মৃত্যুর ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। রবিবার সন্ধ্যায় ঢাক-চট্টগ্রাম মহাসড়কের লালপোল এলাকায় এই ঘটনা ঘটে বলে স্থানীয় সংবাদমাধ্যমে জানানো হয়েছে।

মৃত কিশোরের নাম শান্ত কুমার সাহা (১৬)। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, ছিনতাইকারীরা তাঁর অটোরিকশা কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা করলে বাধা দেওয়ায় তাঁকে মারধর করা হয় এবং পরে রাস্তার ওপর ফেলে দেওয়া হয়। সেই সময় একটি দ্রুতগামী গাড়ির ধাক্কায় ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়।

বাংলাদেশি সংবাদমাধ্যম প্রত্যক্ষদর্শী ও পরিবারের সদস্যদের উদ্ধৃতি দিয়ে জানিয়েছে, লালপোল এলাকার মিয়াজি ফিলিং স্টেশনের সামনে যাত্রীর মালপত্র দেখাশোনা করতে করতে অটোরিকশায় অপেক্ষা করছিল শান্ত। প্রায় আধ ঘণ্টা পর কয়েকজন অজ্ঞাত ব্যক্তি তাকে আক্রমণ করে এবং গাড়ি ছিনতাইয়ের চেষ্টা করে।

পরিবারের অভিযোগ, হামলাকারীরা তাকে মারধর করে সড়কের পাশের একটি কালভার্টের কাছে ফেলে দেয়। পরে শান্ত উঠে ছিনতাইকারীদের ধাওয়া করলে তারা তাকে ধাক্কা দিয়ে মহাসড়কে ফেলে দেয়। তখন একটি চলন্ত গাড়ি তাকে ধাক্কা দিলে ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয়।

ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে নিশাত তাবাসসুম জানান, খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে দেহ উদ্ধার করে ফেনী জেনারেল হাসপাতাল-এর মর্গে পাঠিয়েছে।শান্তর খুড়তুতো ভাই নিপুল দাস জানান, সন্ধ্যার পর পরিবারের সদস্যরা তার সঙ্গে যোগাযোগ করতে না পেরে খোঁজ শুরু করেন। পরে এক পরিচিত অটোরিকশা চালকের কাছ থেকে খবর পেয়ে তারা ঘটনাস্থলে গিয়ে শান্তর দেহ খুঁজে পান। তিনি বলেন, এলাকায় সিসিটিভি ফুটেজ পরীক্ষা করলে হামলাকারীদের শনাক্ত করা সম্ভব হবে।আরেক আত্মীয়া নিপা রানি দাস জানান, ইফতারের ঠিক আগে তিনি মিয়াজি ফিলিং স্টেশনের সামনে শান্তর সঙ্গে দেখা করেছিলেন। তখন শান্ত জানান, তিনি একজন যাত্রী নিতে যাচ্ছেন। তাঁর অটোরিকশায় কয়েকটি বস্তা ছিল এবং পাশে একজন লোক দাঁড়িয়ে ছিল। তাঁর ধারণা, ইফতারের সময় এলাকা ফাঁকা থাকার সুযোগ নিয়ে শান্তকে লক্ষ্য করে হামলা চালানো হয় এবং অটোরিকশা ছিনতাই করা হয়।এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নিরাপত্তা নিয়ে নতুন করে উদ্বেগ তৈরি হয়েছে বলে পর্যবেক্ষকদের মত।

ধর্না মঞ্চে মোদীর সভার লিফলেট বিলির অভিযোগ, বিজেপিকে নিশানা মমতার

কলকাতা, ৯ মার্চ (আইএএনএস): এসপ্লানেডে চলা ধর্না মঞ্চের কাছে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী-র ১৪ মার্চের ব্রিগেড সভার লিফলেট বিলি করার চেষ্টা করছে বিজেপিএমনই অভিযোগ করলেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর দাবি, বাইরের একটি সংস্থার মাধ্যমে এই কাজ করানো হচ্ছে।

সোমবার এসপ্লানেডে ধর্নার চতুর্থ দিনে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘‘ধর্নায় যারা আছেন তাদের সবাইকে সতর্ক করছি। বিজেপি বাইরের এজেন্সির মাধ্যমে লিফলেট বিলি করার চেষ্টা করছে। তাদের হাতেনাতে ধরুন এবং পুলিশের হাতে তুলে দিন। অন্য দলের কর্মসূচিতে ঢোকার কোনও অধিকার তাদের নেই।’’

তিনি রাজ্যের মন্ত্রী শশী পাঁজা-কে অবিলম্বে এফআইআর দায়ের করার নির্দেশও দেন। পাশাপাশি আশপাশে নজরদারি বাড়ানোর কথাও বলেন।

জানা গিয়েছে, লিফলেট বিলির সময় ইতিমধ্যেই একজনকে হাতেনাতে ধরা হয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী বিজেপিকে কটাক্ষ করে বলেন, ‘‘ওরা কাপুরুষের দল। তাদের সভায় মানুষ আসছে না। মানুষের সমর্থন নেই বলেই তৃণমূল কর্মীদের মধ্যে লিফলেট বিলি করতে এসেছে।’’

তবে এই অভিযোগ সম্পূর্ণ অস্বীকার করেছে বিজেপি। সোমবার এক সাংবাদিক সম্মেলনে বিজেপি নেতা রাহুল সিনহা বলেন, ‘‘বিজেপি সেখানে কোনও লিফলেট বিলি করছে না। ওরাই এসব করে বিজেপির ওপর দোষ চাপাচ্ছে। যারা প্ল্যাকার্ড নিয়ে সেখানে গেছে, তাদেরও দাবি জানাবার অধিকার রয়েছে।’’

তিনি আরও বলেন, ‘‘আমাদের কোনও কর্মী সেখানে লিফলেট বিলি করতে যায়নি। কারণ আমরা চাই না তারা মোদিজির সভায় আসুক। তাই তাদের কাছে লিফলেট বিলি করার কোনও প্রয়োজনই নেই।’’

উল্লেখ্য, আগামী শনিবার কলকাতার ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ড-এ জনসভা করবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি।

অসম প্রদেশ কংগ্রেসে তিন নতুন সচিব নিয়োগ

গুয়াহাটি, ৯ মার্চ (আইএএনএস): সংগঠনকে আরও শক্তিশালী করতে অসম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি (এপিসিসি)-তে তিনজন নতুন সচিব নিয়োগের অনুমোদন দিল কংগ্রেস নেতৃত্ব। সোমবার মল্লিকার্জুন খাড়গে এই নিয়োগে অনুমোদন দিয়েছেন বলে জানানো হয়েছে।

সর্বভারতীয় কংগ্রেস কমিটি (এআইসিসি)-র তরফে জারি করা এক সরকারি বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, পালাশ পবন শইকিয়া, দীপঙ্কর বরা এবং জনসন সাংমাকে অবিলম্বে আসাম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি (এপিসিসি)-র সচিব পদে নিয়োগ করা হয়েছে।

জানা গিয়েছে, এই তিনজন নতুন সচিব রাজ্য কংগ্রেসের বিদ্যমান সচিবদের পাশাপাশি দায়িত্ব পালন করবেন।

দলীয় সূত্রে জানানো হয়েছে, অসমের বিভিন্ন অঞ্চলে কংগ্রেসের সংগঠনকে আরও বিস্তৃত করা এবং তৃণমূল স্তরের কর্মীদের সক্রিয় করতে এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।

নতুন সচিবদের মধ্যে পালাশ পবন শইকিয়া আপার অসমে কংগ্রেসের পরিচিত মুখ। দীর্ঘদিন ধরে তিনি দলের যুব ও সাংগঠনিক কার্যকলাপে যুক্ত রয়েছেন এবং জেলা স্তরের নেতৃত্বের সঙ্গে কাজ করেছেন। নির্বাচন ও বিভিন্ন গণসংযোগ কর্মসূচিতে দলীয় কর্মীদের সংগঠিত করার ক্ষেত্রেও তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন।

অন্যদিকে দীপঙ্কর বরা দীর্ঘদিন ধরে রাজ্যে কংগ্রেসের সাংগঠনিক কাজে যুক্ত। দলের কাঠামোর মধ্যে বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করেছেন এবং তৃণমূল স্তরের কর্মীদের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রয়েছে।

জনসন সাংমা গারো সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি হিসেবে পরিচিত। আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকায় কংগ্রেসের সংগঠনকে শক্তিশালী করতে তাঁর নিয়োগ গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে।

অসমে দলীয় সংগঠন পুনর্গঠন এবং আঞ্চলিক দলগুলির সঙ্গে জোট বিস্তারের চেষ্টা করছে কংগ্রেস। আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে ক্ষমতাসীন ভারতীয় জনতা পার্টি নেতৃত্বাধীন জোটকে কঠিন চ্যালেঞ্জ জানাতেই এই পদক্ষেপ বলে দলীয় নেতারা মনে করছেন।

খেজরি সহ গুরুত্বপূর্ণ গাছ রক্ষায় নতুন আইন আনতে উদ্যোগ, কমিটি গঠন রাজস্থানে

জয়পুর, ৯ মার্চ (আইএএনএস): খেজরি সহ গুরুত্বপূর্ণ বৃক্ষ সংরক্ষণ ও সুরক্ষার জন্য বিশেষ আইন প্রণয়নের লক্ষ্যে উচ্চস্তরের একটি কমিটি গঠন করল রাজস্থান সরকার। প্রস্তাবিত ‘ট্রি প্রোটেকশন বিল’-এর খসড়া তৈরির দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে এই কমিটিকে।

সোমবার সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী যোগরাম প্যাটেল-এর সভাপতিত্বে তাঁর বাসভবনে কমিটির প্রথম বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের রাজস্বমন্ত্রী হেমন্ত মীনা, বনমন্ত্রী সঞ্জয় শর্মা, আইন দফতরের প্রধান সচিব, রাজস্ব দফতরের সচিব এবং আইন বিশেষজ্ঞরা।

বৈঠকে অন্যান্য রাজ্যে বিদ্যমান বৃক্ষ সুরক্ষা সংক্রান্ত আইনগুলি পর্যালোচনা করা হয়, যাতে একটি শক্তিশালী এবং আইনি দিক থেকে সুসংহত কাঠামো তৈরি করা যায় এবং ভবিষ্যতে আইনি জটিলতার সম্ভাবনা কম থাকে।

চূড়ান্ত খসড়া তৈরির আগে সংশ্লিষ্ট দফতর, আইন বিশেষজ্ঞ এবং অন্যান্য অংশীজনদের কাছ থেকেও মতামত নেওয়া হবে বলে জানানো হয়েছে। কমিটির পরবর্তী বৈঠক নির্ধারিত হয়েছে আগামী ১১ মার্চ।

বর্তমানে রাজস্থান ভাড়াটে আইন অনুযায়ী কৃষিজমিতে গাছ কাটার অনুমতি রয়েছে, যদিও বেআইনি গাছ কাটার ক্ষেত্রে জরিমানার বিধান রয়েছে।

তবে প্রস্তাবিত নতুন আইনে আরও কঠোর নিয়ম আনার পরিকল্পনা করা হয়েছে। এর আওতায় বরাদ্দ জমি, রূপান্তরিত জমি, অধিগৃহীত জমি এবং বসতভিটা-সহ সব ধরনের জমিতেই গাছ সংরক্ষণের জন্য কঠোর বিধান থাকবে।

প্রস্তাব অনুযায়ী, অ-কৃষিজমিতে গাছ কাটতে হলে ন্যূনতম সংখ্যক গাছই কাটা যাবে এবং তাও অনুমোদিত আধিকারিকের অনুমতি সাপেক্ষে।

সরকারি সূত্রে জানানো হয়েছে, মুখ্যমন্ত্রী ভজনলাল শর্মা-এর নেতৃত্বাধীন রাজস্থান সরকার পরিবেশ সংরক্ষণে বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছে। রাজ্যে সাংস্কৃতিক ও পরিবেশগত দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ খেজরি গাছ গাছের সংরক্ষণও এই উদ্যোগের একটি প্রধান লক্ষ্য।

গার্লস প্রাউটিষ্ট, ত্রিপুরা রাজ্য শাখার পক্ষ থেকে ১১ দফা দাবী সম্বলিত স্মারকলিপি প্রদান। ছবি নিজস্ব।

Page 3_5_7- JAGARAN.pmd 3 09-03-2026, 23:35

কৈলাসহরে চারাগাছ নষ্টের অভিযোগ, বিদ্যানগরে দুষ্কৃতীদের তাণ্ডবে চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ৯ মার্চ: রাতের অন্ধকারে পরিবেশ রক্ষার উদ্যোগে লাগানো চারাগাছ ও সুরক্ষা খাঁচা ভাঙচুরের ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে কৈলাসহরের বিদ্যানগর স্কুল সংলগ্ন এলাকায়। অভিযোগ, একদল দুষ্কৃতকারী পরিকল্পিতভাবে নবজাতক চারাগাছের সুরক্ষা খাঁচা ভেঙে দিয়ে পরিবেশবান্ধব এই উদ্যোগে বাধা সৃষ্টি করছে। জানা গেছে, কৈলাসহর ফরেস্ট সাব-ডিভিশন এবং 'গো-গ্রিন ভলেন্টিয়ারস'-এর যৌথ উদ্যোগে গত দু'মাস ধরে 'স্ক্যাট ফর্ম' কর্মসূচির আওতায় এলাকায় সবুজায়নের লক্ষ্যে চারাগাছ রোপণ করা হয়। 'গ্রিন গার্ড' প্রকল্পের অধীনে বিদ্যানগর স্কুল এলাকায় প্রায় ১৪০টি গাছের চারা লাগানো হয়েছিল। প্লাস্টিকের বোতল পুনর্ব্যবহার করে তৈরি পরিবেশবান্ধব সুরক্ষা খাঁচা দিয়ে চারাগাছগুলোকে রক্ষা করার ব্যবস্থাও করা হয়েছিল। কিন্তু গত কয়েকদিন ধরে রাতের অন্ধকারে দুষ্কৃতকারীরা ওই সুরক্ষা খাঁচাগুলি ভেঙে ফেলে এবং চারাগাছগুলোর ক্ষতি করছে বলে অভিযোগ উঠেছে।

ঘটনার খবর পেয়ে সোমবার দুপুরে ঘটনাস্থল পরিদর্শনে যান কৈলাসহর মহকুমা শাসক বিপুল দাস, কৈলাসহর পুরপরিষদের চেয়ারপার্সন চপলা রানী দেবরায় এবং বন দপ্তরের রেঞ্জ অফিসার শুভঙ্কর বিশ্বাস।

এদিকে খবর পেয়ে কৈলাসহর থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে প্রাথমিক তদন্ত শুরু করেছে। পুলিশ জানিয়েছে, ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের দ্রুত শনাক্ত করে আইনের আওতায় আনার চেষ্টা চলছে। অন্যদিকে 'গো-গ্রিন ভলেন্টিয়ারস'-এর পক্ষ থেকে সাধারণ মানুষের কাছে আবেদন জানানো হয়েছে, যাতে এই চারাগাছগুলোকে নিজেদের সন্তানের মতো রক্ষা করে সবুজায়নের এই উদ্যোগকে সফল করে তোলা যায়।

এডিসি ভিলেজ নির্বাচনকে সামনে রেখে রাইমাভ্যালিতে বিজেপিতে গণযোগদান

আগরতলা, ৯ মার্চ : আসন্ন এডিসি ভিলেজ নির্বাচনকে সামনে রেখে পাহাড়ি এলাকায় রাজনৈতিক তৎপরতা ক্রমেই জোরদার হচ্ছে। সেই প্রেক্ষাপটে সোমবার ৪৪ রাইমাভ্যালি বিধানসভা কেন্দ্রের অধীন বিজেপি ৪৪ রাইমাভ্যালি মন্ডলের উদ্যোগে দলপতি এডিসি ভিলেজের জয়রাম পাড়া এলাকায় এক যোগদান সভার আয়োজন করা হয়।

সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের জনজাতি কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন এডিসি সদস্য ভূমিকা নন্দ রিয়াং, জনজাতি মোর্চার রাজ্য কমিটির সম্পাদক জয় বাহাদুর রুপিনী সহ বিজেপির একাধিক নেতৃত্ব।

সভায় বিভিন্ন রাজনৈতিক দল থেকে একযোগে বিজেপিতে যোগদান করেন ১১২টি পরিবারের মোট ২৮৪ জন ভোটার। তারা বিজেপির পতাকা হাতে তুলে নিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে দলে যোগ দেন। নবাগতদের দলের পক্ষ থেকে স্বাগত জানান মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা ও অন্যান্য নেতৃত্ব। যোগদানকারীদের মধ্যে অনেকেই এতদিন তিপ্রা মথা দল, সিপিআই(এম), কংগ্রেস এবং আইপিএফটি দলের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তাঁদের বক্তব্য, বর্তমান রাজ্য সরকারের প্রশাসনিক কার্যক্রম ও উন্নয়নের ধারাকে সামনে থেকে দেখে অনুপ্রাণিত হয়েই তারা বিজেপিতে যোগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা বলেন, রাজ্য সরকার জনজাতি অধ্যুষিত এলাকাগুলিতে শিক্ষা, যোগাযোগ ব্যবস্থা ও সামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে একাধিক প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। আগামী দিনেও উন্নয়নের এই ধারা অব্যাহত থাকবে বলেও তিনি আশ্বাস দেন।

স্থানীয় বিজেপি নেতৃত্বদের মতে, এই গণযোগদান পাহাড়ি এলাকায় দলের সংগঠনকে আরও শক্তিশালী করবে এবং আসন্ন এডিসি ভিলেজ নির্বাচনকে সামনে রেখে কর্মীদের মধ্যে নতুন উদ্দীপনা সৃষ্টি করবে।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম** : ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি** : ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক** : ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা** : ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব** : ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল** : ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয়** : ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা** : ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব** : ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব** : ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব** : ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ** : ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া)** : ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি** : ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি** : ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ** : ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয়** : ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন**: ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন** : ১০৯৮ (**টোলফ্রি** : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি** : ২৩৫-৬২৮৮ (**পি বি এক্স**), **আইজিএম**: ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস** : ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব** : ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা** : ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি** : ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব** : ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ** : ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব** : ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট** : ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন** : ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স** : ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন** : ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি** : ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী)** : ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব** : ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন** : ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন** : ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট** : ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন** : ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার** : ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা** : ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা** : ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা** : ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা** : ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল** : ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর** : ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী** : ২৩২-০৭৩০, **জিবি** : ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী** : ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম** : ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া** : ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর** : ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো** : ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট** : ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন** : ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং** : ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন** : ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

দক্ষিণ ত্রিপুরায় স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির: মানবতার ডাকে এগিয়ে এলেন ৩০ জন রক্তদাতা

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ৯ মার্চ: মানবতার সেবায় এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করে আজ ০৯ মার্চ ২০২৬ তারিখে দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার চিফ মেডিক্যাল অফিসার অফিস প্রাঙ্গণে একটি স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির সফলভাবে অনুষ্ঠিত হয়। এই মহৎ উদ্যোগের আয়োজন করে অল ত্রিপুরা গভর্নমেন্ট ডক্টরস' অ্যাসোসিয়েশন, সাউথ ত্রিপুরা ব্রাঞ্চ, জেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ সমিতি, দক্ষিণ ত্রিপুরার সহযোগিতায়।

এই রক্তদান শিবিরে মোট ৩০ জন স্বেচ্ছাসেবী রক্তদাতা স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করে রক্তদান করেন। তাঁদের এই মানবিক উদ্যোগ অনেক মুমূর্ষু রোগীর জীবন রক্ষায় সহায়ক হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ড. বিশ্বজিৎ দেববর্মা, মেম্বার সেক্রেটারি, ত্রিপুরা স্টেট ব্লাড ট্রান্সফিউশন কাউন্সিল সহ স্বাস্থ্য বিভাগের অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ও চিকিৎসকরা।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত বিশিষ্ট অতিথিরা বলেন, স্বেচ্ছায় রক্তদান শুধু একটি সামাজিক দায়িত্ব নয়, এটি মানবতার প্রতি এক মহান অঙ্গীকার। নিয়মিত রক্তদান হাসপাতাল ও ব্লাড ব্যাংকে পর্যাপ্ত রক্তের মজুত বজায় রাখতে সহায়তা করে, যা দুর্ঘটনা, অপারেশন বা জরুরি চিকিৎসা পরিস্থিতিতে অসংখ্য মানুষের জীবন বাঁচাতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এই উপলক্ষে দক্ষিণ ত্রিপুরার চিফ মেডিক্যাল অফিসার ডাঃ জ্যোতির্ময় দাস বলেন, রক্তদান একটি মহৎ কাজ যা সরাসরি মানুষের জীবন বাঁচাতে পারে। সমাজের প্রতিটি সুস্থ মানুষ যদি নিয়মিত রক্তদানে এগিয়ে আসেন, তাহলে কখনওই রক্তের অভাবে কোনো রোগীর জীবন বিপন্ন হবে না। আজকের এই উদ্যোগ নিঃসন্দেহে সমাজের মধ্যে ইতিবাচক বার্তা ছড়িয়ে দেবে এবং আরও অনেক মানুষকে স্বেচ্ছায় রক্তদানে উৎসাহিত করবে। অন্যদিকে, ড. বিশ্বজিৎ দেববর্মা বলেন, স্বেচ্ছায় রক্তদান একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক আন্দোলন। রাজ্যে নিরাপদ ও পর্যাপ্ত রক্ত সরবরাহ নিশ্চিত করতে সমাজের সব স্তরের মানুষকে এগিয়ে আসতে হবে। এই ধরনের উদ্যোগ মানুষের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করার পাশাপাশি জীবন রক্ষার মহান বার্তা ছড়িয়ে দেয়।"

আয়োজক সংগঠনের পক্ষ থেকেও জানানো হয় যে, ভবিষ্যতেও এই ধরনের মানবিক উদ্যোগ অব্যাহত থাকবে এবং সাধারণ মানুষের মধ্যে স্বেচ্ছায় রক্তদানের গুরুত্ব সম্পর্কে আরও সচেতনতা তৈরি করা হবে। এই রক্তদান শিবির শুধু রক্ত সংগ্রহের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং এটি সমাজে সহমর্মিতা, মানবিকতা ও সামাজিক দায়বদ্ধতার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে।

ত্রিপুরার শূকর পালকদের জন্য আসামে দুইদিনের আন্তঃরাজ্য এক্সপোজার ভিজিট

আগরতলা, ৯ মার্চ: ত্রিপুরা রুরাল ইকোনমিক গ্রোথ অ্যান্ড সার্ভিস ডেলিভারি প্রজেক্ট -এর উদ্যোগে শূকর পালনকারী কৃষকদের দক্ষতা বৃদ্ধি ও আধুনিক প্রযুক্তি সম্পর্কে ধারণা দেওয়ার লক্ষ্যে দুইদিনের একটি আন্তঃরাজ্য এক্সপোজার ভিজিটের আয়োজন করা হয়েছে। এই কর্মসূচির আয়োজক ত্রিপুরা সরকারের প্রাণী সম্পদ উন্নয়ন দপ্তরের অধীনস্থ প্রজেক্ট ইমপ্লিমেন্টেশন ইউনিট।

এই এক্সপোজার ভিজিটে পশ্চিম ত্রিপুরা ও সেপাহিজলা জেলার পিগারি প্রডিউসার গ্রুপের সদস্যরা অংশগ্রহণ করছেন। ডিপিএমইউ ওয়েস্ট টিআরইএসপি -এর অধীনে আয়োজিত এই কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্য হল বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে শূকর পালন, উন্নত প্রজনন ব্যবস্থা, খাদ্য ব্যবস্থাপনা, রোগ প্রতিরোধ এবং আধুনিক উৎপাদন প্রযুক্তি সম্পর্কে কৃষকদের হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ দেওয়া।

এই কর্মসূচিতে মোট ২০ জন প্রডিউসার গ্রুপ সদস্য অংশগ্রহণ করছেন। দুইদিনের এই ভিজিটটি ৯ ও ১০ মার্চ ২০২৬ তারিখে আসামের রাণীতে অবস্থিত আইসিএআর-ন্যাশনাল রিসার্চ সেন্টার অন পিগ (এন আর সি পি)-এ অনুষ্ঠিত হচ্ছে। উল্লেখ্য, অংশগ্রহণকারীরা ৮ মার্চ ত্রিপুরা থেকে যাত্রা শুরু করেছেন এবং ১১ মার্চ কর্মসূচি শেষে ফিরে আসবেন।

এই সফরের সময় কৃষকরা আইসিএআর - এনআরসিপি -এর বিজ্ঞানী ও বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে মতবিনিময় করবেন। পাশাপাশি তারা আধুনিক শূকর পালনের প্রযুক্তি, উন্নত জাতের শূকর, বৈজ্ঞানিক খাদ্য প্রস্তুত পদ্ধতি, রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা এবং আধুনিক খামার ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে সরাসরি পর্যবেক্ষণের সুযোগ পাবেন।

এই কর্মসূচির মাধ্যমে কৃষকরা আধুনিক শূকর উৎপাদন পদ্ধতি গ্রহণে উৎসাহিত হবেন এবং টেকসই পশুপালন কার্যক্রমের মাধ্যমে তাদের আয় বৃদ্ধির সম্ভাবনা তৈরি হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

এই এক্সপোজার ভিজিটটি টিআরইএসপি -এর পিআইইউ, আর আর ডি ডি -এর উদ্যোগে এবং টিআরইসিপি পিএমইউ -এর লাইভস্টক স্পেশালিস্ট, জেলা ও ব্লক স্তরেরটুক্কছঞ্চ আধিকারিক এবং টেকনিক্যাল সাপোর্ট এজেন্সি জেকে ট্রাস্ট ও ই ওয়াই-এর সহযোগিতায় বাস্তবায়িত হয়েছে।

২০ সদস্যের এই দলের সঙ্গে সফরে রয়েছেন, ডা. পল্লিকা দেববর্মা, ভেটেরিনারি অফিসার, খুমুলুং ভেটেরিনারি হাসপাতাল এবং ট্যুর প্রোগ্রামের ইমপ্লিমেন্টিং অফিসার। ডা. দেবলীনা দে, ডিস্ট্রিক্ট ম্যানেজার (লাইভস্টক),ডা. অরিন্দম দেববর্মা, সিসি লাইভস্টক, বিপিএমইউ বেলবাড়ি, জ্যাসমিন দেব জমাতিয়া, প্রজেক্ট এক্সিকিউটিভ, টেকনিক্যাল সাপোর্ট এজেন্সি জে কে ট্রাস্ট ও ই ওয়াই।

গ্রামীণ শূকর পালকদের জীবিকা শক্তিশালী করা এবং পশুপালন খাতে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে টিআরইএসপি -এর অধীনে এ ধরনের উদ্যোগ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে বলে সংশ্লিষ্ট মহলের মত।

বাসস্ট্যান্ড, জেলা কার্যালয়ের নতুন ভবন নির্মাণ বিষয়ে পরিবহণমন্ত্রীর পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ মার্চ: পরিবহণ দপ্তরের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্পগুলির কাজের অগ্রগতি খতিয়ে দেখতে পরিবহণমন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরীর সভাপতিত্বে সচিবালয়ের কনফারেন্স হলে এক পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

পর্যালোচনা সভায় পরিবহণমন্ত্রী কৈলাসহর, তেলিয়ামুড়া, বিশালগড়, শান্তিরবাজারে জিলা পরিবহণ কার্যালয়ের নতুন ভবন নির্মাণ, জিরানীয়া, গন্ডাতুইসা, মেলাঘর, মনুঘাট, জোলাইবাড়িতে মোটরস্ট্যান্ড নির্মাণের বিষয়েও বিস্তারিত খোঁজ খবর নেন। উদয়পুরের রাজারবাগে বাসপোর্ট, সাব্রুমে ইন্টারস্টেট বাস টার্মিনাস নির্মাণ, আগরতলার ট্রান্সপোর্ট কমিশনারের অফিসে নতুন ভবন নির্মাণ কাজের অগ্রগতির বিষয়েও খোঁজ নেন। পর্যালোচনা সভায় পরিবহণমন্ত্রী প্রতিটি উন্নয়নমূলক কাজ সঠিক সময়ে এবং গুণমান ঠিক রেখে সম্পন্ন করার জন্য আধিকারিকদের নির্দেশ দেন। তিনি বলেন, উন্নয়নমূলক কাজে অর্থের কোন অভাব হবেনা।

পর্যালোচনা সভায় পরিবহণ দপ্তরের সচিব উত্তম কুমার চাকমা এবং পরিবহণ দপ্তরের অতিরিক্ত সচিব সুব্রত চৌধুরী দপ্তরের বিভিন্ন পরিকাঠামো রূপায়ণের বিষয়ে পরিবহণমন্ত্রীকে বিস্তারিত অবহিত করেন। বৈঠকে পূর্ত দপ্তরের চিফ ইঞ্জিনীয়ার সঞ্জয় কুমার দাস, গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের চিফ ইঞ্জিনীয়ার ক্ষুদিরাম ত্রিপুরা সহ পরিবহণ দপ্তরের পদস্থ আধিকারিকগণ উপস্থিত ছিলেন।

দমকলের তৎপরতায় প্রাণে

● প্রথম পাতার পর

কাজে অংশ নেন। প্রায় ৪০ মিনিটের চেষ্টার পর গাড়ির ভেতর থেকে চালক অভিজিৎ দাসকে নিরাপদে উদ্ধার করতে সক্ষম হন তারা পরে আহত চালককে দ্রুত বিশ্রামগঞ্জ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় চিকিৎসার জন্য। ফায়ার সার্ভিস কর্মীদের তৎপরতায় অল্পের জন্য বড় ধরনের দুর্ঘটনা এড়ানো সম্ভব হয়েছে বলে স্থানীয়রা জানান।

সাব্রুম মাইকেল মধুসূদন দত্ত(এমএমডি) কলেজে, ওমেন্স সেলের উদ্যোগে নারী দিবস উদযাপিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, সাব্রুম, ৯ মার্চ: আজ সাব্রুম মাইকেল মধুসূদন দত্ত(এমএমডি) কলেজে, ওমেন্স সেলের উদ্যোগে যথাযথ মর্যাদায় আন্তর্জাতিক নারী দিবস পালিত হয় স্মার্ট ক্লাসরুমে। উপস্থিত ছিলেন কলেজ ওমেন্স সেলের কনভেনার অধ্যাপিকা সংগীতা রাংখল, বাংলা বিভাগের অধ্যাপিকা সুপ্রিয়া মগ, কলেজের বর্ষীয়ান অধ্যাপক ড. কমল আচার্য্য, কলেজ এলামনির সহ-সম্পাদক সজল নাথ,অন্যান্য অধ্যাপক-অধ্যাপিকাসহ ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ। পৌরহিত্য করেন কলেজ অধ্যক্ষ ড. অনুপম গুহ। আন্তর্জাতিক নারী দিবস ২০২৬ এর থিম: 'পাওয়ার জন্য দেওয়া'।

আন্তর্জাতিক নারী দিবসের মূল লক্ষ্য হলো নারী-পুরুষের সমতা প্রতিষ্ঠা, নারীর অধিকার রক্ষা, সামাজিক-অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সাফল্য উদযাপন এবং বৈষম্য দূর করে নারীর ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করা। এই দিনটি নারীর প্রতি সহিংসতা ও নিপীড়ন বন্ধে সচেতনতা বাড়াতে এবং সমাজে সমঅধিকার নিশ্চিত করতে বিশ্বব্যাপী পালিত হয়।

অধ্যাপক ড. আচার্য্য বলেন সমগ্র পৃথিবী ব্যাপী নারীরা সমাজের সামগ্রিক উন্নয়ন, অর্থনীতি, রাজনীতি ও সমাজ সংস্কারে অসামান্য অবদান রেখে চলেছেন। আমাদের দেশে তো স্বাধীনতা সংগ্রাম থেকে আধুনিক প্রযুক্তি, শিক্ষা ও সামরিক বাহিনীসব ক্ষেত্রেই নারীরা অগ্রণী ভূমিকা পালন করছেন। নারীদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা এবং অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতা বাড়ানোর মাধ্যমে একটি উন্নত ও সমৃদ্ধ সমাজ গড়ে তোলা সম্ভব বলে উপস্থিত সকলের আলোচনার মূল দৃষ্টি ছিল।

কলেজ অধ্যক্ষ ড. অনুপম গুহ বলেন বর্তমান ভারতের জিডিপিতে নারীদের অবদান প্রায় ১৮ু, যা কর্মক্ষেত্রে তাদের ক্রমবর্ধমান অংশগ্রহণের ইঙ্গিত দেয়। তিনি উপস্থিত সকলকে নারীর প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়ার আবেদন করেন। অনুষ্ঠানের শুরুতেই উদ্বোধনী সংগীত পরিবেশন করেন কলেজের অতিথি অধ্যাপিকা রিমি চক্রবর্তী। স্বাগত ও ধন্যবাদ সূচক বক্তব্য রাখেন অধ্যাপিকা সংগীতা রাংখল ও সুপ্রিয়া মগ। অনুষ্ঠানের উপজাতি ছাত্র-ছাত্রীদের ঐতিহ্যবাহী পোশাকে উপস্থিতি ছিল লক্ষনীয়। সবশেষে, সম্মিলিত শপথ বাক্য পাঠের মধ্যদিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হয়।

আগরতলায় কৃষকদের নিয়ে জৈব ও প্রাকৃতিক কৃষি বিষয়ক কনফারেন্স

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ মার্চ: কৃষকদের জৈব ও প্রাকৃতিক কৃষি সম্পর্কে সচেতন ও প্রশিক্ষিত করে তোলার লক্ষ্যে সোমবার আগরতলার অরুন্ধতীনগরস্থিত রাজ্য কৃষি গবেষণা কেন্দ্রে এক কনফারেন্সের আয়োজন করা হয়।

ভারত সরকারের কৃষি ও কৃষক কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীন আঞ্চলিক জৈব ও প্রাকৃতিক কৃষি কেন্দ্র, ইম্ফলের উদ্যোগে এই কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয়। এতে সহযোগিতা করে ত্রিপুরা সরকারের কৃষি ও কৃষক কল্যাণ বিভাগ এবং রাজ্য কৃষি গবেষণা কেন্দ্র।রাজ্য কৃষি গবেষণা কেন্দ্রের কনফারেন্স হলে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন দপ্তরের অধিকর্তা পি. ভি. জমাতিয়া সহ অন্যান্য পদস্থ আধিকারিকরা।এদিন বক্তব্য রাখতে গিয়ে অধিকর্তা পি. ভি. জমাতিয়া বলেন, কৃষকদের জৈব ও প্রাকৃতিক কৃষি পদ্ধতি সম্পর্কে সচেতন করা এবং তাদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ দেওয়ার লক্ষ্যেই এ ধরনের কনফারেন্সের আয়োজন করা হয়েছে। এতে কৃষকরা নতুন প্রযুক্তি ও পদ্ধতি সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে পারবেন। কনফারেন্সে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা শতাধিক কৃষক অংশগ্রহণ করেন এবং জৈব ও প্রাকৃতিক কৃষি চর্চা সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে মতবিনিময় করেন।

দক্ষিন দুয়ার খোলা গানের নৃত্যের তালে তালে বিলোনীয়া মহকুমাভিত্তিক দোল উৎসব অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ৯ মার্চ: আজ ও দক্ষিন দুয়ার খোলা গানের নৃত্যের তালে তালে বিলোনীয়া মহকুমা ভিত্তিক দোল উৎসব অনুষ্ঠিত হয় বিলোনীয়া আর্য্য কলোনি শচীন দেববর্মন অডিটোরিয়াম প্রেক্ষাগৃহের মুক্ত মঞ্চে। সোমবার বিকাল পাঁচটায় মঙ্গল প্রদীপ প্রজ্জলনের মধ্যে দিয়ে উৎসবের সূচনা করেন উৎসবে উপস্থিত অতিথিরা। তথ্য সংস্কৃতি দপ্তরের উদ্যোগে বিলোনীয়া পুরপরিষদের সহযোগিতায় মহকুমা ভিত্তিক দোল উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানে অতিথিরা আলোচনা রাখতে গিয়ে বলেন দোল উৎসবের মধ্যে সকলের মধ্যে সম্প্রিতি বজায় থাকে, দোল উৎসব মানে সামাজিক উৎসব। দোল উৎসবে অতিথির আসনে ছিলেন বিলোনীয়া পুরপরিষদের চ্যায়ারপার্সন নিখিল চন্দ্র গোপ, পুরপরিষদের শিক্ষা বিষয়ক সায়ী কমিটির সভাপতি অনুপম চক্রবর্তী, তথ্য সংস্কৃতি দপ্তরের সহ অধিকর্তা মনোজ দেববর্মা,মহকুমা আধিকারিক রাজেশ দেবনাথ,অবসর প্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক হীরন্ময় মালাকার, সহ অন্যান্য অতিথি ও কাউন্সিলর গন।

রেস্তোরাঁ ভেঙ্গে দিল

● প্রথম পাতার পর

হারিয়ে দোকানে ধাক্কা দেয়, তা খতিয়ে দেখতে পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে। স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি, জাতীয় সড়কের ওই অংশে প্রায়ই দ্রুতগতিতে যানবাহন চলাচল করে। ভবিষ্যতে এ ধরনের দুর্ঘটনা এড়াতে প্রশাসনের তরফে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার দাবিও জানিয়েছেন তারা।

পানীয় জলের দাবিতে সড়ক

● প্রথম পাতার পর

তারা সড়ক অবরোধের পথ বেছে নিয়েছেন বলে জানান।

এদিকে অবরোধের ফলে গুরুত্বপূর্ণ গন্ডাছড়া-অমরপুর সড়কে যান চলাচল কার্যত স্তব্ধ হয়ে পড়ে। তবে ঘটনার খবর লেখা পর্যন্ত ঘটনাস্থলে কোনও প্রশাসনিক আধিকারিককে দেখা যায়নি, ফলে পরিস্থিতি আরও উত্তেজনাপূর্ণ হয়ে ওঠে।

ভারত দ্রুত উদ্ভাবস নির্ভর

● প্রথম পাতার পর

বুদ্ধিমত্তা, অটোমেশন ও ডিজিটাল অর্থনীতির মতো ক্ষেত্রগুলিতে গুরুত্ব দিতে হবে।

এছাড়া বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ক্ষেত্রে নারীদের অংশগ্রহণ বাড়ছে বলে সন্তোষ প্রকাশ করেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি বলেন, ভবিষ্যতের প্রযুক্তিগত ক্ষেত্রগুলিতে দেশের কন্যাদের সমান সুযোগ নিশ্চিত করতে সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

গবেষণা ক্ষেত্রেও তরুণদের উৎসাহিত করার ওপর জোর দিয়ে তিনি বলেন, এমন একটি শক্তিশালী গবেষণা পরিবেশ তৈরি করতে হবে যেখানে তরুণ গবেষকরা নতুন ধারণা নিয়ে নির্ভয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে পারবেন।

গলফ সংকট নিয়ে সংসদে

● প্রথম পাতার পর

বাড়তে পারে। এটি দেশের জন্য বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়াবে।"

কংগ্রেস সাংসদ মানিকম ঠাকুর অভিযোগ করেন, পরিস্থিতির গুরুত্ব সত্ত্বেও সরকার নীরব রয়েছে।

অন্যদিকে সমাজবাদী পার্টি-র সাংসদ রাম গোপাল যাদব বলেন, সংসদে যখন কোনও বিবৃতি দেওয়া হয় তখন বিরোধীদের ব্যাখ্যা চাওয়ার অধিকার থাকে। কিন্তু সরকার প্রায়ই সেই সুযোগ দেয় না বলে অভিযোগ করেন তিনি।

রাজ্যসভার কংগ্রেস সাংসদ রজনী পাতিল-ও বলেন, পশ্চিম এশিয়ার পরিস্থিতি নিয়ে মানুষের মনে বহু প্রশ্ন রয়েছে। তাই সংসদে এই বিষয়ে আলোচনা হওয়া প্রয়োজন।

বিরোধী দলগুলির দাবি, পশ্চিম এশিয়ার সংঘাত ভারতের জ্বালানি নিরাপত্তা, জ্বালানির দাম এবং গালফ অঞ্চলে বসবাসকারী ভারতীয়দের নিরাপত্তার উপর বড় প্রভাব ফেলতে পারে। তাই সরকারকে এই বিষয়ে সংসদে বিস্তারিত বিবৃতি দিয়ে আলোচনা করতে হবে।

শালিসি সভার নামে মা ছেলে,

● প্রথম পাতার পর

ছেলের চিৎকার শুনে নাজমা বেগম ছুটে গিয়ে তাকে বাঁচানোর চেষ্টা করলে ইয়ামিছ আলী ও হোসেন আলী তার উপরও শারীরিক আক্রমণ চালায় বলে অভিযোগ। পরে স্থানীয় লোকজন এসে তাদের উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য ঊনকোটি জেলা হাসপাতালে পাঠান। বর্তমানে গুরুতর জখম অবস্থায় মুতলিব হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছে।

এই ঘটনায় নাজমা বেগম কৈলাসহর থানায় তিনজনের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন। অভিযুক্তরা হলেন ইয়ামিছ আলী, সাকিল আলী এবং আহাদ উল্লাহ। অভিযুক্তদের মধ্যে ইয়ামিছ আলী একজন সরকারি কর্মচারী এবং কৈলাসহরের চণ্ডীপুর ব্লকে কর্মরত বলে জানা গেছে।

অভিযোগ উঠেছে, অভিযুক্তরা শাসক দলের ঘনিষ্ঠ হওয়ায় পুলিশ এখনও পর্যন্ত তাদের বিরুদ্ধে কোনও পদক্ষেপ নেয়নি। তবে পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, অভিযোগের ভিত্তিতে ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে।

অবৈধ বাংলাদেশীদের

● প্রথম পাতার পর

বছর ধরে দুঃশাসন ও কুশাসন কায়েম করে রেখেছে তারা। শুধু নেতারা নয়, ঘরে ঘরে পৌঁছে জনগণকে বলতে হবে কে দেশের জন্য কাজ করছে এবং কে জনগণের জন্য চিন্তা করছে। পশ্চিমবঙ্গে সংস্কৃতি ও গণতন্ত্র ধ্বংস হয়ে গেছে। বাংলা দুর্নীতির কেন্দ্রস্থলে রূপান্তরিত হয়েছে, যা সিপিএমের আমলে ত্রিপুরায় ছিল। সিপিএম কোনও নিয়ম ছাড়াই ১০,৩২৩ জনকে নিয়োগ করেছিল এবং পশ্চিমবঙ্গেও একই ঘটনা ঘটেছিল, যেখানে ২৬,০০০ লোক তাদের চাকরি হারিয়েছে। তারা মা, মাটি, মানুষ সম্পর্কে কথা বলে। কিন্তু তারা নারীদের রক্ষা করতে ব্যর্থ হয়েছে। নারী মুখ্যমন্ত্রী থাকা সত্ত্বেও তারা নারীদের সম্মান ও নিরাপত্তা দিতে ব্যর্থ হয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ত্রিপুরায় তৃণমূল কংগ্রেস পরিযায়ী পাখির মতো, তারা আসে এবং যায়। তারা অবৈধ বাংলাদেশীদের ভোটব্যাংক হিসেবে ব্যবহার করছে। বাংলাদেশের সাথেও আমাদের সীমান্ত রয়েছে এবং আমাদের আঁটসাঁট সীমান্ত রয়েছে। তবে পশ্চিমবঙ্গে সরকার কাঁটাতারের বেড়া দেওয়ার জন্য কেন্দ্রকে জমি দিচ্ছে না। ডাঃ সাহা জানান, ত্রিপুরা প্রতিটি কেন্দ্রীয় প্রকল্প থেকে উপকৃত হচ্ছে এবং তারা সঠিকভাবে সেগুলি বাস্তবায়ন করছে, অন্যদিকে বাংলায় দুর্নীতির রেকর্ড রয়েছে।

ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বাংলার আইনশৃঙ্খলা পুরোপুরি ভেঙে পড়েছে। মানুষ সেই দিনের অপেক্ষায় আছে যেদিন এই টিএমসিকে সরানো হবে। আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির উল্লেখযোগ্য উন্নতি হওয়ায় মানুষ এখন ত্রিপুরায় বিনিয়োগ করতে আসছে। আমরা যদি সিপিএমকে সরাতে পারি, তাহলে বাংলায় কেন তা করতে পারছে না? সর্বত্রই অপরাধ ও অনিয়ম। সর্বত্র কেলেঙ্কারি আর দুর্নীতি। বাংলায় বিজেপি সরকার গঠনের জন্য আমাদের অবশ্যই সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

জনসভায় উপস্থিত ছিলেন ভারতীয় জনতা পার্টির বর্ধমান জেলার সভাপতি অভিজিত খাঁ, বিজেপি নেত্রী ভারতী ঘোষ, জেলা ইনচার্জ মনোজ পান্ডে সহ বিভিন্ন মন্ডলের পদাধিকারী ও দলের বিভিন্ন স্তরের নেতৃত্ব।

এডিসি ভোটে

● প্রথম পাতার পর

পরিমাণ অর্থ আসছে এবং সেই অর্থের প্রলোভন দেখিয়ে ভোটারদের প্রভাবিত করার চেষ্টা হতে পারে। এ বিষয়ে মানুষকে সতর্ক থাকার আহ্বান জানান তিনি। পাশাপাশি, ধর্মনগর উপনির্বাচনে বামফ্রন্ট সমর্থিত প্রার্থীকে জয়ী করে রাজনৈতিক বার্তা দেওয়ার আহ্বানও জানান তিনি। এদিকে বামফ্রন্ট আহ্বায়ক মানিক দে বলেন, এডিসি এলাকায় অতীতে কয়েকবার অন্য দল ক্ষমতায় এলেও তা জনগণের ভোটে নয় বলে দাবি করেন তিনি। তার অভিযোগ, একসময় সন্ত্রাসবাদীদের হাতে টাকা তুলে দেওয়া হয়েছিল। এবারের এডিসি নির্বাচন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং এই নির্বাচনে বামফ্রন্ট জোর লড়াই করবে বলেও জানান তিনি।

তাঁর অভিযোগ, এডিসি এলাকায় দুর্নীতি, পেনশনভোগীদের বকেয়া অর্থ প্রদান না করা, শিক্ষাব্যবস্থার অবনতি এবং পানীয় জলের তীব্র সংকট রয়েছে। তিনি বলেন, বহু এলাকায় অনাহারের পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে এবং শিশু বিক্রির মতো ঘটনাও ঘটছে। বামফ্রন্টের আমলে এডিসি এলাকায় উন্নয়ন ও সম্প্রীতির পরিবেশ ছিল বলেও দাবি করেন তিনি। আসন্ন নির্বাচনে সুষ্ঠু ও অবাধ ভোটগ্রহণের দাবি জানান বামফ্রন্টের পক্ষ থেকে।

এডিসি এলাকায়

● প্রথম পাতার পর

বেনিলাল দেববর্মা এবং আমতলী—গোলাঘাটিতে বৃন্দা দেববর্মাকে প্রার্থী হিসেবে বেছে নিয়েছেন।

অন্যদিকে বাগমা আসনে অমৃত সাধন জমাতিয়া, নতুনবাজার—মালবাসায় মগেন্দ্র রিয়াং, মহারানী—চেলাগাংয়ে হারাধন জমাতিয়া, অম্পিতে পৃথ্বীরাজ কলই, বীরচন্দ্র—কলসিতে নরেন্দ্র রিয়াং, কাঠালিয়া---মির্জা---রাজাপুরে পরীক্ষিত মুরাসিং, পূর্ব মুহুরীপুর—ভুরাতলিতে বরজং ত্রিপুরা এবং শিলাছড়ি—মনুবনকুল আসনে উচাথৈ মগকে প্রার্থী করা হয়েছে। তিনি আরও বলেন, তবে মাছমারা আসনের প্রার্থীর নাম এখনও ঘোষণা করা হয়নি বলে বামফ্রন্ট সূত্রে জানা গেছে। শীঘ্রই সেই নামও প্রকাশ করা হবে। তেমনি, ধর্মনগর বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনে প্রাক্তন বিধায়ক অমিতাভ দত্ত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন। ঘোষিত তালিকায় দেখা যাচ্ছে, মোট ২৮ জন প্রার্থীর মধ্যে ২০ জনই নতুন মুখ। নির্বাচনে নতুন নেতৃত্বকে সামনে আনার কৌশল নিয়েই বামফ্রন্ট এই তালিকা প্রকাশ করেছে বলে রাজনৈতিক মহলের ধারণা।

পশ্চিম এশিয়ার

● প্রথম পাতার পর

কথা বলেছেন এবং উত্তেজনা কমানোর আহ্বান জানিয়েছেন।

জয়শঙ্কর বলেন, "এই সংঘাত ভারতের জন্য বিশেষ উদ্বেগের বিষয়, কারণ উপসাগরীয় দেশগুলিতে প্রায় এক কোটি ভারতীয় বাস ও কাজ করেন। ইরানেও কয়েক হাজার ভারতীয় পড়াশোনা বা চাকরির কারণে রয়েছেন।"

তিনি জানান, ভারতের জ্বালানি নিরাপত্তা ও বাণিজ্যের ক্ষেত্রেও পশ্চিম এশিয়ার গুরুত্ব অত্যন্ত বেশি। উপসাগরীয় দেশগুলি ভারতের তেল ও গ্যাসের গুরুত্বপূর্ণ সরবরাহকারী এবং এই অঞ্চল ভারতের একটি বড় বাণিজ্য অংশীদার, যেখানে বছরে প্রায় ২০০ বিলিয়ন ডলারের বাণিজ্য হয়।

বিদেশমন্ত্রী আরও বলেন, এই সংঘাতের প্রভাব সামুদ্রিক পরিবহনেও পড়েছে, যেখানে বহু ভারতীয় নাবিক কর্মরত। "দুঃখজনকভাবে এই ধরনের ঘটনায় ইতিমধ্যেই দুই ভারতীয় নাবিকের মৃত্যু হয়েছে এবং একজন এখনও নিখোঁজ," বলেন তিনি।

জয়শঙ্কর জানান, ২০২৫ সালের জুনে হওয়া ১২ দিনের সংঘাতের পর থেকেই সরকার পরিস্থিতির ওপর নজর রাখছিল এবং ইরানে বসবাসকারী ভারতীয়দের সতর্ক করা হয়েছিল।

তিনি বলেন, জানুয়ারিতে ভারতীয় নাগরিকদের অপ্রয়োজনীয়ভাবে ইরান সফর না করার পরামর্শ দেওয়া হয়। সেখানে থাকা ভারতীয়দের দূতাবাসে নিজেদের নথিভুক্ত করতে এবং সতর্ক থাকতে বলা হয়।

পরবর্তীতে তেহরানে ভারতীয় দূতাবাস ১৪ ফেব্রুয়ারি এবং ২৩ ফেব্রুয়ারি আরও সতর্কবার্তা জারি করে, যাতে ভারতীয়দের সব ধরনের উপলব্ধ পরিবহণ ব্যবস্থার মাধ্যমে ইরান ছেড়ে যাওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়।

বিদেশমন্ত্রী জানান, পরিস্থিতির অবনতি হওয়ায় পরে ভারতীয়দের নিরাপদে দেশে ফিরিয়ে আনতে সরিয়ে নেওয়ার প্রক্রিয়াও শুরু করা হয়েছে, যার মধ্যে ইরানে পড়াশোনা করা ছাত্রছাত্রীরাও রয়েছেন।

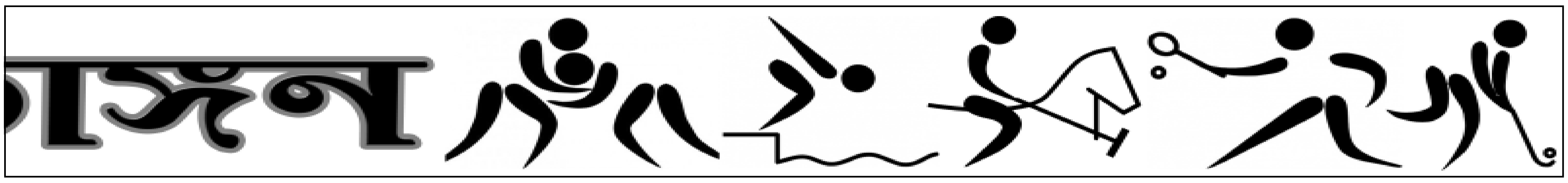

অনূর্ধ-২৩ ওয়ান ডে : মহারাষ্ট্রের কাছেও আত্মসমর্পণ ত্রিপুরার

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। পুদুচেরির সিএপি গ্রাউন্ড-৩-এ ত্রিপুরার মেয়েদের ব্যাটিং বিপর্যয় অব্যাহত। অনূর্ধ-২৩ ওয়ান ডে ট্রফি এলিট গ্রুপে এবার মহারাষ্ট্রের বিধ্বংসী মেজাজের সামনে কার্যত উড়ে গেল ত্রিপুরার ইনিংস। ৯ উইকেটে ম্যাচ জিতে মাঠ ছাড়ল মহারাষ্ট্র। টুর্নামেন্টে এটি ত্রিপুরার টানা চতুর্থ হার, যা নক-আউট পর্বে যাওয়ার স্বপ্নকে কার্যত ধুলিসাৎ করে দিল।সোমবার টসে জিতে প্রথমে ব্যাটিং করার সাহসী সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন ত্রিপুরার অধিনায়ক অম্বেষা দাস। তবে মহারাষ্ট্রের বোলার গায়ত্রী সুরভাসের (৮ ওভারে ১৮ রান দিয়ে ৩ উইকেট) নিয়ন্ত্রিত বোলিংয়ের সামনে তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়ে ত্রিপুরার টপ অর্ডার। অধিনায়ক অম্বেষা (২০), অস্মিতা দাস (২২) এবং তানিশা দাস (১৬) ছাড়া আর কেউ দুই অঙ্কের রান ছুঁতে পারেননি। মাত্র ৩৯.২ ওভারে ১০২ রানেই অল-আউট হয়ে যায় ত্রিপুরা।১০৩ রানের ছোট লক্ষ্যমাত্রা তাড়া করতে নেমে মহারাষ্ট্রের ব্যাটাররা শুরু থেকেই রুদ্রমূর্তি ধারণ করেন। মাত্র ১১ ওভারেই (৬৬ বলে) ১ উইকেট হারিয়ে জয়ের লক্ষ্যে (১০৬/১) পৌঁছে যায় তারা। কে. এন. মোল্লা ৪৪ রানে এবং সুহানি কাহান্দাল ২৬ রানে অপরাজিত থাকেন। ওপেনার ঈশ্বরী সাভকার আউট হওয়ার আগে ২০ বলে ৩১ রানের ঝোড়ো ইনিংস খেলেন।উল্লেখ্য, ৩রা মার্চ তামিলনাড়ুর কাছে ১৭৪ রান এবং ৫ই মার্চ হরিয়ানার কাছে ২৪৭ রানে হারের পর ৭ই মার্চ বিদর্ভের কাছেও ৯ উইকেটে হারতে হয়েছিল ত্রিপুরাকে। আজকের এই লজ্জাজনক হারের ফলে এলিট গ্রুপে ত্রিপুরার অবস্থান একবারে তলানিতে গিয়ে ঠেকল।এক নজরে স্কোরকার্ড:ত্রিপুরা: ১০২/১০ (৩৯.২ ওভার) অস্মিতা দাস ২২, আম্বেষা দাস ২০, তানিশা দাস ১৬; গায়ত্রী সুরভাস ৩/১৮।মহারাষ্ট্র: ১০৬/১ (১১ ওভার) কে. এন. মোল্লা ৪৪*, ঈশ্বরী সাভকার ৩১, সুহানি কাহান্দাল ২৬*। ফল: মহারাষ্ট্র ৯ উইকেটে জয়ী।

দেবপ্রসাদের ৫ উইকেট, ইউ: ফ্রেন্ডসের দাপুটে জয় দিয়ে টুর্নামেন্ট শুরু

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। ত্রিপুরা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন আয়োজিত সন্তোষ মেমোরিয়াল "এ" ডিভিশন ক্রিকেট টুর্নামেন্টে শুভসূচনা করল ইউনাইটেড ফ্রেন্ডস। সোমবার টিআইটি গ্রাউন্ডে অনুষ্ঠিত ম্যাচে তারা বিসিসি-কে ৬ উইকেটের বড় ব্যবধানে হারিয়ে টুর্নামেন্টের প্রথম জয় তুলে নিল। বোলার দেবপ্রসাদ সিংহের বিধ্বংসী বোলিং এবং রোহন দাসের ঝোড়ো ব্যাটিং ইউনাইটেড ফ্রেন্ডসের জয় সহজ করে দেয়। এদিন সকালে টিআইটি গ্রাউন্ডে টসে জিতে প্রথমে ব্যাটিং করতে নেমে ইউনাইটেড ফ্রেন্ডসের বোলারদের তোপের মুখে পড়ে বিসিসি। বিশেষ করে দেবপ্রসাদ সিংহের নিয়ন্ত্রিত ও ধারালো বোলিংয়ের সামনে বিসিসি-র কোনো ব্যাটারই ক্রিজে থিতু হতে পারেননি। দেবপ্রসাদ ৮.১ ওভার বল করে মাত্র ২৯ রান খরচায় ৫টি উইকেট দখল করেন। তার এই স্পেলের দাপটে মাত্র ২৯.১ ওভারে ১১৪ রানেই গুটিয়ে যায় বিসিসি-র ইনিংস।রোহনের ঝোড়ো ইনিংস ও সহজ জয়:১১৫ রানের ছোট লক্ষ্যমাত্রা তাড়া করতে নেমে ইউনাইটেড ফ্রেন্ডসের ওপেনার রোহন দাস শুরু থেকেই আক্রমণাত্মক মেজাজে ব্যাটিং করেন। মাত্র ৪৬ বলে ৫৬ রানের একটি ঝোড়ো ইনিংস খেলেন তিনি, যাতে ছিল ৯টি চার এবং ২টি ছক্কার মার। রোহনের এই ইনিংসের ওপর ভর করে মাত্র ২৪.৪ ওভারে ৪ উইকেট হারিয়েই জয়ের লক্ষ্যে পৌঁছে যায় ইউনাইটেড ফ্রেন্ডস।বোলিংয়ে অসামান্য অবদানের জন্য ম্যাচের সেরা খেলোয়াড় বা "প্লেয়ার অফ দ্য ম্যাচ" নির্বাচিত হয়েছেন ইউনাইটেড ফ্রেন্ডসের দেবপ্রসাদ সিংহ। প্রথম ম্যাচেই এমন বড় জয় লিগ টেবিলে ইউনাইটেড ফ্রেন্ডসকে আত্মবিশ্বাস জোগাবে। ম্যাচ পরিসংখ্যান:বিসিসি (ক্ষঙ্খঙ্খ): ১১৪/১০ (২৯.১ ওভার)ইউনাইটেড ফ্রেন্ডস: ১১৮/৪ (২৪.৪ ওভার) ফলাফল: ইউনাইটেড ফ্রেন্ডস ৬ উইকেটে জয়ী।

সন্তোষের ব্যাটে ওপিসি-কে হারিয়ে টানা দ্বিতীয় জয় ইউনাইটেড বিএসটি-র

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। ত্রিপুরা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন আয়োজিত সন্তোষ মেমোরিয়াল "এ" ডিভিশন ক্রিকেট টুর্নামেন্টে জয়ের ধারা বজায় রাখল ইউনাইটেড বিএসটি। টুর্নামেন্টের দ্বিতীয় দিনে সোমবার এমবিবি স্টেডিয়ামে তারা ওল্ড প্লে সেন্টারকে ৬ উইকেটে পরাজিত করেছে। এটি টুর্নামেন্টে ইউনাইটেড বিএসটি-র টানা দ্বিতীয় জয়।এর আগে ৭ মার্চ তারা চলমান সঙ্ঘকে ৫ উইকেটে হারিয়ে শুভসূচনা করেছিল।সোমবার সকালে এমবিবি স্টেডিয়ামে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে ওল্ড প্লে সেন্টার নির্ধারিত ৫০ ওভারে ৯ উইকেট হারিয়ে ২০৮ রান সংগ্রহ করে। নবারুণদের শুরুটা ভালো হলেও নিয়মিত ব্যবধানে উইকেট হারানোয় তারা বড় কোনো পার্টনারশিপ গড়তে ব্যর্থ হয়। বোলারদের নিয়ন্ত্রিত বোলিংয়ে ওপিসি-কে ২০৮ রানেই আটকে রাখতে সক্ষম হয় ইউনাইটেড বিএসটি।২০৯ রানের লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে ইউনাইটেড বিএসটি-র হয়ে অনবদ্য ব্যাটিং করেন সন্তোষ গোস্বামী। তিনি ৯৮ বলে ৮৭ রানের একটি দায়িত্বশীল ইনিংস খেলেন, যাতে ছিল ৯টি চার ও ১টি বিশাল ছক্কা। তাকে যোগ্য সঙ্গ দেন কৃতিদীপ্ত দাস, যিনি ৭৫ বলে ৫৮ রানের এক ঝকঝকে ইনিংস উপহার দেন। এই দুই ব্যাটারের চওড়া ব্যাটে ভর করে ৪৫.৪ ওভারেই ৪ উইকেট হারিয়ে জয়ের প্রয়োজনীয় রান তুলে নেয় ইউনাইটেড বিএসটি।টানা দ্বিতীয় জয়ে লিগ টেবিলে নিজেদের অবস্থান আরও শক্ত করল ইউনাইটেড বিএসটি।অসাধারণ ৮৭ রানের ইনিংসের জন্য ম্যাচের সেরা খেলোয়াড় বা "প্লেয়ার অফ দ্য ম্যাচ" নির্বাচিত হয়েছেন ইউনাইটেড বিএসটি-র সন্তোষ গোস্বামী।ম্যাচ পরিসংখ্যান:ওল্ড প্লে সেন্টার: ২০৮/৯ (৫০ ওভার)ইউনাইটেড বিএসটি: ২১০/৪ (৪৫.৪ ওভার) ফলাফল: ইউনাইটেড বিএসটি ৬ উইকেটে জয়ী।

সবে তো শুরু !

অধিনায়ক হিসাবে প্রথম বার বিশ্বকাপে নেমেই চ্যাম্পিয়ন। দেশকে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ জিতিয়েছেন সূর্যকুমার যাদব। তবে এখনই থামতে রাজি নন তিনি। বিশ্বজয়ের রাতেই নিজের পরের দুই লক্ষ্যের কথা জানিয়ে দিলেন সূর্য।

বিশ্বকাপ জিতে সাংবাদিক বৈঠকের শুরুতেই চমক দেন সূর্য। মহিলা সাংবাদিকের প্রশ্নের জবাবে তাঁকে আন্তর্জাতিক নারীদিবসের শুভেচ্ছা জানান। তার পর তিনি স্পষ্ট জানিয়ে দেন, ভারত অধিনায়ক হিসাবে তাঁর পরের লক্ষ্য কী। তিনি বলেন, "সবে তো শুরু। এর পরের লক্ষ্য হল ২০২৮ সালের অলিম্পিক্সে সোনা জেতা। সেই বছরই টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ। সেটাও জিততে নামব।" ২০২৮ সালের লস অ্যাঞ্জেলেস অলিম্পিক্সে ক্রিকেট অন্তর্ভুক্ত হবে। প্রথম বারই সোনা জেতার লক্ষ্যে নামবেন সূর্য। পাশাপাশি দু'টি টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপজয়ী অধিনায়কও হতে চান তিনি।সূর্য জানিয়েছেন, তাঁর সঙ্গে প্রধান কোচ গৌতম গম্ভীরের সম্পর্ক খুব ভাল। ভারত অধিনায়ক বলেন, "গৌতি ভাইয়ের অধীনে আমি চার বছর খেলেছি। ওকে খুব ভাল ভাবে চিনি। আমাদের ভাবনা মেলে। আমরা দু'জনেই দলের ভালর কথাই ভাবি। সেটাই আমাদের লক্ষ্য। গৌতি ভাইকে আমি চোখ বন্ধ করে ভরসা করি।"

সূর্যের মতে, দলের প্রত্যেকে সমান গুরুত্বপূর্ণ। তাই প্রত্যেকের কথা আলাদা ভাবে শোনেন তিনি। অধিনায়ক বলেন, "গত দু'বছর ধরে এই কাজটাই করছি। একটা ভাল সাজঘর তৈরি করেছি। কারও কোনও সমস্যা থাকলে তাকে নৈশভোজে নিয়ে যাই। কথা শুনি। আমি প্রত্যেকের কথা শুনি। কারণ আমার মতে, প্রত্যেকের যদি বাক্স্বাধীনতা না থাকে, তা হলে সেই দল সফল হতে পারে না। তাই সকলের কথা শোনাটা জরুরি। সেই কারণেই ওরা আমার কথাও শোনে।"

ক্রিকেটারের জীবনে সাফল্যের চেয়েও ব্যর্থতা বেশি আসে বলে মনে করেন সূর্য। তবে তার মধ্যেই এগিয়ে যেতে হয়। সূর্য বলেন, "জীবনে উত্থান-পতন হবেই। গত বছর একটাও অর্ধশতরান করতে পারিনি। আমারও কঠিন সময় গিয়েছে। কিন্তু নিজের উপর ভরসা রেখেছি। পরিশ্রম করেছি। সকলকেই সেটা করতে হবে। এটাই জীবনে এগিয়ে যাওয়ার মন্ত্র।'দু'জন ছিলেন মাঠেই। এক জন অবশ্য টেলিভিশনের পর্দাতেই খেলা দেখেছেন। তবে ভারত টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ জেতার পরে সমান উচ্ছ্বসিত তিন জনই। ভারতীয় দলকে শুভেচ্ছা জানালেন মহেন্দ্র সিংহ ধোনি, বিরাট কোহলি ও রোহিত শর্মা। দলের পাশাপাশি গৌতম গম্ভীরের কথা অবশ্য আলাদা ভাবে বললেন শুধু ধোনি।বিশ্বকাপের ফাইনাল শুরু হওয়ার আগে দেখা যায়, ট্রফি নিয়ে মাঠে ঢুকছেন ভারতের দুই টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপজয়ী অধিনায়ক ধোনি ও রোহিত। দু'জনেই খেলার শেষ পর্যন্ত মাঠে ছিলেন। দলের জয় উপভোগ করেন। রোহিত মাঠে নেমে দলের সকলের সঙ্গে আনন্দ ভাগও করে নেন।

খেলা শেষে ভারতীয় দলের ট্রফিজয়ের ছবি নিজের ইনস্টাগ্রামের পাতায় ভাগ করে নেন ধোনি। সেখানে তিনি লেখেন, "অহমদাবাদে ইতিহাস তৈরি হল। ভারতীয় দল, সাপোর্ট স্টাফ ও বিশ্ব জুড়ে ভারতীয় সমর্থকদের শুভেচ্ছা। খেলা দেখে খুব ভাল লাগল।" তার পরেই কোচ গম্ভীরকে টেনে আনেন ধোনি। তিনি লেখেন, "কোচসাহেব, তোমাকে হাসলে দারুণ লাগে। হাসি ও আবেগ একসঙ্গে থাকলে আটকানো কঠিন। খুব ভাল খেলেছ তোমরা।" পাশাপাশি জসপ্রীত বুমরাহের কথাও আলাদা করে বলেছেন ধোনি। তিনি লেখেন, "বুমরাহের বিষয়ে কিছু না লেখাই ভাল। চ্যাম্পিয়ন বোলার।"

নারীশক্তির জয়গান : ক্রিকেটার, ফুটবলার সহ ২০ জন কৃতি নারীকে "সানরাইজ বীরাঙ্গনা" সম্মাননা

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। নারীশক্তির অদম্য চেতনা, সংগ্রাম এবং সাফল্যকে কুর্নিশ জানাতে সোমবার সন্ধ্যায় আগরতলা প্রেস ক্লাবে আয়োজিত হলো এক বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠান 'সানরাইজ বীরাঙ্গনা'। সমাজের বিভিন্ন স্তরে বিশেষ অবদান রাখা রাজ্যের ২০ জন প্রথিতযশা নারীকে এই অনুষ্ঠানে বিশেষভাবে সম্মানিত করা হয়। স্পোর্টস স্কুল মহিলা ফুটবল টিম এবং এগিয়ে চল সংঘ মহিলা ক্রিকেট দলকেও দেওয়া হয় সানরাইজ বীরাঙ্গনার পুরস্কার।অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন. সমাজসেবী শ্রীমতী নীলাঞ্জনা ঘোষ। এছাড়া, বিশেষ অতিথি হিসেবে আগরতলা প্রেস ক্লাবের সভাপতি প্রণব সরকার, ভূপেন্দ্র চন্দ্র দত্ত ভৌমিক ট্রাস্টের চেয়ারম্যান সঞ্জয় পাল প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। উদ্যোক্তাদের পক্ষ থেকে জানানো হয়, যে সমস্ত মহিলারা প্রতিদিন নিভৃতে সমাজের মূল ভিত গড়ে তুলছেন এবং নিজেদের কাজের মাধ্যমে দৃষ্টান্ত স্থাপন করছেন, তাঁদের সম্মান জানাতেই এই উদ্যোগ।

পুরস্কার প্রদানের পাশাপাশি অনুষ্ঠানের অন্যতম প্রধান আকর্ষণ ছিল ত্রিপুরার প্রথম নারী ব্যান্ড "মেঘবালিকা"-র পরিবেশনা। আগরতলাভিত্তিক এই ব্যান্ডটি তাদের সুরের জাদুতে উপস্থিত দর্শকদের মুগ্ধ করে। নারীশক্তির এই উদযাপনে তাঁদের উপস্থিতি অনুষ্ঠানটিতে এক ভিন্ন মাত্রা যোগ করে।সম্মাননা প্রাপ্ত ২০ জন নারীর জীবনসংগ্রাম ও সাফল্যের কাহিনি অনুষ্ঠানে সংক্ষেপে তুলে ধরা হয়। প্রধান অতিথির পাশাপাশি বিশেষ অতিথিবর্গ প্রত্যেক তাঁদের বক্তব্যে বলেন, 'নারীরা আজ কোনো অংশেই পিছিয়ে নেই। এই ধরণের অনুষ্ঠান তাঁদের এগিয়ে যাওয়ার পথে আরও উৎসাহ যোগাবে।'অনুষ্ঠানের শেষে উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানান সন্তোষ গোপ। আগরতলা প্রেস ক্লাবের হলঘর এদিন বিশিষ্টজনদের উপস্থিতিতে ছিল কানায় কানায় পূর্ণ। সব মিলিয়ে সোমবারের এই সন্ধ্যাটি হয়ে উঠেছিল নারীত্বের জয়গান ও প্রেরণার এক মিলনমেলা।

১ উইকেটে পোলস্টারকে হারিয়ে ঘুরে দাঁড়ালো চলমান সঙ্ঘ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। ত্রিপুরা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন আয়োজিত সন্তোষ মেমোরিয়াল "এ" ডিভিশন ক্রিকেট টুর্নামেন্টে এক রুদ্ধশ্বাস জয় তুলে নিল চলমান সঙ্ঘ। সোমবার পিটিএ গ্রাউন্ডে অনুষ্ঠিত ম্যাচে তারা পোলস্টার ক্লাবকে মাত্র ১ উইকেটের ব্যবধানে পরাজিত করেছে। টুর্নামেন্টের দ্বিতীয় ম্যাচে এটিই চলমানের প্রথম জয়। অলরাউন্ড নৈপুণ্যে ম্যাচের নায়ক হয়ে উঠলেন চন্দন রায়।এদিন সকালে পিটিএ গ্রাউন্ডে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে শুরু থেকেই নড়বড়ে ছিল পোলস্টার ক্লাব। চলমানের বোলারদের দাপটে ৪৩ ওভারে ১৬৫ রানেই অল-আউট হয়ে যায় তারা। চলমানের পক্ষে বল হাতে সবথেকে সফল ছিলেন চন্দন রায়। তিনি ১০ ওভারে ৩২ রান দিয়ে তুলে নেন ৩টি গুরুত্বপূর্ণ উইকেট। কম রানের লক্ষ্যমাত্রা সামনে রেখে জয়ের আশায় মাঠে নামে চলমান। ১৬৬ রানের লক্ষ্যমাত্রা তাড়া করতে নেমে পোলস্টারের বোলার সন্দীপ মিত্তালের তোপের মুখে পড়ে চলমান সঙ্ঘ। সন্দীপ ৯ ওভারে ৬৩ রান দিয়ে ৪টি উইকেট নিয়ে ম্যাচের মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছিলেন।

AFFIDAVIT

I, **Sankari De**, W/O-Late Arghya De, D/O-Late Dulal Krishna Das, Resident of 23 Central Road, Kaman Chowmahani, Near BSNL Office, P.O-Agartala, PS-East Agartala, Dist. West Tripura do hereby declare that I have Changed My Name from **Sankari De** to **Sankari Das** and henceforth I shall be known as Sankari Das in all purpose, Vide Affidavit n o34/MAR/26 sworn before the Notary Public at Agartala on 07 March 2026.
Sankari Das and Sankari De both are same and one indentical person.

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: -37/EE-JRN/PWD/2025-26 **Dated: 06-03-2026**

The Executive Engineer, Jirania Division, PWD(R&B) Jirania invites of behalf of the 'Government of Tripura percentage rate e-tender from the Central & State public sector undertaking/enterprise and eligible Bidders/Firms/Agencies of appropriate class registered with PWD/TTAADC/MES/CPWD/Railway/Other State PWD up to 3.00 P.M. on 13-03-2026 for the following work:

SL NO	NAME OF THE WORK	ESTIMATED COST	EARNEST MONEY	TIME FOR COMPLETION	CLASS OF BIDDER
1	DNIe-T No: 120/R/DNIeT/EE-JRN/PWD(R&B)/2025-26	Rs 23,95,866.00	Rs 47,917.00	45(Forty Five) Days	Appropriate Class
2	DNIe-T No: 121/R/DNIeT/EE-JRN/PWD(R&B)/2025-26	Rs 23,92,245.00	Rs 47,845.00	45(Forty Five) Days	Appropriate Class
3	DNIe-T No: 122/R/DNIeT/EE-JRN/PWD(R&B)/2025-26	Rs 24,10,813.00	Rs 48,216.00	30(Thirty) Days	Appropriate Class
4	DNIe-T No: 123/R/DNIeT/EE-JRN/PWD(R&B)/2025-26	Rs 15,30,292.00	Rs 30,606.00	60(Sixty) Days	Appropriate Class
5	DNIe-T No: 124/R/DNIeT/EE-JRN/PWD(R&B)/2025-26	Rs 2,85,417.00	Rs 5,708.00	30(Thirty) Days	Appropriate Class

☞Bid document can be seen in the website https://tripuratenders.gov.in. W.e.f 06-03-2026 to 13-03-2026.
☞Last Date and Time for Document Downloading and Bidding: 13-03-2026 up to 15.00 Hrs
☞Date and Time for Opening of BID: 13-03-2026 up to 15.00 Hrs
☞Document Downloading and Bidding at Application: https://tripuratenders.gov.in.
☞Class of tenderer:- Appropriate Class,
☞Bid Fee: Rs. 1,000 (Rupees OneThousand) Only each, Non refundable
All details are available in the https://tripuratenders.gov.in.
Note: *NO NEGOTIATION WILL BE CONDUCTED WITH THE LOWEST BIDDER*

For and on behalf of the Governor of Tripura
Sd/- Illegible
Executive Engineer
Jirania Division, PWD(R&B)
Jirania, West Tripura
eejirania@gmail.com

ICA/C/4718/26

SHORT NOTICE INVITING QUOTATION

QUOTATION NO. & DATE	Quotation Authority	Sl. No.	Name of item (Model & specification)	Brand	Unit	Quantity	Period
No.F.27 (6)-BDO/KTL/MGNREGS/TE HDER/2025-26/ 7278-85 Dated:- 06/03/2026.	BLOCK DEVELOPMENT OFFICER, OFFICE OF THE BLOCK DEVELOPMENT OFFICER KATHALIA R.D. BLOCK, SEPAHIJALA DISTRICT, TRIPURA	1	Laptop Computer Model- Dell Dc 15250 Intel Core I5 1334U Processor/ RAM 16 GB DDR 3200 MHz/ SSD 512 GB NVMe M.2/ Windows 11 preloaded/ Microsoft Office 2024/ backlit keyboard/ 15.6 FHD WVA 120 HZ/ DELL BACK PACK WARRANTY ONE YEAR ONSIDE	Dell	NO.	1	from 06/03/2026 to 12/03/2026 from 10 AM to 3.00 PM except Govt. Holiday.
		2	USB KEYBOARD & MOUSE COMBO	Dell	NO.	3	
		3	HP ALL IN ONE LASER PRINTER MODEL- M126A PRINT/SCAN/ COPY	HP	NO.	1	

For more details and terms & Condition please contact with concerned quotation authority.

Block Development Officer
Kathalia RD Block
Sepahijala District, Tripura

ICA/C-4713/26

NOTICE

In continuation of this office notice inviting tender vide No. F.7/DMN/SJ/488 dated 11/02/2026 & No.F.7/DMN/SJ/508 dated 11/02/2026, regarding the supply of Ration, Diet and others Misc. Articles & Memorandum for medicines for the jail inmates of Dharmanagar Sub-Jail for the year 2026-2027, it is hereby informed to all concerned bidders/suppliers that the date of opening of the sealed tender has been extended for 10(ten) days from 06/03/2026 to 18/03/2026.
This extension has been made due to unavoidable circumstances.
All other terms and conditions of the original Notice Inviting Tender shall remain unchanged.
All concerned are requested to take note accordingly.

Superintendent
Dharmanagar Sub-Jail
North Tripura

ICA/C-4726/26

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO:-40/EE/AGRI/N/2025-26

On behalf of the Governor of Tripura the Executive Engineer (Agri), Dharmanagar, North Tripura invites percentage rate e-tender on Single bid system from the eligible bidders for the Following works :-

Sl No.	Name of Work	e-DNIT No.	Estimated Cost	Earnest Money (In Rs)
1	2	3	4	5
1	Construction of District level composite office Building for Dy. Director of Horticulture, Dy. Project Officer, Assistant Engineer (Mech.) at Kumarghat, Unokoti Tripura District SH/:- Providing Internal Electrification	46/EE/AGRI/ NORTH/2025-26	7,76,688.00	15,534.00
2	Construction of GCI roofing by GI truss at Chawmanu regulated Super Market at 2nd floor under PIA Chawmanu Agri. Sub-division for the financial year 2025-26.	46/EE/AGRI/ NORTH/2025-26	14,05,269.00	28,105.00

Last date and time for documents downloading and bidding upto 15.00 Hrs on 13/03/2026 and time and date of opening of bid at 15.30 hrs on 13/03/2026 (If Possible). Any subsequent corrigendum will be available in the website only.
Notes : For more details, please kindly visit : tripuratenders.gov.in

For & on behalf of the Governor of Tripura
[Er. Sudhir Chandra Das]
Executive Engineer (North)
Department of Agriculture & F.W
Dharmanagar, North Tripura.

ICA/C-4724/26

Ministry of Women and Child Development
Government of India
SANKALP

ত্রিপুরা সরকার
সমাজ কল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা দপ্তর

আমন্ত্রণ পত্র

মহাশয় / মহাশয়া,
সমাজ কল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা দপ্তর, ত্রিপুরা সরকার-এর উদ্যোগে আগামী ১০ই মার্চ, ২০২৬ বেলা ১১.০০ ঘটিকায় আগরতলাস্থিত রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনের ১নং সভা গৃহে আন্তর্জাতিক নারী দিবস-২০২৬ উদ্‌যাপিত হবে।

অনুষ্ঠানের অতিথি বৃন্দ

উদ্বোধক ও প্রধান অতিথি : শ্রী টিংকু রায়, মাননীয় মন্ত্রী, সমাজ কল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা দপ্তর, ত্রিপুরা সরকার
সম্মানীয়া অতিথি : শ্রীমতী ঝর্ণা দেববর্মা, মাননীয়া চেয়ারপার্সন, ত্রিপুরা মহিলা কমিশন
শ্রীমতী জয়ন্তী দেববর্মা, মাননীয়া চেয়ারপার্সন, ত্রিপুরা শিশু অধিকার সুরক্ষা কমিশন।
বিশেষ অতিথি : শ্রী তপন কুমার দাস, বিশেষ সচিব, সমাজ কল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা দপ্তর, ত্রিপুরা সরকার

উক্ত অনুষ্ঠানে আপনাদের সানুরাগ উপস্থিতি একান্ত ভাবে কামনা করি

বিনীত
এল হ্রাঙ্খল (টিসিএস-এস এস জি)
অধিকর্তা
সমাজ কল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা দপ্তর
ত্রিপুরা

তারিখ : ০৯/০৩/২০২৬
আগরতলা

ICA/D-2115/26

'বড়লোকের বখাটে ছেলে, ক্রিকেটটাই শেষ করে দিচ্ছে'

ভারতকে শুভেচ্ছা জানালেও খোঁচা মারতে ছাড়লেন না শোয়েব আখতার। সূর্যকুমার যাদবেরা টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ জেতার পরেও থামছেন না তিনি। তবে কি ভারতের বিশ্বজয় হজম হচ্ছে না আখতারের? তিনি খোঁচা মারলেও সুর বদলে ফেলেছেন মহম্মদ আমির। ভবিষ্যদ্বাণী ঠিক না হওয়ায় কি পুরো ঘুরে গেলেন তিনি?ভারত বিশ্বকাপ জেতার পর পাকিস্তানের এক সংবাদমাধ্যমে বিশ্লেষকের ভূমিকায় থাকা আখতার বলেন, "ভারতের হাল এখন বড়লোকের বখাটে ছেলেদের মতো। পাড়ায় এ রকম ছেলে থাকে, যে গরিব ছেলেদের ডেকে বলে, চলো ক্রিকেট খেলি। ব্যাট-বল-উইকেট সব আমার। আমিই জিতব। ভারত এটাই করছে। আমাদের সঙ্গেও করছে। সকলের সঙ্গেই করছে। ওরা ক্রিকেটটাই শেষ করে দিচ্ছে।"আখতারের মতে, সেমিফাইনাল ও ফাইনালে ভারতকে প্রথমে ব্যাট করতে বলে খেলা সূর্যকুমারদের হাতে তুলে দিয়েছে প্রতিপক্ষ। বোলিংয়েও কোনও পরিকল্পনা দেখা যায়নি। তিনি বলেন, "যে দল রান তাড়া করতে সমস্যায় পড়ছে, তাকে শুরুতে ব্যাট করতে পাঠানোর কোনও যুক্তি নেই। শুরুতেই ভারতের হাতে খেলা তুলে দেওয়া হচ্ছে। পেসারেরা মাথা লক্ষ্য করে বল করছে না। ব্যাটের সামনে বল পড়ছে। তা হলে ভারত জিতবে না কেন? ওদের সামনে থালা এগিয়ে দেওয়া হচ্ছে। ওরা যা করার সেটাই করছে।"আখতারের কথা থেকে স্পষ্ট, তিনি বোঝাতে চেয়েছেন, আইসিসিতে ভারতের প্রভাবের কারণে দলের এই সাফল্য। শুধু আখতার নন, এই অভিযোগ পাকিস্তানের অনেক প্রাক্তন ক্রিকেটার করেছেন। এখনও করছেন।

ঘরের মাঠে বিশ্বকাপ জয়, বৃত্ত সম্পূর্ণ করে তৃপ্ত বুমরাহ, মিটল এক আক্ষেপও

১৫ রানে ৪ উইকেট! টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের ফাইনালের নায়ক জসপ্রীত বুমরাহ। ঘরের মাঠে দেশকে বিশ্বজয় করে তৃপ্ত বিশ্বের অন্যতম সেরা জোরে বোলার। যে গুজরাতের মাটিতে ক্রিকেট খেলা শুরু করেছিলেন, সেই গুজরাতের মাটিতে বিশ্বকাপ ফাইনালের সেরা ক্রিকেটার। ক্রিকেটজীবনের একটা বৃত্ত পূর্ণ করলেন বুমরাহ। একটি আক্ষেপও মিটেছে তাঁর।

ফাইনালের সেরা ক্রিকেটারের পুরস্কার নিয়ে বুমরাহ জানালেন, এই জয় তাঁর কাছে আলাদা। এই জয় তাঁর হৃদয়ের কাছাকাছি থাকবে। তিনি বললেন, "এর আগেও ঘরের মাঠে একটা বিশ্বকাপ ফাইনাল খেলেছিলাম। সে বার জিততে পারিনি। কিন্তু আজ জিতলাম। জানতাম উইকেট পাটা। তাই আমার সব অভিজ্ঞতা কাজে লাগানোর চেষ্টা করেছি।"

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের কথা মাথায় রেখে নিজের বোলিংয়ে কিছু পরিবর্তন করেছেন বুমরাহ। তা নিয়ে বলেছেন, "প্রতিযোগিতা শুরুর আগে ভাল বল করছিলাম। তবে বাড়তি অনেক বেশি কিছু চেষ্টা করছিলাম। বিশ্বকাপে বাড়তি কিছু চেষ্টা করিনি। নিজের বলগুলোই করার চেষ্টা করেছি। নিজের দক্ষতার উপর ভরসা রাখার চেষ্টা করেছি। এগুলোই দারুণ কাজে দিয়েছে।"

টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে সেরা বোলিং করে ঘরের মাঠে বিশ্বকাপ ফাইনালের সেরা ক্রিকেটারের পুরস্কার পাওয়ার অনুভূতি কেমন? বুমরাহ বললেন, "এর থেকে ভাল কী হতে পারে? ঘরের মাঠে বিশ্বকাপ ফাইনাল। সেই ফাইনালের সেরা ক্রিকেটারের পুরস্কার পেলাম। অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়েই সাফল্য পেয়েছি। এখানে প্রচুর ক্রিকেট খেলেছি। অন্য দলগুলোর খেলাও দেখেছি। প্রায় সকলেই গতি বাড়িয়ে বল করার চেষ্টা করেছে। মনে হয়েছে গতি বাড়িয়ে বল করলে, ব্যাটারের শট খেলতে সুবিধা হচ্ছে। অন্য রকম ভাবার চেষ্টা করেছি। ভেবেছি, ব্যাটারেরা কী করতে পারে। কী পরিকল্পনা থাকতে পারে ওদের। সতীর্থদের সঙ্গে কথা বলেছি। তাতে নানা মতামত পাওয়া যায়। কথা বলা প্রয়োজন মনে হলে, আমরা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করি। তাতে ভাল ফল পাওয়া যায়।"

শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্স উপস্থাপন করল ‘সিলভার এক্সপ্রেশনস’ - রূপোর গয়নায় নতুন অভিব্যক্তি

আগরতলা, ৯ মার্চ।। শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্স, ত্রিপুরার ঐতিহ্যবাহী গয়নার প্রতিষ্ঠান, যারা ‘আদি-কৃতী ’ এবং ‘গ্লিটেরিয়া’-র মতো সোনার ও হীরের ডিজাইনার সংগ্রহের জন্য সুপরিচিত, এবার প্রথমবারের মতো তাদের এক্সক্লুসিভ রূপোর গয়নার সংগ্রহ “সিলভার এক্সপ্রেশনস” উপস্থাপন করল। সোমবার, ৯ মার্চ এই বিশেষ সংগ্রহের উদ্বোধন হলো।

নতুন সিলভার এক্সপ্রেশনস সংগ্রহটি রূপোর গয়নাকে ব্যক্তিগত অনুভূতি ও ভাবনার এক অনন্য প্রকাশ হিসেবে তুলে ধরে। এই সংগ্রহের নকশাগুলিতে আধুনিকতা, সৌন্দর্য্য ও রূপোর চিরন্তন পবিত্রতার সমন্বয় ঘটেছে, যা পরিধানকারীর ব্যক্তিত্বকে নতুনভাবে প্রকাশ করে। এই সংগ্রহে রয়েছে এমন সব গয়না যা একদিকে স্টাইল স্টেটমেন্ট, অন্যদিকে স্বতন্ত্র পরিচয়ের প্রতীক। বিশুদ্ধ রূপোর শুভত্ব বজায় রেখে এই গয়নাগুলি মূল্যে সাশ্রয়ী অথচ মানে উন্নত। উদ্বোধন উপলক্ষে শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্স ঘোষণা করেছে ৯ মার্চ থেকে ১৪ মার্চ ২০২৬ পর্যন্ত ৬ দিনের বিশেষ আমন্ত্রণমূলক অফার, যার মধ্যে রয়েছে সিলভার এক্সপ্রেশন্স’ গয়না কেনায় এমআরপি-এর উপর ১০ ু ছাড় প্রতিটি ‘সিলভার এক্সপ্রেশন্স’ গয়না কেনার সঙ্গে নিশ্চিত উপহার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আকর্ষনীয় ভাবে গয়না দেখানোর মাধ্যমে সংগ্রহটি উপস্থাপন করা হয়। এতে শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্সের যুব মুখ মিঠুন দেববর্মা, রোজলিনা ত্রিপুরা এবং শ্রেষ্ঠা দেব ‘সিলভার এক্সপ্রেশন্স’ গয়না পরে উপস্থিত থেকে সংগ্রহটির সৌন্দর্য্য তুলে ধরেন।

অনুষ্ঠানের শেষপর্বে আগরতলার ফ্ল্যাগশিপ শোরুমে ‘সিলভার এক্সপ্রেশন্স’-এর বিশেষ জোন উদ্বোধন করা হয়। এই উপলক্ষে মিস্টার ওয়ার্ল মিঠুন দেববর্মা বলেন, ‘‘সিলভার এক্সপ্রেশন্স উদ্বোধন করতে পেরে আমি অত্যন্ত আনন্দিত।

মন ও হৃদয়ের অনুভূতিকে গয়নার মাধ্যমে প্রকাশ করার এই অভিনব উদ্যোগ সত্যিই প্রশংসনীয়। শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্সকে এই নতুন উদ্যোগের জন্য অভিনন্দন জানাই এবং তাদের ভবিষ্যৎ সাফল্য কামনা করি।” শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্সের ডিরেক্টর রূপক সাহা বলেন, “গ্রাহকরাই আমাদের সব কাজের কেন্দ্রবিন্দু।

বাজারের চাহিদা ও মানুষের পছন্দকে মাথায় রেখেই আমাদের প্রতিটি সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

‘সিলভার এক্সপ্রেশন্স’ এমন একটি সংগ্রহ, যা মানুষকে রূপোর গয়নাকে নতুনভাবে ভাবতে ও দেখতে অনুপ্রাণিত করবে।”

সংস্থার অন্য ডিরেক্টর অর্পিতা সাহা বলেন, “এই সংগ্রহটি বিশেষ আমন্ত্রণমূলক অফারের মাধ্যমে শুরু করা হয়েছে, যা আমাদের উৎকর্ষের ধারাবাহিক প্রচেষ্টা এবং গ্রাহকদের আরও বেশি মূল্য দেওয়ার প্রতিশ্রুতির প্রতিফলন।”

‘সিলভার এক্সপ্রেশন্স’ লঞ্চ অফার চলবে শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্সের ত্রিপুরার আগরতলা, উদয়পুর ও ধর্মনগর এবং কলকাতার গড়িয়াহাট, বেহালা ও বারাসাত শোরুমে ৯ মার্চ থেকে ১৪ মার্চ ২০২৬ পর্যন্ত।

গ্রাহকদের আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে এই নতুন সংগ্রহ দেখার জন্য এবং হৃদয়ের মতো করে কথা বলে এমন রূপোর গয়না খুঁজে নেওয়ার জন্য।

রাজ্যের পর্যটন কেন্দ্রগুলিকে আরও আকর্ষণীয় করে তোলার লক্ষ্যে কাজ হচ্ছেঃ সমবায়মন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ মার্চ: সাব্রুম মহকুমার কলাছড়াস্থিত কালাপানিয়া ন্যাচার পার্কে আজ থেকে শুরু হয়েছে কালাপানিয়া উৎসব। দু’’দিনব্যাপী এই উৎসবের উদ্বোধন করে সমবায়মন্ত্রী শুক্লাচরণ নোয়াতিয়া বলেন, রাজ্য সরকার রাজ্যের পর্যটন কেন্দ্রগুলোকে আরও আকর্ষনীয় করে তোলার লক্ষ্যে নানা পরিকল্পনা গ্রহণ করে কাজ করছে। ফলে দেশ-বিদেশের বহু পর্যটক এখন রাজ্যে আসছেন। বিশেষ করে কালাপানিয়া ন্যাচার পার্কের মতো রাজ্যের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভরপুর পর্যটনস্থলগুলোতে পর্যটকদের আগমন বাড়ছে। এরফলে আয়ও বৃদ্ধি পেয়েছে। কালাপানিয়া উৎসবের মাধ্যমে রাজ্যের জাতি-জনজাতির মিশ্র সংস্কৃতিকে তুলে ধরা হচ্ছে। ফলে সাংস্কৃতিক মেলবন্ধনের পাশাপাশি গ্রামীণ অর্থনীতিও মজবুত হচ্ছে। অনুষ্ঠানে এছাড়াও বক্তব্য রাখেন বিধায়ক মাইলাফু মগ, দক্ষিণ ত্রিপুরা জিলা পরিষদের সভাধিপতি দীপক দত্ত, সাঁতচাদ পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান প্রভাস লোধ, সাব্রুম মহকুমার মহকুমা শাসক সুমন রক্ষিত। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কলাছড়া পঞ্চায়েতের প্রধান বন্দনা দাস, বরিষ্ঠ তথ্য আধিকারিক অমৃত দাস, বিশিষ্ট সমাজসেবী হরিনাথ ত্রিপুরা, বিপুল ভৌমিক প্রমুখ। এই উৎসব উপলক্ষ্যে রাজ্য সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের ১০টি প্রদর্শনী স্টল খোলা হয়। এছাড়াও দুদিনব্যাপী উৎসবে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে।

উদয়পুরে মহিলা জন শুনবাই কর্মসূচি অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ৯ মার্চ: আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে মহিলাদের মর্যাদা হানিকর নানা সমস্যা ওঅভিযোগ সরাসরি শোনা এবং সমাধানের লক্ষ্যে ত্রিপুরা মহিলা কমিশনের উদ্যোগে আজ গোমতী জেলার এগ্রিকালচার চৌমুহনীর পিআরটিআই’’র হলে মহিলা জন শুনবাই কর্মসূচির আয়োজন করা হয়।

অনুষ্ঠানে সংশ্লিষ্ট জেলার বিভিন্ন মহকুমার সমস্যায় থাকা মহিলাদের অভিযোগ, সমস্যা এবং আইনী সহায়তার বিষয়গুলি শুনে সমাধানের উদ্যোগ নেওয়া হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন ঝর্ণা দেববর্মা, গোমতী জিলা পরিষদের সভাধিপতি দেবল দেবরায়, ত্রিপুরা মহিলা কমিশনের সদস্য সচিব মাধব পাল প্রমুখ।

কর্মসূচি সম্পর্কে ত্রিপুরা মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন ঝর্ণা দেববর্মা জানান, পারিবারিক সামাজিকভাবে সমস্যায় থাকা মহিলারা অনেকে হয়তো নানা অসুবিধার কারণে মহিলা কমিশণের কাছে আইনী সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে পৌছতে পারেননা। তাই ভারতের জাতীয় মহিলা কমিশনের নির্দেশে আন্তর্জাতিক মহিলা দিবস পালনের কর্মসূচির অঙ্গ হিসেবে রাজ্যের প্রতিটি জেলাতে মহিলা জন শুনবাই কার্যক্রমের আয়োজন করা হচ্ছে।

কেন্দ্রের বিদেশনীতি ও অর্থনৈতিক সিদ্ধান্তের তীব্র সমালোচনায় প্রদেশ কংগ্রেস

আগরতলা, ৯ মার্চ: কেন্দ্রীয় সরকারের বিদেশনীতি, অর্থনৈতিক নীতি এবং আন্তর্জাতিক ইস্যুতে ভারতের অবস্থান নিয়ে তীব্র সমালোচনা করল প্রদেশ কংগ্রেস। সোমবার এক প্রেস বিবৃতিতে কংগ্রেস নেতৃত্ব অভিযোগ করে, আরএসএস---বিজেপি এবং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ দেশের সার্বভৌমত্ব, সংবিধান ও সাধারণ মানুষের স্বার্থ রক্ষায় দায়বদ্ধতার পরিচয় দিতে ব্যর্থ হচ্ছেন।

বিবৃতিতে বলা হয়, স্বাধীন ভারতের সংবিধান কখনও কোনও সরকারকে দেশের সম্পদ বা অর্জিত মর্যাদা বিক্রি করার অধিকার দেয়নি। কিন্তু গত এক দশকেরও বেশি সময় ধরে কেন্দ্রীয় সরকার বিভিন্ন রাষ্ট্রায়ত্ত সম্পদ বিক্রি করে কর্পোরেট গোষ্ঠী এবং ক্ষমতাসীনদের ঘনিষ্ঠ কিছু ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের সুবিধা নিশ্চিত করছে বলে অভিযোগ তোলা হয়। প্রদেশ কংগ্রেস আরও দাবি করে, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ভারতের ঐতিহ্যগত স্বাধীন ও নিরপেক্ষ পররাষ্ট্রনীতিও বর্তমান সরকারের আমলে দুর্বল হয়ে পড়েছে। সাম্প্রতিক পশ্চিম এশিয়া পরিস্থিতি, বিশেষ করে ইরানকে ঘিরে আন্তর্জাতিক সংঘাতের প্রসঙ্গ তুলে তারা অভিযোগ করে যে, এই সংকটের সময়েও ভারত সরকার স্পষ্ট ও দৃঢ় অবস্থান নিতে ব্যর্থ হয়েছে।

বিবৃতিতে বলা হয়, ইরানে আক্রমণ এবং অসামরিক নাগরিকদের মৃত্যুর ঘটনাতেও ভারত সরকারের প্রতিক্রিয়া অত্যন্ত দেরিতে এসেছে। একইসঙ্গে ইরানের গুরুত্বপূর্ণ চাবাহার বন্দর প্রকল্প, যা ভারতের জন্য কৌশলগত ও বাণিজ্যিক দিক থেকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, তা নিয়েও কেন্দ্রের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয়েছে। এছাড়া যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্ক এবং রাশিয়া থেকে তেল আমদানির বিষয়েও কেন্দ্রীয় সরকারের নীতির সমালোচনা করে প্রদেশ কংগ্রেস। তাদের দাবি, এসব সিদ্ধান্ত ভারতের অর্থনীতি, কৃষি ও শিল্পক্ষেত্রে দীর্ঘমেয়াদে নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে।

প্রেস বিবৃতিতে আরও বলা হয়, বর্তমান আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে হরমুজ প্রণালীতে উত্তেজনা এবং পশ্চিম এশিয়ার সংঘাতের ফলে তেলের দাম বৃদ্ধি, সার, ওষুধ ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় পণ্যের সংকট দেখা দেওয়ার আশঙ্কা রয়েছে, যা ভারতের সাধারণ মানুষের উপর বাড়তি চাপ সৃষ্টি করতে পারে।

এই পরিস্থিতিতে প্রদেশ কংগ্রেস রাজ্যের মানুষের কাছে আবেদন জানিয়ে বলেছে, দেশের সার্বভৌমত্ব ও গণতন্ত্র রক্ষার স্বার্থে দলমত নির্বিশেষে সব দেশপ্রেমিক মানুষকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে গণতান্ত্রিক আন্দোলনে সামিল হতে হবে।

উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা শান্তিপূর্ণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ মার্চ: ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদ পরিচালিত উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার আজ ছিল সাইকোলজি বিষয়ের পরীক্ষা। রাজ্যের মোট ৬২টি উচ্চতর মাধ্যমিক পরীক্ষা কেন্দ্রের অন্তর্গত সবকয়টি পরীক্ষাস্থালের অবস্থা শান্তিপূর্ণ ছিল। আজ উচ্চতর মাধ্যমিকের সাইকোলজি পরীক্ষায় ১২৪৫ জন পরীক্ষার্থী নথিভুক্ত ছিল। সারা রাজ্যে পরীক্ষায় বসেছিল ১২৩৯ জন পরীক্ষার্থী।

অনুপস্থিতির সংখ্যা মোট ৬ জন। ছাত্রছাত্রীর উপস্থিতির শতকরা হার ৯৯.৫২। আগামীকাল মাধ্যমিক পরীক্ষায় বাংলা/হিন্দি/ককবরক/মিজো ভাষায় এবং মাদ্রাসা আলিম পরীক্ষায় আরবিক, বাংলা ভাষায় পরীক্ষা হবে। ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদের পক্ষ থেকে এক বিবৃতিতে এই সংবাদ জানানো হয়েছে।

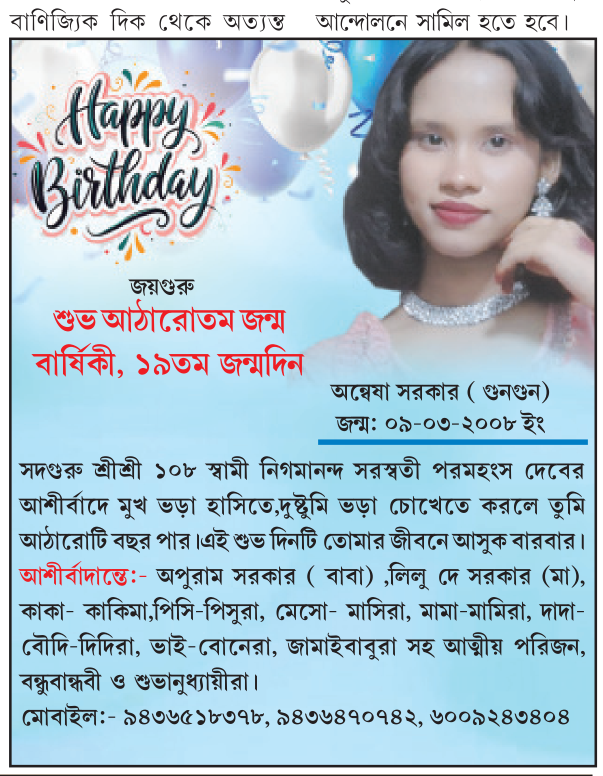

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।
Printed by the Owner, Publisher and Printer Sandeep Biswas from Rainbow Printing Works, Agartala and Published from Jagaran Office, L.N. Bari Road. Agartala, Tripura. Editor- Sandeep Biswas